ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-273 ■ 3 July, 2026 ■ আগরতলা ৩ জুলাই, ২০২৬ ইং ■ ১৭ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভারত-জাপান সম্পর্কের নতুন অধ্যায়

প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, বিনিয়োগ ও জ্বালানিতে একাধিক ঐতিহাসিক উদ্যোগের ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই ।। ভারত-জাপান বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তাকাইচীর সঙ্গে যৌথ প্রেস বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাপানের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাকাইচীর প্রথম ভারত সফর দুই দেশের সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেবে। তিনি জানান, ভারত ও জাপানের মধ্যে দীর্ঘদিনের আস্থা, বন্ধুত্ব ও কৌশলগত অংশীদারিত্বের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে সহযোগিতার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাম্প্রতিক জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, বর্তমান অস্থির বিশ্ব পরিস্থিতিতে পারস্পরিক আস্থাই সবচেয়ে বড় কৌশলগত সম্পদ। ভারত ও জাপানের সম্পর্ক সেই আস্থার ওপরই প্রতিষ্ঠিত এবং গত কয়েক দশক ধরে জাপান ভারতের উন্নয়নযাত্রায় অন্যতম নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসেবে ভূমিকা পালন করে আসছে।

তিনি বলেন, অবাধ, সমৃদ্ধ এবং নিয়মভিত্তিক ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল গড়ে তোলার লক্ষ্যে দুই দেশ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছে। বিশ্বের বৃহৎ গণতান্ত্রিক ও বাজারভিত্তিক অর্থনীতি হিসেবে ভারত ও জাপান শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নের জন্য যৌথভাবে কাজ করবে।

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

এখনই পেট্রোল ডিজেলের দাম কমানো সম্ভব নয় হরদীপ সিং পুরী

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই (আইএএনএস)।। এই মুহূর্তে পেট্রল ও ডিজেলের খুচরো দাম কমানোর কোনও যৌক্তিকতা নেই বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী। বৃহস্পতিবার জ্বালানির মূল্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে বড় ওঠানামা হলেও ভারতে পেট্রল ও ডিজেলের দাম মোটের উপর স্থিতিশীল রাখা হয়েছে।

মন্ত্রী জানান, গত চার বছরে পেট্রলের দাম বেড়েছে মাত্র ৫.৫৮ শতাংশ এবং ডিজেলের দাম বেড়েছে ৬.২৩ শতাংশ।

তিনি বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন সংস্থাগুলি (ওএমসি) এখনও প্রায় ২.১৮ লক্ষ কোটি টাকার সম্মিলিত লোকসান (আন্ডার-রিকভারি) কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম অনেক বেশি থাকার সময় কেনা জ্বালানির মজুত এখনও তাদের কাছে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এখনই খুচরো জ্বালানির দাম

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জিরানীয়ার পর এবার আগরতলা রেল স্টেশনে

২৪ ঘন্টার ব্যবধানে দুইটি পণ্যবাহী ট্রেনে নিষিদ্ধ কফ সিরাপ উদ্ধার, আটক এক

সকালে আগরতলা রেল স্টেশনে উদ্ধার নিষিদ্ধ এসকফ।

রাতে পুনরায় আগরতলা রেল স্টেশনে উদ্ধার নিষিদ্ধ এসকফ।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই ।। জিরানিয়া রেল স্টেশনে প্রচুর পরিমাণে মাদক উদ্ধারের এবার আগরতলা রেল স্টেশনে ২৪ ঘন্টার ব্যবধানে দুইটি পণ্যবাহী ট্রেনে নিষিদ্ধ কফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ট্রেনে মাদক পাচারের চেষ্টা আপাতত ভেস্তে গেছে। কিন্তু, দীর্ঘ পথ পারি দিয়ে আগরতলায় মাদক দ্রব্য আসা গভীর চিন্তার বিষয় বলেই মনে করা হচ্ছে।

নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত যৌথ অভিযানে আগরতলা রেলস্টেশনে বিহার থেকে আসা পণ্যবাহী ট্রেন থেকে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কোডিন-ভিত্তিক কফ সিরাপ উদ্ধার করেছে অসম রাইফেলস এবং রাজস্ব গোয়েন্দা অধিদপ্তর (ডিআরআই)। অভিযানে মোট ৫৫, ৬২৬ বোতল কোডিন-ভিত্তিক কফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়েছে, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ১.২৭ কোটি টাকা।

অসম রাইফেলসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উদ্ধার হওয়া কফ সিরাপগুলি রেলওয়ে পার্সেল ভ্যানে সাধারণ পণ্যের চালান হিসেবে গত ২৫ জুন তারিখে কাটিহার থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে বুক করা হয়েছিল। পার্সেল ভ্যানটি ৩০ জুন আগরতলা রেলস্টেশনে পৌঁছায় এবং পরে আনলোডিংয়ের জন্য লাইন নম্বর ১৩-এ রাখা হয়।

ডিআরআই-এর আগরতলা আঞ্চলিক ইউনিটের কাছে আগে থেকেই নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্য ছিল। সেই তথ্যের ভিত্তিতে ১ জুলাই ডিআরআই, রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স, এসআইবি, আরপিএসএফ, আসাম রাইফেলস এবং রেল কর্তৃপক্ষের যৌথ অভিযানে পার্সেল ভ্যানটি তল্লাশি করা হয়।

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

সোনামুড়ায় উদ্ধার দুই বাংলাদেশী কিশোরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই ।। সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া থানার অন্তর্গত তামসাবাড়ি ও উরমাই গ্রামে যৌথ অভিযানে বাংলাদেশের দুই নাবালিকা কিশোরীকে উদ্ধার করেছে প্রশাসন। উদ্ধার অভিযানের পর শিশু অধিকার সুরক্ষা নিয়ে কাজ করা সংস্থাগুলির আবেদনের ভিত্তিতে সীমান্ত পেরিয়ে তাদের ভারতে নিয়ে আসার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া দুই কিশোরী বাংলাদেশের বাসিন্দা। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

একই রাতে দুই বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই ।। বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত তেবাড়িয়া এলাকায় একই রাতে দুটি বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। দুষ্কৃতীরা দুটি বাড়ি থেকে লক্ষাধিক টাকার রাবার শীট চুরি করে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ।

জানা গেছে, তেবাড়িয়া এলাকার বাসিন্দা অচল মনি বিশ্বাসের বাড়িতে গভীর রাতে চোরের দল হানা দেয়। বাড়ির মালিকের অভিযোগ, তাঁর বাড়ি থেকে প্রায়

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

গন্ডাতুইসায় আম বিপ্লব

আরও ৩৪২ কানিতে রসালো ফলের চাষ সম্প্রসারণের ঘোষণা কৃষিমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই ।। কৃষকদের জীবিকা শক্তিশালী করা এবং তাদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর গন্ডাতুইসা মহকুমায় আরও ৩৪২ কানিতে আম চাষ সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আজ ধলাই জেলার গন্ডাতুইসা মহকুমার নারিকেলকুঞ্জতে মনসুন ম্যাঙ্গো ফেস্টিভ্যাল ২০২৬ উদ্বোধন করেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এই নতুন পরিকল্পনার কথা জানান।

মন্ত্রী বলেন আমাদের রাজ্যের কুইন আনারস ইতিমধ্যেই বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে। আমি বহু আম দেখেছি, তবে ডুম্বুর অঞ্চলের বিভিন্ন জাতের আম সত্যিই অসাধারণ। গন্ডাতুইসা ও ডুম্বুরকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচিত করে তুলতেই সরকার এই ম্যাঙ্গো ফেস্টিভ্যালকে আরও বিস্তৃতভাবে প্রচার করবে। তিনি আরও জানান, এলাকায় বহু উন্নত জাতের আম উৎপাদিত হচ্ছে এবং ফলনও উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

কৃষিমন্ত্রী জানান, কৃষকদের ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

প্রযুক্তিতে অনভিজ্ঞ প্রবীণদের অনলাইনে মামলা অনুসরণ না করার জন্য শাস্তি দেওয়া যায় না ঃ ত্রিপুরা হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই ।। প্রযুক্তিতে অনভিজ্ঞ প্রবীণ নাগরিকদের আদালতের ওয়েবসাইটে মামলা অনুসরণ না করার কারণে শাস্তি দেওয়া বা তাদের ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করা যায় না বলে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করেছে ত্রিপুরা হাইকোর্ট। একই সঙ্গে প্রায় ২৩ মাস বিলম্বে দায়ের হওয়া একটি সম্পত্তি সংক্রান্ত আপিল পুনরায় গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

প্রধান বিচারপতি এম এস রামচন্দ্র রাওয়ের একক বেঞ্চ গোমতী জেলার জেলা বিচারকের নির্দেশ বাতিল করে টাইটেল আপিল নং ১৯/২০২৫ পুনর্বহাল করেন। আদালত জানায়, মামলার বিলম্ব মাফের আবেদন খারিজ করে আপিল বাতিল করা নিম্ন আদালতের গুরুতর ভুল ছিল।

মামলার সূত্রপাত ২০২১ সালে উদয়পুরে একটি অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা ও দখল নিয়ে দায়ের হওয়া দেওয়ানি মামলা থেকে। বিবাদীপক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করলেও, তাদের আইনজীবী আদালতের অনুমতি নিয়ে মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর পর তারা বিষয়টি জানতে পারেননি। ফলে তাদের অনুপস্থিতিতেই বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং ২০২৩ সালের আগস্টে বাদীপক্ষের পক্ষে একতরফা রায় ঘোষণা করা হয়।

পরবর্তীতে বিবাদীপক্ষ জানায়, আইনজীবী মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর বিষয়টি তাদের জানানো হয়নি। রায় কার্যকর করার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পরই তারা একতরফা ডিক্রির কথা জানতে পারেন। আবেদনকারীদের একজনের বয়স ৭৭ বছর এবং তিনি মাঝে মাঝে মানসিক অসুস্থতায় ভুগতেন বলেও আদালতে উল্লেখ করা হয়। অপর আবেদনকারীও একজন প্রবীণ নাগরিক।

জেলা আদালত তাদের আবেদন খারিজ ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

অস্ত্রের মুখে দুঃসাহসিক ডাকাতি

আতঙ্ক নলছড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই ।। *সিপাহিজলা জেলার নলছড়ের মায়ারানী উত্তরপাড়ায় এক গৃহবধূকে ধারালো অস্ত্রের মুখে রেখে সোনা, নগদ অর্থ ও একটি ডিএসএলআর ক্যামেরা লুট করে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। বুধবার রাত আনুমানিক ৮টা নাগাদ সংঘটিত এই ঘটনায় এলাকায় চরম আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।*

জানা গেছে, ওই সময় বাড়ির কর্তা রতন দেবনাথ বাইরে ছিলেন। তাদের একমাত্র ছেলে অনুপম দেবনাথ কর্মসূত্রে চেন্নাইয়ে থাকায় বাড়িতে একাই ছিলেন রতন দেবনাথের স্ত্রী অঞ্জলি রানী দেবনাথ। অভিযোগ, আগে থেকেই ওত পেতে থাকা ডাকাতরা প্রথমে বাড়ির সামনের গ্রিলের দরজায় নাড়াচাড়া করে। কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে তারা কৌশল বদলায়। বাড়ির পেছনের জলের ট্যাপ খুলে দেয় তারা। একটানা জলের শব্দ শুনে অঞ্জলি দেবী মনে করেন, হয়তো পাশের বাড়ির দুই নাতনি দুষ্টুমি করে জল ছেড়ে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

সোনামুড়ায় সড়ক ও পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই ।। দীর্ঘদিনের সড়ক ও পানীয় জলের সমস্যার সমাধানের দাবিতে বৃহস্পতিবার সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা এনসিনগর বিএসএফ ক্যাম্প সংলগ্ন সোনামুড়া-বক্সনগর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন। এতে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারম্যানের ওয়ার্ড হওয়া সত্ত্বেও এলাকায় উন্নয়নের কোনো বাস্তব চিত্র দেখা যায়নি। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার বেহাল অবস্থা ও পানীয় জলের সংকট নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে একাধিকবার অভিযোগ জানানো হলেও কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে বাধ্য হয়েই তারা আন্দোলনের পথে নেমেছেন বলে দাবি করেন।

এলাকাবাসীর আরও অভিযোগ, সড়ক অবরোধ চলাকালীন ভাইস চেয়ারম্যানের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন ব্যক্তি ঘটনাস্থলে এসে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি

৫ জুলাই ৬ ঘন্টার ধর্না ঘোষণা বীরজিৎ সিনহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২ জুলাই ।। আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ (এজিএমসি) এবং জিবি হাসপাতালের চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধের সরকারি সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে তা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানালেন কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা তথা অল ইন্ডিয়া পঞ্চায়েত পরিষদের ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সভাপতি ও বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা। একই সঙ্গে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আগামী ৫ জুলাই সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত আগরতলার সার্কিট হাউস সংলগ্ন গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ছয় ঘণ্টার শান্তিপূর্ণ ধর্না ও বিক্ষোভ কর্মসূচির ঘোষণা দেন তিনি।

বৃহস্পতিবার কৈলাসহরের জেলা কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বীরজিৎ সিনহা বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে চিকিৎসকদের ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

স্বাস্থ্য সচিবের জিবিপি হাসপাতাল পরিদর্শন, খতিয়ে দেখলেন ওপিডি পরিষেবা ও রোগীর সুবিধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই ।। রাজ্যের অন্যতম প্রধান রেফারেল হাসপাতাল -এর নিউ টিচিং হাসপাতাল (এনটিএইচ)-এর বহির্বিভাগ (ওপিডি) কমপ্লেক্সে বৃহস্পতিবার বিস্তৃত পরিদর্শন চালান স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব। পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য ছিল রোগী পরিষেবা, চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর বর্তমান পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা।

পরিদর্শনে সচিবের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন -এর মিশন ডিরেক্টর। প্রতিনিধিদল সার্জারি, ডেন্টাল ও গাইনোকোলজি ওপিডি ছাড়াও হাসপাতালের টিকিট কাউন্টার ঘুরে দেখেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন -এর অধ্যক্ষ অধ্যাপক (ডা.) , মেডিক্যাল

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জিবি-এজিএমসি চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস

নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে আসরে বামফ্রন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই ।। রাজ্যে চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীর ঘাটতি দীর্ঘদিনের সমস্যা। তার উপর প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করে দেওয়ায় বহু রোগী চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সরকারের উচিত এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে অবিলম্বে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই দাবি জানিয়েছেন বামফ্রন্টের আহ্বায়ক মানিক দে।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বামফ্রন্টের আহ্বায়ক মানিক দে, সিপিআই রাজ্য সম্পাদক মিলন বৈদ্য, আরএসপি রাজ্য সম্পাদক দীপক দেব, ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা রঘুনাথ সরকার এবং সিপিআই(এম) নেতা রাজেন্দ্র রিয়াং।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বামফ্রন্টের আহ্বায়ক মানিক দে বলেন, জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করার সরকারি সিদ্ধান্তে স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও সংকটের মুখে পড়েছে। তাঁর অভিযোগ, হাসপাতালে পর্যাপ্ত চিকিৎসক নেই, পরিষেবা আগেই দুর্বল ছিল। বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা না করেই সরকার একতরফাভাবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চিকিৎসক বা সংশ্লিষ্ট মহলের সঙ্গে কোনো আলোচনা না করেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে। এর ফলে রোগীদের দুর্ভোগ বাড়বে এবং কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটলে তার দায় সরকারকেই নিতে হবে। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করে আপাতত এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানান তিনি।

বিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল নিয়েও সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন মানিক দে। তাঁর অভিযোগ, বিদ্যুৎ নিগম গ্রাহকদের ওপর অতিরিক্ত ফিক্সড চার্জ চাপিয়ে দিয়েছে, যার ফলে সাধারণ মানুষের বিদ্যুৎ বিল আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। তিনি দাবি করেন, বিদ্যুৎ নিগমের প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও বকেয়া আদায়ে অক্ষমতার বোঝা সাধারণ গ্রাহকদের ওপর চাপানো হচ্ছে। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন, একটি বেসরকারি সংস্থা প্রায় দেড়শো কোটি টাকা নিয়ে চলে যাওয়ার পরও তার দায় জনগণের ওপর চাপানো হয়েছে। স্মার্ট মিটার বসানোর উদ্যোগ, বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল ও অতিরিক্ত চার্জ প্রত্যাহারের দাবি জানান তিনি।

ত্রিপুরা শান্তি নিকেতন মেডিকেল কলেজের কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যু প্রসঙ্গেও প্রশ্ন তোলেন বামফ্রন্ট আহ্বায়ক। তিনি বলেন, এটি হত্যা না আত্মহত্যা, সে বিষয়ে সরকার এখনও স্পষ্ট বক্তব্য দিচ্ছে না। ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করে প্রকৃত ঘটনা জনসমক্ষে আনার দাবি জানান তিনি। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

চাকরির প্রলোভনে অপহৃত তিন নাবালিকা গুজরাট থেকে উদ্ধার

অভিযুক্তকে ট্রানজিট রিমান্ডে আনছে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই ।। চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ধলাই জেলার গঙ্গানগর থানার অন্তর্গত নিয়ামজয় পাড়া থেকে অপহরণ করা তিন নাবালিকাকে গুজরাট থেকে উদ্ধার করেছে ধলাই জেলা পুলিশ। গুজরাট পুলিশের সঙ্গে যৌথ অভিযানে নাবালিকাদের নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। একই সঙ্গে অভিযুক্তসহ চারজনকে আটক করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নিয়ামজয় পাড়ার বাসিন্দা মুকেশ রিয়াং নামে এক যুবক বহিরাজ্যে কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে তিন নাবালিকাকে নিয়ে যায়। বিষয়টি জানতে পেরে পরিবারের সদস্যরা গঙ্গানগর থানায় অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

তদন্তে মোবাইল ফোনের লোকেশন বিশ্লেষণ করে পুলিশ জানতে পারে, অভিযুক্ত আগরতলা থেকে কলকাতা হয়ে গুজরাটের আহমেদাবাদে পৌঁছেছে। এরপরই গুজরাটের আমদা থানার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। দুই রাজ্যের পুলিশের সমন্বিত অভিযানে তিন নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয় এবং অভিযুক্তসহ মোট চারজনকে আটক করা হয়।

এদিকে, গঙ্গানগর থানার তদন্তকারী কর্মকর্তা সাব-ইন্সপেক্টর স্বপন দেববর্মার নেতৃত্বে একটি পুলিশ দল ইতিমধ্যেই গুজরাটে পৌঁছেছে। ধৃতদের ট্রানজিট রিমান্ডে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ৩ জুলাই, ২০২৬ ইং
১৮ আষাঢ়, শুক্রবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

তৃণমূলের প্রতীক কার ?
মমতা বনাম ঋতব্রত দ্বন্দ্ব

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে হারের পর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীক ও দলের মালিকানা কাহার হাতে থাকিবে, তাহা নিয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিদ্রোহী নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের আইনি লড়াই চরম আকার ধারণ করিয়াছে। দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে বিদ্রোহী 'ঋতব্রত-তৃণমূল' শিবিরের বৈঠকের পর এই দ্বন্দ্ব এখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হইতেছে। বিধানসভায় হারের পর ৫৮ জন বিক্ষুব্ধ বিধায়ককে সঙ্গে নিয়া ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে পরিষদীয় দলনেতা এবং পরবর্তীতে স্পিকার কর্তৃক বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি দাবি করেন। এরপরই মূল দল, 'ঘাসফুল' প্রতীক এবং দলের তহবিলের ওপর অধিকার কাহার, তাহা নিয়া দুই পক্ষের টানাপোড়েন শুরু হয়।বিদ্রোহী শিবির একটি বিশেষ অধিবেশন ডাকিয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দলের চেয়ারপারসন পদ থেকে সরাইয়া অরূপ রায়কে সেই পদে বসানোর দাবি করিয়াছে।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন মূল তৃণমূল কংগ্রেস এই দাবিকে সম্পূর্ণ অবৈধ ঘোষণা করিয়াছে। তাহারা নির্বাচন কমিশনে নতুন জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির তালিকা জমা দিয়া দলের ওপর নিজেদের আইনি ও সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিবার আবেদন জানাইয়াছে। এছাড়া স্পিকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টেও দ্বারস্থ হইয়াছে তাহারা।নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ দুই পক্ষেরই বক্তব্য ও নথিপত্র খতিয়ে দেখিতেছে। কোন পক্ষের কাছে প্রকৃত সংখ্যা গরিষ্ঠতা বিধায়ক ও সাংগঠনিক প্রতিনিধি রহিয়াছে, তাহার প্রমাণ পেশ করিবার জন্য একটি নির্দিষ্ট চূড়ান্ত সময়সীমা বা ডেডলাইন বাধিয়া দেওয়া হইতেছে। এই প্রক্রিয়া শেষে নির্ধারিত হইবে 'আসল তৃণমূল' কাহার এবং ঘাসফুল প্রতীকটি শেষ পর্যন্ত কাহার অনুকূলে থাকিবে।

তৃণমূল কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ কা হার হাতেকালীঘাট নাকি ঋতব্রত শিবির? এই প্রশ্নে রাজনৈতিক মহলে যখন উত্তেজনার পারদ তুঙ্গে, ঠিক তখনই আসরে নামিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। দলের দখল নিয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের দাবি ও পালটা দাবির পরিপ্রেক্ষিতে উভয় পক্ষকেই চিঠি পাঠাইল কমিশন। আগামী ৬ জুলাই, সোমবার বিকেল সাড়ে ৫টার মধ্যে এই দুই শিবিরকে নথিপত্র-সহ তাহাদের মতামত জানানোর নির্দেশ দিয়াছেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ও তাঁহার প্রতিনিধিদল। বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর থেকেই তৃণমূলের অন্দরে ভাঙনের সুর স্পষ্ট হইয়া ওঠে। একদিকে দলের জাতীয় কর্মসমিতির তালিকা জমা দিয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে দলের চেয়ারম্যান হিসেবে দাবি করিয়াছেন, অন্যদিকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পৃথক কর্মসমিতি গঠিত হইয়াছে, যেখানে অরূপ রায়কে 'সর্বভারতীয় তৃণমূলের' চেয়ারম্যান ঘোষণা করা হইয়াছে। মমতা বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সেই তালিকায় নাই।

বৃহস্পতিবার দিল্লিতে গিয়া জ্ঞানেশ কুমারের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ঋতব্রত এবং তাঁহার নেতৃত্বাধীন ১০ সদস্যের প্রতিনিধিদল। সাক্ষাতের পর ঋতব্রত দাবি করেন, দলের দুই-তৃতীয়াংশ বিধায়ক, প্রাক্তন মন্ত্রী, কাউন্সিলার এবং জেলা পরিষদের সদস্যরা তাঁহাদের সঙ্গেই রহিয়াছেন। তিনি আত্মবিশ্বাসের সুরে বলেন, "আমরাই আসল তৃণমূল।" প্রতীক এবং তহবিল নিয়া কোনো বিতর্ক নাই বলিয়াও দাবি করেন তিনি। দলের নিয়ন্ত্রণের সপক্ষে প্রয়োজনীয় নথি ইতিমধ্যেই তাহারা কমিশনে জমা দিয়াছেন বলিয়া জানান।পালটা হিসেবে মমতা শিবিরও কমিশনের কাছে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করিয়াছে। দলের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এমন পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা নিরসনে কমিশন যে কড়া অবস্থানে রহিয়াছে, তাহা স্পষ্ট। দুই শিবিরের লিখিত বক্তব্য এবং জমা দেওয়া নথিপত্র খতিয়ে দেখিয়া কমিশন তৃণমূলের ভবিষ্যৎ এবং প্রতীকের মালিকানা নিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সোমবারের এই জবাবদিহি পরবর্তী সময়টি তৃণমূলের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিধায়ক সংখ্যার গাণিতিক হিসেব নাকি দলীয় গঠনতন্ত্রকমিশনের রায় কোন দিকে ঝুঁকিয়া থাকে, এখন সেই উত্তরের অপেক্ষায় গোটা বাংলা। প্রতীক ও ক্ষমতার এই লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসিবে কে, সোমবার বিকেলের পর পরিস্থিতি তাহা স্পষ্ট করিয়া দিবে।

পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রে ১১৪.৯০ কোটি টাকার গ্রামীণ সড়ক প্রকল্পের অনুমোদন, উপকৃত হবে ৪০-র বেশি জনবসতি

আগরতলা, ২ জুলাই: পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন জেলায় প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা-এর আওতায় একাধিক গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রক। মোট ১১৪.৯০ কোটিরও বেশি টাকার এই প্রকল্পে উপকৃত হবে লোকসভা কেন্দ্রের ৪০টিরও বেশি জনবসতি। বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছেন ত্রিপুরা পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কৃতি সিং দেববর্মা। তিনি জানান, সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই প্রত্যন্ত ও গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নমূলক পরিকাঠামোর ঘাটতি দূর করে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। সাংসদ জানান, লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার আওতায় যে সমস্ত সড়ক প্রকল্পের প্রস্তাব তাঁর কাছে এসেছিল, সেগুলি তিনি অনুমোদন দিয়ে কেন্দ্রীয় গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকে পাঠান। পরবর্তীতে মন্ত্রক সেই প্রকল্পগুলির অনুমোদন প্রদান করে।

কৃতি সিং দেববর্মা বলেন, '১১৪.৯০ কোটিরও বেশি টাকার এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ৪০টিরও বেশি গ্রামীণ জনবসতি সরাসরি উপকৃত হবে। উন্নত সড়ক যোগাযোগের ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং বাজারে পৌঁছানো সহজ হবে। পাশাপাশি গ্রামীণ ও জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটবে এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান আরও উন্নত হবে।'

তিনি আরও জানান, ত্রিপুরা পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিটি প্রকৃত গ্রামীণ সড়ক সংযোগের প্রস্তাব যাতে যথাযথ গুরুত্ব পায়, সে বিষয়ে তিনি কেন্দ্রীয় গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকের সঙ্গে নিয়মিত সমন্বয় রেখে কাজ করছেন। দ্রুত গতিতে পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে তাঁর এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

সাংসদ কৃতি সিং দেববর্মা বলেন, ত্রিপুরা পূর্বের প্রতিটি নাগরিকের উন্নয়নের স্বপ্ন বাস্তবায়ন এবং প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য তিনি ভবিষ্যতেও একইভাবে কাজ করে যাবেন। জনগণের আশীর্বাদ ও সহযোগিতায় উন্নয়নের এই ধারা আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আশ্বাসও দেন তিনি।

প্রশাসনিক কাজে আরও স্বচ্ছ এবং দক্ষতা আনার লক্ষ্যে সচিবালয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই: সাম্প্রতিক সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্যাবিনেট সচিবের নির্দেশমূলে সরকারি কাজে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে ন্যাশনাল সেন্টার ফর গুড গভর্ন্যান্স এর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়গুলিতে হওয়া দৈনিক সরকারি কাজকর্ম, আলোচনা সভা আরও দ্রুততার সঙ্গে সম্পাদন, স্বচ্ছ ও দক্ষতা নির্ভর করার জন্য গবেষণা করার পাশাপাশি গাইডলাইনস তৈরি করা হয়েছে। প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল, সহজলভ্য এবং মানুষের হাতের নাগালে পৌঁছানোর জন্যই এই উদ্যোগ।

এল নিনোর প্রভাবে তাপপ্রবাহ বাড়বে
সর্বত্র জল সংরক্ষণে সচেতনতা জরুরী

ডঃ রাজভূষণ চৌধুরী
(কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, জল শক্তি মন্ত্রক)

আজ পৃথিবীর পরিবেশ এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে প্রকৃতির লক্ষণগুলো ক্রমশ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে এবং ঋতুচক্রও গভীরভাবে প্রভাবিত হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে মে মাসের শেষের দিকেই স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে এবারের তাপ তীব্র হবে। তিনি সমস্ত দেশবাসীকে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করতে এবং জল সংরক্ষণের বিষয়ে সতর্ক থাকতে আবেগঘন আবেদন জানিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বান আজকের এই অভূতপূর্ব পরিবেশগত সংকটের মাঝে দেশকে একটি নিরাপদ পথ দেখিয়ে পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রমাণিত হচ্ছে। পৃথিবীর ক্রমাগত ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা এবং ঋতুচক্রের ব্যাপক পরিবর্তনই স্পষ্ট প্রমাণ যে, জলবায়ু পরিবর্তন এখন আর কেবল সুদূর ভবিষ্যতের কোনো বিষয় নয়। বরং, এটি আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় প্রশাসনিক ও সামাজিক চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে। অসময়ে ভারী বৃষ্টিপাত, দীর্ঘস্থায়ী খরা এবং গ্রীষ্মকালের তীব্র রূপ আজ সমগ্র বিশ্ব সম্প্রদায়ের জন্য গভীর উদ্বেগের বিষয়। এই বৈশ্বিক বায়ুমণ্ডলীয় আলোড়নের একেবারে কেন্দ্রে রয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরে উদ্ভূত এক অত্যন্ত জটিল জল-আবহাওয়া সংক্রান্ত ঘটনা, যা আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় "এল নিনো" নামে পরিচিত। ভারতের মতো একটি দেশের জন্য - যা বিশাল, ঘনবসতিপূর্ণ এবং মূলত কৃষিনির্ভর - এই এল নিনো চক্র কেবল গবেষণাগারের বিষয় হতে পারে না। এটি একটি অত্যন্ত গুরুতর এবং বাস্তব সমস্যা, যা দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষক পরিবারের জীবন ও জীবিকা, গ্রামীণ অর্থনীতি এবং আমাদের জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার সাথে সরাসরি জড়িত।

সমুদ্রবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত নীতি অনুসারে, স্বাভাবিক অবস্থায়, প্রশান্ত মহাসাগরের নিরক্ষীয় অঞ্চল জুড়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত শক্তিশালী বাণিজ্য বায়ু উপরিভাগের উষ্ণ জলকে এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার দিকে ঠেলে দেয়। এর প্রভাবে দক্ষিণ আমেরিকার পেরু উপকূলের কাছে সমুদ্রের গভীর থেকে ঠান্ডা, পুষ্টিসমৃদ্ধ জল উপরে উঠে আসে। এই প্রক্রিয়াটি বৈশ্বিক বায়ুমণ্ডলীয় সঞ্চালনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং ভারতীয় মৌসুমী বায়ুকে একটি ইতিবাচক গতি প্রদান করে। তবে, এল নিনো প্রভাবে এই শক্তিশালী বাণিজ্য বায়ু হঠাৎ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কখনও কখনও এর দিক সম্পূর্ণ উল্টে যায়। ফলে, সমুদ্রের উষ্ণ উপরিভাগের জল পশ্চিম দিকে যাওয়ার পরিবর্তে দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলীয় অঞ্চলের দিকে ফিরে আসতে শুরু করে। সমুদ্রপৃষ্ঠের এই অস্বাভাবিক উষ্ণতা বায়ুমণ্ডলীয় চাপের পুরো অঞ্চলগুলিকে ব্যাহত করে, যার ফলে মেঘ গঠন এবং বৃষ্টিপাতের বৈশ্বিক ভূগোলে পরিবর্তন আসে। এই ঘটনাটি পেরুর কিছু অংশে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ও বন্যার কারণ হলেও, এটি ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপর বায়ুর চাপ বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে মৌসুমী বায়ুর গতি কমে যায়। ভারতের ভূখণ্ডের উপর এর প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রতিফলিত হয় তীব্র বৃষ্টিপাতের ঘাটতি, খণ্ডিত বর্ষা এবং গ্রীষ্মকালে রেকর্ড-ভাঙা তাপপ্রবাহের মাধ্যমে। এটি একটি বৈজ্ঞানিক বিপর্যয়, যা দেশের সমগ্র জলচক্র এবং জল সঞ্চালনকে অস্থিতিশীল করে তোলার পূর্ণ সম্ভাবনা রাখে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার পরিবর্তনশীল ধরন এবং এল নিনোর প্রভাব, যা একত্রিত হয়ে দেশের জন্য আসন্ন জল সংকট ও আবহাওয়ার অস্থিতিশীলতার পরিস্থিতি তৈরি করেছে।

প্রধানমন্ত্রী সর্বদা জল সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং এটিকে জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও প্রতিরক্ষা সুরক্ষার সমতুল্য মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যে, জল সংরক্ষণকে অবশ্যই প্রত্যেক নাগরিকের দৈনন্দিন জীবনের একটি সহজাত অংশ এবং একটি ব্যাপক গণ-আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই তিনি 'ক্যাচ দ্য রেইন' অভিযান শুরু করেন, যার মূল মন্ত্র হলো আধুনিক কৌশল ব্যবহার করে বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা ঠিক যেখানে মাটিতে পড়ছে সেখানেই সংরক্ষণ করতে হবে। দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো, বর্তমান সরকার 'জল শক্তি মন্ত্রক' রূপে একটি সমন্বিত ও শক্তিশালী প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করেছে, যা দেশের জল পরিকল্পনাকে একটি নতুন, বৈজ্ঞানিক এবং সুসংহত দিকনির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি সত্যিকারের রূপান্তরমূলক উদ্যোগ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। ক্রমবর্ধমান কংক্রিট নির্মাণ ও অপরিকল্পিত ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট ভূগর্ভস্থ জল স্তরের ক্রমাগত হ্রাস রোধ করতে এবং জলের উৎসগুলোর দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সরকার একটি অত্যন্ত ব্যাপক ও আন্তঃসংযুক্ত নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে।

দেশে "জল জীবন হরিয়ালি মিশন" পরিবেশের ভারসাম্য ও জল সংরক্ষণে এক নতুন গতি এনেছে। "জল জীবন মিশন"-এর মাধ্যমে আজ "হর ঘর জল" সংকল্প নিয়ে দেশের প্রতিটি গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশুদ্ধ, পরীক্ষিত এবং নিরবচ্ছিন্ন পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। তাছাড়াও, "অটল ভূজল যোজনা"-র অধীনে অতিরিক্ত ব্যবহৃত এলাকাগুলিতে জনগণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা এবং ভূগর্ভস্থ জলের স্তর পুনর্ভরণ করা হচ্ছে। কৃষি খাতের স্থায়িত্বের জন্য, "প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা"-র অধীনে "প্রতি ফোঁটায় অধিক ফসল" নীতিতে ড্রিপ এবং স্প্রিংকলারের মতো আধুনিক ক্ষুদ্র সেচ পদ্ধতি দেশব্যাপী প্রসারিত করা হচ্ছে, যাতে জলের প্রতিটি কণা সর্বোত্তমভাবে ব্যবহৃত হয়। অধিকন্তু, জলাশয়গুলির কার্যকর সংরক্ষণের জন্য "অমৃত সরোবর মিশন" চালু করা হয়েছিল, যার অধীনে দেশের প্রতিটি জেলায় অন্তত ৭৫টি ঐতিহাসিক ও নতুন পুকুর নির্মাণ ও সংস্কারের মাধ্যমে স্থানীয় জলের উৎসগুলিকে নতুন জীবন দেওয়া হচ্ছে। এই সমস্ত জাতীয় উদ্যোগের পাশাপাশি, সরকার "নদী আন্তঃসংযোগ" এবং সমুদ্রের লবণাক্ত জল বিশুদ্ধ করার জন্য আধুনিক "লবণাক্ত জল পরিশোধন" কৌশলের মতো সাহসী প্রকল্পগুলোতেও পুরোদমে কাজ করছে, যাতে দেশের কোনো অংশই জল সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

অত্যধিক উচ্চ তাপমাত্রা এবং তীব্র তাপপ্রবাহ মানবদেহের অভ্যন্তরীণ জৈবিক ভারসাম্যকেও মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। আমাদের শরীর মূলত একটি নির্দিষ্ট ও বাধ্যতামূলক অনুপাতে জলের উপর নির্ভর করে চলে। যখন বাইরের তাপমাত্রা শরীরের স্বাভাবিক অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রাকে ছাড়িয়ে যেতে শুরু করে, তখন শরীর ঘামের মাধ্যমে নিজেকে ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করে। এই ক্রমাগত ঘামের প্রক্রিয়ার ফলে শরীরে জল এবং প্রয়োজনীয় ইলেক্ট্রোলাইটের মারাত্মক ঘাটতি দেখা দেয়, যা চিকিৎসাবিজ্ঞানে ডিহাইড্রেশন বা জলশূন্যতা নামে পরিচিত। যখন এই অবস্থা গুরুতর হয়ে ওঠে, তখন শরীরের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র প্রভাবিত হতে শুরু করে, যা শেষ পর্যন্ত হিট স্ট্রোকের কারণ হয়। আমাদের সমাজের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অংশ যেমন বয়স্ক ব্যক্তি, ছোট শিশু, গর্ভবতী মহিলা এবং বিশেষ করে কঠোর পরিশ্রমী কৃষক-শ্রমিক ভাইয়েরা, যারা প্রখর সূর্যের নিচে দেশ পুনর্গঠনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, তারাই এই মৌসুমী দুর্যোগের সবচেয়ে বেশি শিকার হন। এক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে তরল বজায় রাখার জন্য প্রত্যেকের নিয়মিত পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ জল, ওআরএস, লেবু জল এবং তাজা ঘোল সরবত পান করা অপরিহার্য। দুপুরে যখন সূর্যের রশ্মি অত্যন্ত তীব্র থাকে, তখন অপ্রয়োজনে বাইরে যাওয়া সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলা উচিত। বয়স্ক এবং শিশুদের ঘরে শীতলীকরণ ও বায়ুচলাচলের যথাযথ ব্যবস্থা থাকা উচিত। কৃষক এবং মাঠে ও নির্মাণস্থলে কর্মরত শ্রমিকদের উচিত সুতির কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকে রাখা এবং ছায়াযুক্ত স্থানে মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেওয়ার সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করা। মাথা ঘোরা বা তীব্র মাথাব্যথার মতো যেকোনো শারীরিক অস্বস্তি হলে অবিলম্বে চিকিৎসার প্রয়োজন। আধুনিক বিজ্ঞানের এই গভীর নীতিগুলি নিয়ে চিন্তা করার পাশাপাশি, আমাদের প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং প্রাচ্যদেশীয় জল সংরক্ষণ পদ্ধতিগুলিও স্মরণ করতে হবে, যা বহু শতাব্দী পূর্বেই জলের এই চিরন্তন ও জীবনদায়ী তাৎপর্যকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছিল। আমাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ও বেদে জলকে কখনওই ব্যবহারযোগ্য সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়নি। বরং, একে এক অব্যর্থ ঔষধ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। রাজস্থান ভ্রমণ সেখানকার জল-সংস্কৃতি সম্পর্কে এক অনন্য অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে, যা প্রকাশ করে যে কীভাবে স্থানীয় সমাজ কঠোর মরুভূমির পরিস্থিতির মধ্যেও ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতি ব্যবহার করে জলের প্রতিটি ফোঁটা সংরক্ষণের জন্য এক অসাধারণ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। রাজস্থানের শৈল্পিক ও বিশাল ধাপযুক্ত কূপ, পুকুর এবং কুয়োগুলি এই সত্যের জীবন্ত উদাহরণ যে, প্রতিকূল আবহাওয়াতেও সমাজ তার সাংস্কৃতিক চেতনা ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে জল-সমৃদ্ধ থাকতে পারে। একইভাবে, বুন্দেলখণ্ডের চান্দেলা আমলের পুকুর, দক্ষিণ ভারতের এরি ব্যবস্থা এবং উত্তর ভারত ও বিহারের সমভূমিতে শতাব্দী ধরে কার্যকর থাকা আহার-পাইনের মতো সেচ ব্যবস্থাগুলি কেবল প্রকৌশলের চমৎকার উদাহরণই নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে আমাদের সামাজিক ও সমষ্টিগত চেতনার প্রাণবন্ত কেন্দ্র। জলকে সম্মান করা, জলাশয়গুলোকে পরম পবিত্র বলে গণ্য করা এবং সম্মিলিতভাবে সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করা আমাদের সমাজের একটি স্বাভাবিক ও সহজাত বৈশিষ্ট্য ছিল। আজকের এই আধুনিক ও বাস্তবতার যুগে, সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো এই ঐতিহ্যবাহী প্রথাটিকে আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নত সরঞ্জামগুলোর সাথে সম্পূর্ণরূপে একীভূত করা।

জলবায়ু পরিবর্তন ও জল সংকটের বিধ্বংসী প্রভাব শুধু মানব সমাজের সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। প্রকৃতির এই রুদ্র রূপ আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়ানো সেইসব নির্বাক প্রাণীদের জন্যও সমানভাবে মারাত্মক প্রভাবিত হচ্ছে, যারা তাদের তৃষ্ণা ও যন্ত্রণা কথায় প্রকাশ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। যখন আমরা আমাদের নিরাপদ ও ছায়াঘেরা দালানে বসে এই সংকটের বৈশ্বিক তথ্য বিশ্লেষণ করি, তখন আমাদের অবশ্যই আমাদের উঠোন, ছাদ এবং বাগানের দিকেও তাকাতে হবে, যেখানে কিচিরমিচির করা পাখি, কাঠবিড়ালি, পথচারী গবাদি পশু এবং অন্যান্য ছোট ছোট প্রাণীদের জলের প্রতিটি ফোঁটার জন্য মরিয়া হয়ে থাকতে দেখা যায়। আমাদের সনাতন সংস্কৃতি সর্বদা সমগ্র বিশ্বকে অপরিসীম সহানুভূতি এবং সহাবস্থানের বার্তা দিয়েছে। প্রকৃতির সমগ্র ভারসাম্য এই পারস্পরিক নির্ভরতার উপরই নির্ভরশীল। এই প্রখর গ্রীষ্মে আমাদের বাড়ির ছাদে, বারান্দায়, মাঠের ধাপগুলিতে বা আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বাইরে একটি ছোট মাটির পাত্রে পরিষ্কার ও ঠান্ডা জল রাখা আমাদের সর্বাগ্রে মানবিক ও নৈতিক কর্তব্য। পশুদের প্রতি এই সহানুভূতিকে বাস্তবে রূপ দিলে, এই ছোট প্রচেষ্টাটি প্রখর রোদে উড়ে চলা একটি তৃষ্ণার্ত পাখির জন্য এক অমূল্য জীবন রক্ষাকারী হিসেবে প্রমাণিত হয়। যখন এই ধরনের সংবেদনশীলতা সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির দৈনন্দিন আচরণের অংশ হয়ে ওঠে, তখন জাতি শুধু অর্থনৈতিকভাবেই নয়, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিকভাবেও বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়।

পুরোনো সংবাদপত্রের পাতা থেকে শুরু করে সমসাময়িক সাংবাদিকতার প্রবন্ধ পর্যন্ত, জল সংকটের এই প্রতিধ্বনি আমাদের ক্রমাগত সতর্ক করে চলেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের এই অভূতপূর্ব সময়ে, জলের সংরক্ষণ এবং বিচক্ষণ বৃদ্ধি কেবল পরিবেশবিদদের সেমিনারের একটি বিমূর্ত আলোচনার বিষয়। এটি আমাদের দেশের সীমান্তের নিরাপত্তা, আমাদের কৃষি ব্যবস্থার আত্মনির্ভরশীলতা, আমাদের শিল্পের গতিশীলতা এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুরক্ষিত ভবিষ্যতের একটি প্রত্যক্ষ নিশ্চয়তা। জল সুরক্ষা এবং জলসম্পদ সংরক্ষণ বিকশিত ভারতের দিকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক উদ্যোগ হিসেবে প্রমাণিত হবে। 'জল আছে তো কাল আছে' এই কালজয়ী স্লোগানটি কেবল একটি সাধারণ স্লোগান নয়, বরং মানব সভ্যতার অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় এবং অটল সত্য। আজ সময়ের দাবি যে আমরা সবাই মিলে এই অটল সংকল্প গ্রহণ করি যে আমরা জলের প্রতিটি ফোঁটাকে সম্পূর্ণরূপে সম্মান করব, এর অপ্রয়োজনীয় অপচয় পুরোপুরি বন্ধ করব এবং আমাদের চারপাশের ঐতিহ্যবাহী জলের উৎসগুলিকে দূষণমুক্ত রেখে পুনরুজ্জীবিত করব। নির্বাক প্রাণীদের প্রতি আমাদের সহানুভূতিকে বাস্তবে রূপ দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে একটি ভারসাম্যপূর্ণ, সীমিত ও নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করাই আজকের সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আহ্বান। আজ সম্মিলিতভাবে গৃহীত এই ক্ষুদ্র সংকল্পই আগামী বছরগুলিতে "বিকশিত ভারত" - অর্থাৎ এক অত্যন্ত শক্তিশালী, সমৃদ্ধ, আত্মনির্ভরশীল, নিরাপদ এবং জল-নিরাপদ ভারতএর জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপনে সম্পূর্ণ সফল প্রমাণিত হবে।

ইতিহাসের কাঠগড়ায় গোপাল পাঁঠা
'রক্ষা কর্তার' মিথ বনাম দাঙ্গার বাস্তব..

সুনীল মাইতি (সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক)

১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট। ভারতের ইতিহাসের এক রক্তাক্ত কালিমালিপ্ত অধ্যায়। মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস'-এর ডাকে কলকাতা সেদিন রূপান্তরিত হয়েছিল এক নরককুণ্ডে; যা ইতিহাসে 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' নামে পরিচিত। সরকারি মতে প্রায় চার হাজার এবং বেসরকারি হিসেবে প্রায় ১০ হাজার মানুষের রক্তে ভেসে গিয়েছিল তৎকালীন বাংলার রাজধানী। এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞের গর্ভ থেকেই উত্থান ঘটেছিল বউবাজারের মলঙ্গা লেনের এক মাংস ব্যবসায়ী তথা তৎকালীন কলকাতার আন্ডারওয়ার্ল্ডে চেনা চরিত্র — গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের; যিনি আপামর মানুষের কাছে পরিচিত 'গোপাল পাঁঠা'নামে। সাম্প্রতিক সময়ে কলকাতার একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার নামকরণের রাজনীতিকে কেন্দ্র করে তাঁর নাম আবার সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছে। কিন্তু ঐতিহাসিক ও মৌলিক তথ্যের নিরিখে প্রশ্ন জাগে গোপাল পাঁঠা কি সত্যিই সনাতনী হিন্দুদের একমাত্র 'রক্ষাকর্তা' হয়ে উঠেছিলেন; নাকি তিনি ছিলেন পরিস্থিতির উপজাত এক উগ্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রতি-হিংসার প্রতীক?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে তৎকালীন কলকাতার রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটটিকে নির্মোহভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। ১৬ ই আগস্ট তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ মদতে মুসলিম লীগের সশস্ত্র বাহিনী কলকাতার রাজপথে তান্ডব শুরু করে; তখন পুলিশ প্রশাসন ছিল সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। প্রথম দুই দিন— ১৬ এবং ১৭ই আগস্ট মূলত ওরিয়েন্টাল ক্রসিং; পার্ক সার্কাস এবং মধ্য কলকাতার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে হিন্দু জনগোষ্ঠী নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়। রাষ্ট্র এবং প্রশাসন যখন নাগরিককে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়; তখন অবধারিতভাবেই জন্ম নেয় নিজস্ব প্রতিরোধ ব্যবস্থা। গোপাল পাঁঠা ছিলেন সেই স্বতঃস্ফূর্ত এবং চরমপন্থী প্রতিরোধেরই ফসল।

ঐতিহাসিক দলিল ও সমকালীন বিবরণী ঘাঁটলে দেখা যায়, গোপাল পাঁঠার এই বাহিনী অত্যন্ত সুপরিকল্পিত উপায়ে কাজ করত। সমকালীন গোয়েন্দা রিপোর্ট (আই বি ফাইল)এবং ইতিহাসবিদ জয় চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণা অনুযায়ী; ১৮থেকে ২০ শে আগস্টের মধ্যে কলকাতার দাঙ্গার মোড় সম্পূর্ণ ঘুরে যায়। গোপাল পাঁঠার দল রাজাবাজার; কলুটোলা এবং কসাইটোলার মতো মুসলিম প্রধান অঞ্চলের দাঙ্গা কারীদের শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মারোয়াড়ি ব্যবসায়ী সমাজ এবং শিখ সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ (বিশেষ করে কলকাতার ট্যাক্সি চালকরা) গোপাল পাঁঠাকে অর্থ ও লজিস্টিকস দিয়ে সাহায্য করেছিল।

গোপাল পাঁঠা (মুখোপাধ্যায়) কোনো সাধারণ দাঙ্গাবাজ ছিলেন না; তিনি ছিলেন অনুশীলন সমিতির প্রখ্যাত বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভাইপো। ফলে তাঁর মধ্যে এক ধরনের সাংগঠনিক ক্ষমতা ও শারীরিক কসরতের ঐতিহ্য আগে থেকেই ছিল। ১৭ ই আগস্ট রাত্রে তিনি নিজের উদ্যোগে গড়ে তোলেন ভারতীয় জাতীয় বাহিনী নামের এক সশস্ত্র প্রতিরোধ বাহিনী। প্রায় ৮০০ হিন্দু ও শিখ যুবক; স্থানীয় গোয়ালা এবং ডালহৌসি- বউবাজার অঞ্চলের আকড়ার পালোয়ানদের নিয়ে গঠিত এই বাহিনী ১৮ ই আগস্ট থেকে কলকাতায় পাল্টা আঘাত আনতে শুরু করে। একদিকে যেমন হিন্দু ও শিখদের বসতি রক্ষা করা তাঁদের লক্ষ্য ছিল; তেমনি অন্যদিকে মুসলিম লীগের দাঙ্গাকারীদের উপর নেমে এসেছিল তাঁদের চরম প্রতি-হিংসা।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে; গোপাল পাঁঠাকে একতরফাভাবে 'সনাতনী হিন্দুদের রক্ষাকর্তা' তকমা দেওয়া ইতিহাসের সরলীকরণ মাত্র। ইতিহাসবিদ সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে; গোপাল মুখোপাধ্যায়ের এই প্রতিরোধ কোনো নির্দিষ্ট 'ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ব' বা 'সনাতন ধর্মের পুনরুত্থানের' আদর্শে চালিত ছিল না। এটি ছিল মূলত অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। এমনকি গোপাল পাঁঠা নিজের বয়ানেও পরবর্তীকালে স্বীকার করেছিলেন যে; তিনি কোনো রাজনৈতিক বা ধর্মীয় নেতার নির্দেশে কাজ করেননি। যখন বাংলার কংগ্রেস বা হিন্দু মহাসভার নেতৃত্ব দিশেহারা; তখনই এই পেশিশক্তিই হয়ে উঠেছিল বিপন্ন মানুষের ঢাল। ১৮ থেকে ২০ শে আগস্ট গোপাল পাঁঠার বাহিনীর পাল্টামারের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে; মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী প্রথমেই সেনা নামাতে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন; তিনি লর্ড ওয়াভেলকে অনুরোধ করে তড়িঘড়ি কলকাতায় ব্রিটিশ সেনা মোতায়ন করতে বাধ্য হন। তবে এই বীরত্বের সমান্তরালে অন্ধকার দিকটিকেও থেকে অস্বীকার করা যায় না। দাঙ্গার নিজস্ব কোনো নৈতিকতা থাকে না। গোপাল পাঁঠার বাহিনীর প্রত্যাঘাতে বহু নিরপরাধ মুসলিম নাগরিক; শ্রমজীবী মানুষ ও বিহারী রিকশাচালকের রক্ত ঝরেছিল। কিন্তু এই চরম হিংসার আবহেও গোপাল পাঁঠার চরিত্রের একটি মানবিক দিক ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। দাঙ্গার দিনগুলিতে তাঁর নিজের পাড়ায় মলঙ্গা লেনে তিনি বহু মুসলিম পরিবারকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে দাঙ্গাকারীদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। মহম্মদ রফিক নামের এক ১৩ বছরের কিশোরকে তিনি দাঙ্গার আগুন থেকে বাঁচিয়ে সযত্নে আগলে রেখেছিলেন এই তথ্য প্রমাণ

করে যে তাঁর লড়াই ছিল দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে; কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে নয়।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের ঠিক আগে মহাত্মা গান্ধী যখন কলকাতার দাঙ্গা থামাতে বেলেঘাটায় অনশনে বসেন এবং দাঙ্গার নায়কদের অস্ত্র সমর্পণের আহ্বান জানান; তখন গোপাল পাঁঠা প্রথমে অস্ত্র ছাড়তে অস্বীকার করেছিলেন। গান্ধীর দূত যুগলকিশোর বিল্লা যখন তার কাছে যান তখন গোপাল পাঁঠা স্পষ্ট জানিয়েছিলেন "আমি কেন অস্ত্র ছাড়বো? যখন হিন্দু নারীদের উপর অত্যাচার হচ্ছিল তখন আপনার গান্ধীজী কোথায় ছিলেন? আমি একটা নকল সমর্পণ করব না যদি না অন্য পক্ষ থেকে সুরক্ষার ১০০ শতাংশ গ্যারান্টি দেওয়া হয়"। পরবর্তীকালে অবশ্য শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে তিনি গান্ধীর অহিংস নীতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অস্ত্র সমর্পণ করেনএবং রাজনীতির মূল স্রোত থেকে দূরে সরে গিয়ে জীবনের বাকি অংশ সমাজসেবামূলক কাজে অতিবাহিত করেন। গোপাল পাঁঠাকে 'মহিমান্বিত সনাতনী রক্ষাকর্তা' হিসেবে পূজা করা কিংবা তাঁকে কেবলই একজন 'সাম্প্রদায়িক খুনি' হিসেবে দেগে দেওয়া দুই অবস্থানই ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ। রাষ্ট্র যখন সম্পূর্ণ ব্যর্থ এবং ঘরের দোরগোড়ায় যখন ঘাতকের খড়্গ; তখন গোপাল পাঁঠা যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন; তা না থাকলে হয়তো কলকাতার ভৌগোলিক মানচিত্র ও জনসংখ্যার অনুপাত আজ অন্যরকম হতো। তিনি সনাতন ধর্মের কোন তাত্ত্বিক বা ধার্মিক রক্ষাকর্তা ছিলেন না; তিনি ছিলেন এক চরম সংকটের মুহূর্তে কলকাতা রাজপথের এক বাস্তববাদী; কঠোর এবং অনিবার্য প্রতিরোধ যোদ্ধা। আজ এত বছর পর রাজনৈতিক মেরুকরণের উদ্দেশ্যে তাঁর ভাবমূর্তিকে ব্যবহার করার চেষ্টা যাই হোক না কেন; ১৯৪৬ -এর ইতিহাসের পাতায় তিনি এক জলজ্যান্ত; রক্তমাংসের এবং ধূসর ট্র্যাজিক নায়ক হিসেবেই চিহ্নিত থাকবেন।

তমলুক ;পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার- ৬২৯৫৫৩৩১০৭

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি

● প্রথম পাতার পর

প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অবাস্তব। সরকারের দাবি, এই পদক্ষেপের ফলে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের পূর্ণ সময় নিশ্চিত হবে এবং চিকিৎসা পরিষেবার মান বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু বাস্তবে পরিস্থিতি তার সম্পূর্ণ বিপরীত বলে দাবি করেন তিনি। বীরজিৎ সিনহার অভিযোগ, অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এর আদলে চিকিৎসা পরিষেবা গড়ে তোলার কথা বলা হলেও ত্রিপুরার সরকারি হাসপাতালগুলিতে সেই মানের পরিকাঠামো, জনবল কিংবা পরিষেবা ব্যবস্থা এখনও গড়ে ওঠেনি। ফলে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ায় সাধারণ মানুষই সবচেয়ে বেশি সমস্যার মুখে পড়ছেন।

তিনি বলেন, আগরতলা শহরের বিভিন্ন নার্সিংহোমে প্রতিদিন বহু অস্ত্রোপচার, বিশেষ করে সিজারিয়ান ডেলিভারি হয়ে থাকে। চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ হওয়ায় সেই পরিষেবা কার্যত ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে জিবি হাসপাতালে একসঙ্গে এত সংখ্যক রোগীর চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচারের মতো পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। ফলে গর্ভবতী মহিলা-সহ বহু রোগীকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে।হাসপাতালের বর্তমান পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরে বিরোধী দলনেতা বলেন, একটি আউটডোর টিকিট সংগ্রহ করতেই রোগীদের প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লাগছে। এরপর চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করতেও আরও দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হচ্ছে। জনবল সংকট, পরিকাঠামোর ঘাটতি, আইসিইউ ও অপারেশন থিয়েটারের সীমাবদ্ধতা দূর না করে শুধুমাত্র প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করলে স্বাস্থ্য পরিষেবায় আরও জটিলতা তৈরি হবে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।বীরজিৎ সিনহা জানান, সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অংশ হিসেবে ৫ জুলাইয়ের ধর্না কর্মসূচির জন্য প্রশাসনের অনুমতি নেওয়া হয়েছে। তিনি রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষ এবং বিরোধী দলের জনপ্রতিনিধিদের ওই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান।তবে তিনি আশা প্রকাশ করেন, স্বাস্থ্য সচিবের সঙ্গে চিকিৎসক সংগঠনগুলির চলমান আলোচনায় যদি ইতিবাচক সমাধান বেরিয়ে আসে, তাহলে তা সকলের জন্যই মঙ্গলজনক হবে। অন্যথায় আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে বলেও জানান তিনি।সাংবাদিক সম্মেলনে অল ইন্ডিয়া পঞ্চায়েত পরিষদের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক রুনু মিঞা এবং জেলা কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ বদরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

খোয়াই জেলায় ভিবি-জি-রামজি প্রকল্পের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২ জুলাই: আজ খোয়াই জেলাশাসক কার্যালয়ের উদ্যোগে নতুন টাউনহলে বিকশিত ভারত রোজগার ও আজীবিকা গ্যারান্টি মিশন (গ্রামীণ ভিবিজি রামজি) কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছে। চারা গাছে জল সিঞ্চনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধানসভার সরকারি মুখ্যসচেতক কল্যাণী সাহা (রায়)। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে ছিলেন এমডিসি প্রশমিত দেববর্মা, এমডিসি জেমস দেববর্মা, এমডিসি উৎপল দেববর্মা, খোয়াই জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস, বিশিষ্ট সমাজসবী সমীর কুমার দাস, অতিরিক্ত জেলাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য, জেলাশাসক কার্যালয়ের অসিস্ট্যান্ট কেলেক্টর মুদ্রা রাহেজা প্রমুখ। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যসচেতক শ্রীমতি সাহা রায় বলেন, মানুষের কাজের নিরাপত্তা দেওয়ার প্রশ্নে বিকশিত ভারত রোজগার ও আজীবিকা গ্যারান্টি মিশন (গ্রামীণ) চালু করা হয়েছে ও নিশ্চিত মুজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের দিন সংখ্যা ১০০ দিন থেকে বাড়িয়ে ১২৫ দিন করা হয়েছে। এতে বিকশিত ভারত ২০৪৭ এর লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গ্রামীণ উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন জেলাশাসক রজত পন্থ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায় (দত্ত)। অনুষ্ঠান শেষ লগ্নে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি সচেতনতামূলক তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি থেকে বিকশিত ভারত রোজগার ও আজীবিকা গ্যারান্টি মিশন (গ্রামীণ) (ভিবি-জিরামজী) উদ্বোধনী মূল অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

গোমতী জেলায় জি রাম জি প্রকল্পের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২ জুলাই: গোমতী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ উদয়পুরের রাজর্ষি অডিটোরিয়ামে গোমতী জেলাভিত্তিক জনসম্মেলন এবং বিকশিত ভারত রোজগার ও আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এ অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ রামপদ জমাতিয়া। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন টি.টি.এ.এ.ডি.সি-র শিক্ষা দপ্তরের কার্যনির্বাহী সদস্য চন্দ্র কুমার জমাতিয়া, বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, বিধায়ক পাঠানলাল জমাতিয়া, বিধায়ক সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা, গোমতী জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সুজন কুমার সেন, এম.ডি.সি. কমল কলই, এম.ডি.সি. ডেভিড মুড়াসিং, এম.ডি.সি. সুজয় উচই, উদয়পুর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার এবং গোমতী জিলা পরিষদ ও বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সদস্যাগণ সহ বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানগণ। উপস্থিত ছিলেন গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অবর সচিব ড. অনিমেষ দেববর্মা, বিভিন্ন ব্লকের বিডিওগণ।

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা সঞ্জিত দেববর্মা। অনুষ্ঠানের শুরুতে অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতিতে অনুষ্ঠিত বিকশিত ভারত রোজগার ও আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) প্রকল্পের জাতীয় সূচনা অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়। অনুষ্ঠানে বিধানসভার অধ্যক্ষ রামপদ জমাতিয়া বলেন, ভারত এখন উন্নয়নশীল দেশ। বিকশিত ভারত রোজগার ও আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) আইনের মাধ্যমে গ্রামীণ পরিবারের জন্য বছরে নিশ্চিত মজুরিভিত্তিক শ্রমদিবস ১০০ দিন থেকে বাড়িয়ে ১২৫ দিন করা হয়েছে। তিনি জেলা ও ব্লক পর্যায়ের আধিকারিকদের এই প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা সুভাষ আচার্য।

গ্রামকে উন্নত করার সুযোগ রয়েছে জি রাম জি প্রকল্পে: সমবায়মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই: সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরাতেও বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন-গ্রামীণ (ভিবি-জি রাম জি) প্রকল্প চালু হয়েছে। আজ জেলাভিত্তিক জনসম্মেলন ও ভিবি জি রাম জি প্রকল্পের সূচনা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় বিলোনীয়া টাউনহলে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে টেকসই গ্রামীণ সম্পদ সৃষ্টি, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, গ্রামীণ জীবিকা শক্তিশালী করা ইত্যাদি আরও জোরদার হবে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, গ্রাম উন্নত না হলে ভারতবর্ষ উন্নত হবে না। তাই গ্রামকে উন্নত করার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে এই প্রকল্পে। এই প্রকল্পের সুযোগ যেন তৃণমূল স্তরে পৌঁছায় তার দিকে লক্ষ্য রাখতে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বিধায়ক মাইলাফ্র মগ, বিধায়ক স্বপ্না মজুমদার, সমাজসেবী দীপায়ন চৌধুরী, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক বাস্তুকার ক্ষুদিরাম ত্রিপুরা প্রমুখ। জিলা সভাধিপতি এই প্রকল্পের বিভিন্ন সুবিধা তুলে ধরেন এবং জনপ্রতিনিধি ও আধিকারিকদের এই প্রকল্প বাস্তবায়নে আন্তরিক হতে আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি তপন দেবনাথ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলাশাসক ও সমাহর্তা মো. সাজাদ পি.। অনুষ্ঠানে অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতিতে এই প্রকল্পের জাতীয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু প্রমুখ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর টাউনহলে অনুষ্ঠিত হয় এই প্রকল্পের উপর এক কর্মশালা।

ধলাই জেলায় ভিবি-জি রাম জি প্রকল্পের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ২ জুলাই: আজ ধলাই জেলার আমবাসা টাউনহলে ধলাই জেলাভিত্তিক বিকশিত ভারত ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন গ্রামীণ (ভিবি-জি রাম জি) প্রকল্পের সূচনা পর্ব এবং জন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ধলাই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এই সূচনা পর্ব অনুষ্ঠানে প্রধান অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি- সুস্মিতা দাস। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক চিত্তরঞ্জন দেববর্মা, এমডিসি ক্ষত্রজয় রিয়াং, এমডিসি ইসমেলজয় ত্রিপুরা, ধলাই জেলার ভারপ্রাপ্ত জেলাশাসক পার্থ দাস, অতিরিক্ত জেলাশাসক ভানলালদিকা দার্লং, জেলা বন আধিকারিক সঙ্গীতা আরা খাতাল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আমবাসা বিএসি''র চেয়ারম্যান পরিমল দেববর্মা।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস বলেন যে, গ্রামীণ এলাকার সার্বিক বিকাশ এবং গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মান সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশ এগিয়ে যাবে। ভিবিজি-রাম-জি প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়নের জন্য সকলকে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক চিত্তরঞ্জন দেববর্মা, অতিরিক্ত জেলাশাসক ভানলালদিকা দার্লং, রিসোর্সপার্সন সুমিত মজুমদার। স্বাগত ভাষণ দেন ধলাই জেলার ভারপ্রাপ্ত জেলাশাসক পার্থ দাস। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের মূল অনুষ্ঠানে অন্ধ্রপ্রদেশের থেকে বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) (ভিবি-জি রামজি) প্রকল্পের উদ্বোধনী সূচনা পর্ব সরাসরি সম্প্রসারণ করা হয়।

উত্তর জেলায় জি-রাম জি প্রকল্পের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই: বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড অজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) প্রকল্পের আজ উত্তর ত্রিপুরা জেলায় আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় জেলাভিত্তিক এক জন- সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে। উত্তর ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে পানিসাগরের মুক্তমঞ্চে এই জন সম্মেলন তথা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি ভবতোষ দাস, জেলাশাসক চাঁদনী চন্দন, জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান ও চেয়ারপারসনগণ, জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক এল, ডারলং প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস-চেয়ারপারসন কল্পনা দেবনাথ।

বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মূল মন্ত্র সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস ও সবকা প্রয়াস-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'আমাদের সরকারের মূল লক্ষ্য হলো বিকশিত ভারত গড়ে তোলা। এজন্য সমাজের প্রতিটি অংশের মানুষকে উন্নয়নের মূল স্রোতে যুক্ত করতে হবে। তিনি আর ও বলেন, আগে এমজিএন- রেগাতে বছরে ১০০ দিনের কাজের নিশ্চয়তা ছিল, যা বর্তমানে এই প্রকল্পে ১২৫ দিনের জন্য করা হয়েছে। শ্রমিকদের পারিশ্রমিক বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করা হয়েছে। বদলেছে কাজের ধরনও। বিভিন্ন দক্ষতা মূলক কাজ যুক্ত হবে বর্তমানে। এদিনের অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলাশাসক চাঁদনী চন্দন।

সিপাহীজলা জেলায় ৬-৭ জুলাই "মিশন সংকল্প"-এর অধীন দুই দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন ও এক্সপোজার প্রোগ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই: আগামী ৬-৭ জুলাই সিপাহীজলা জেলায় মিশন সংকল্প-এর অধীন দুই দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন ও এক্সপোজার প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হবে। সিপাহিজলা জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক (পরিকল্পনাও প্রকল্প) -সুভাষ দত্ত এর সভাপতিত্বে আজ এই উপলক্ষে জেলা শাসক ও সমাহর্তার কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এক প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ''মিশন সংকল্প''-এর অধীন আগামী ৬ ও ৭ জুলাই অনুষ্ঠিতব্য দুই দিনব্যাপী ''ওরিয়েন্টেশন ও এক্সপোজার প্রোগ্রাম''-এর কর্মপরিকল্পনা, বাস্তবায়ন কৌশল এবং সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো সিপাহিজলা জেলার বিভিন্ন চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউশন-এ বসবাসকারী সম্ভাবনাময় কন্যাশিশু ও শিশুদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি, দক্ষতা বিকাশ, জীবনদক্ষতা অর্জন এবং ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নির্ধারণে উৎসাহিত করা। বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, প্রতিষ্ঠান ও সফল উদ্যোগসমূহের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের মাধ্যমে তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিধি প্রসারিত করাও এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য। সভায় কর্মসূচির বিস্তারিত সময়সূচি, অংশগ্রহণকারীদের যাতায়াত, আবাসন, খাদ্য, নিরাপত্তা, চিকিৎসা সহায়তা, লজিস্টিক ব্যবস্থাপনা, এক্সপোজার ভিজিটের স্থান নির্বাচন, বিভিন্ন অধিবেশনের বিষয়বস্তু, সাংস্কৃতিক ও উদ্বুদ্ধকরণমূলক কার্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর ও টিমের দায়িত্ব বণ্টন বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। পাশাপাশি কর্মসূচিটি যাতে সুষ্ঠু, নিরাপদ, ফলপ্রসূ ও অর্থবহভাবে সম্পন্ন হয়, সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয় ও প্রস্তুতি গ্রহণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সভায় উপস্থিত সংশ্লিষ্ট আধিকারিকগণ ''মিশন সংকল্প''-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফলভাবে বাস্তবায়নে আন্তঃ বিভাগীয় সমন্বয়ের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করার বিষয়ে আশা ব্যক্ত করেন। তারা বলেন, এই কর্মসূচি জেলার শিশু ও কন্যাশিশুদের আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্বের গুণাবলি এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে জি-রাম জি প্রকল্পের সূচনা: ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২ জুলাই: ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর মহকুমার চন্ডিপুর ব্লকের শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বামী বিবেকানন্দ হলে আজ ঊনকোটি জেলা ভিত্তিক ''বিকশিত ভারত জি-রাম-জি কর্মসূচির উদ্বোধন করে ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস বলেন, গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, গ্রামীণ পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যেই এই নতুন প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, এই প্রকল্পের আওতায় গ্যারান্টিযুক্ত কর্মদিবস ১০০ দিন থেকে বাড়িয়ে ১২৫ দিন করা হয়েছে এবং দৈনিক মজুরি ৩০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মজুরি প্রদান না হলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকরা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হবেন।

অনুষ্ঠানে ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক মেঘা জৈন বলেন, এই প্রকল্পে মোট ৩১৮ ধরনের কাজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কাজগুলিকে চারটি প্রধান থিম্যাটিক বিভাগের আওতায় ভাগ করা হয়েছে- জল নিরাপত্তা, মূল গ্রামীণ অবকাঠামো, জীবিকা-সম্পর্কিত অবকাঠামো এবং চরম আবহাওয়া ও দুর্যোগ প্রশমন। তিনি জানান, প্রতিটি বিভাগের অধীনে স্থানীয় চাহিদা ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ গ্রহণ করা যাবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সন্তোষ ধর, চন্ডিপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শম্পা দাস পাল, কুমারঘাট পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুমিতা দাস এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী পিন্টু ঘোষ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৈলাশহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেব রায়, পেচারথল ব্লকের বিএসসি চেয়ারম্যান সজল চাকমা, ঊনকোটি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অর্ঘ্য সাহা প্রমুখ।অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঊনকোটি জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক সাগর শুভম দেবনাথ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অমারী দাস সরকার। অনুষ্ঠানে ঊনকোটি জেলার বিভিন্ন ব্লকে এমজিএনরেগা এর অধীনে বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের তথ্যচিত্রও প্রদর্শন করা হয়।

মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে জি রাম জি বড় ভূমিকা নেবে: সভাধিপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই: আজ সিপাহীজলা জেলাশাসক কার্যালয় প্রাঙ্গণে জেলাভিত্তিক বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীন) কর্মসূচির উদযাপন উপলক্ষে এক জনসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন, কৃষি ও কৃষক কল্যানমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে। উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে সিপাহীজলা জেলার জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত বলেন, গ্রামীনস্তরে মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নকে সুদৃঢ় করতে, কর্মসংস্থান ও আত্মনির্ভরতাকে মজবুত করতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদির ভাবনায় সবকা সাথ সবকা বিকাশে অঙ্গীভূত হয়ে এবং বিকশিত ভারত-২০৪৭ এর স্বপ্নপূরণে আত্মনির্ভরতার পথে দ্রুত সমৃদ্ধ হয়ে গ্রামীন জীবিকা শক্তিশালী করণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণে সামাজিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত হবে। উক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও শ্রমিকদের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এখন থেকে দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩০০ টাকা এবং পাশাপাশি শ্রমদিন সংখ্যা ১০০ দিন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১২৫ দিন করা হয়েছে।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে গ্রামীন জীবিকা মিশনের বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সুভাষ দত্ত। উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি সীমা ভৌমিক, জিলার বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান, বিভিন্ন ব্লকের বিডিত্ত প্রমুখ।

মাদক কারবারিদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি 'আমরা বাঙালী'-র, কঠোর পদক্ষেপের আবেদন

আগরতলা, ২ জুলাই: রাজ্যে ক্রমবর্ধমান মাদক পাচার ও মাদকাসক্তির ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে অবিলম্বে মাদক কারবারিদের গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে রাজনৈতিক সংগঠন 'আমরা বাঙালী'। বৃহস্পতিবার এক প্রেস বিবৃতিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে এই দাবি জানানো হয়।বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'নেশামুক্ত ত্রিপুরা'-র লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগের কথা বলা হলেও বাস্তবে রাজ্যে মাদকের অবাধ বিস্তার উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। সংগঠনের দাবি, রেলপথ, সড়কপথ এবং কুরিয়ার পরিষেবার মাধ্যমে নিয়মিত মাদকদ্রব্য রাজ্যে প্রবেশ করছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার করলেও, এর সঙ্গে জড়িত মূল চক্র ও বড় মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছে তারা।'আমরা বাঙালী'-র মতে, মাদকের সহজলভ্যতার কারণে যুব সমাজ, বিশেষ করে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের একাংশ নেশার কবলে পড়ছে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বড় হুমকি হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার হওয়ার ঘটনাও অভিভাবকদের উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে তুলেছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে, রাজনৈতিক পরিচয় বা প্রভাব বিবেচনা না করে মাদক চক্রের সঙ্গে জড়িত সকলকে দ্রুত চিহ্নিত করে গ্রেফতার করতে হবে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় পুলিশের টহলদারি বাড়ানো, মাদকবিরোধী অভিযান জোরদার করা এবং ক্লাব ও সামাজিক সংগঠনগুলিকে নিয়ে ব্যাপক জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণের আহ্বানও জানানো হয়েছে। সংগঠনের মতে, এখনই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মাদকের ভয়াবহ প্রভাব থেকে রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে।

চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে স্বাস্থ্য দপ্তরের সামনে এসইউসিআই-এর বিক্ষোভ

আগরতলা, ২ জুলাই:এজিএমসি ও জিবি হাসপাতালের ফ্যাকাল্টি এবং চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করার রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার রাজধানীর গুর্খাবস্তিস্থ স্বাস্থ্য দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর কর্মী-সমর্থকরা। পরে সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তার কাছে স্মারকলিপিও প্রদান করে।এসইউসিআই-এর নেতৃত্বের দাবি, সরকারের এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার পর থেকে জিবি হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। ফলে বহু রোগী সময়মতো চিকিৎসা পরিষেবা না পেয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন বলে তাদের অভিযোগ। সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়, সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামো, চিকিৎসক সংখ্যা এবং রোগী পরিষেবার সক্ষমতা আরও শক্তিশালী না করে প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধের সিদ্ধান্ত কার্যকর করায় সাধারণ মানুষ ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। এসইউসিআই-এর দাবি, প্রথমে সরকারি হাসপাতালগুলিতে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো, পর্যাপ্ত চিকিৎসক এবং উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করতে হবে। এরপর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর করা উচিত। বিক্ষোভ কর্মসূচি শেষে সংগঠনের প্রতিনিধি দল স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার দাবি জানায়।

৩৫ ও ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের জনদাবিতে এসডিএম অফিসে সিপিআইএমের ডেপুটেশন ও পথসভা

আগরতলা, ২ জুলাই: আগরতলা পুর নিগমের ৩৫ ও ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের একাধিক জনস্বার্থমূলক দাবি তুলে ধরে সদর মহকুমা শাসকের উদ্দেশ্যে ডেপুটেশন প্রদান করল সিপিআইএমের রাজনগর অঞ্চল কমিটি। বুধবার শহরে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে দলীয় নেতা-কর্মীরা মহকুমা শাসকের দপ্তরে পৌঁছে বিভিন্ন দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি জমা দেন।

স্মারকলিপিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, রান্নার গ্যাসের মূল্য হ্রাস, দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত পুরাতন কালাপানিয়া খালের সংস্কার, উচ্ছেদ হওয়া গরিব পরিবারগুলির দ্রুত পুনর্বাসন এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়।সদর মহকুমা শাসক উপস্থিত না থাকায় অতিরিক্ত মহকুমা শাসক দীপরাজ রায়ের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন সিপিআইএমের প্রতিনিধিরা। পরে ডেপুটেশন কর্মসূচিকে ঘিরে একটি পথসভারও আয়োজন করা হয়।

পথসভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটির সম্পাদক রতন দাস, শুভাশিস গাঙ্গুলী-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রতন দাস অভিযোগ করেন, কালাপানিয়ার জল বাংলাদেশে প্রবেশের আগে ত্রিপুরার সীমান্তবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রতিবছর বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। তাঁর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় মানুষ ও কৃষকরা এই সমস্যার শিকার হলেও খাল সংস্কারের বিষয়ে সরকার কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেয়নি। ফলে কৃষিজমির ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে এবং বহু কৃষক আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও দাবি জানান।এছাড়াও সীমান্তবর্তী এলাকায় নেশাজাতীয় সামগ্রীর অবাধ বিক্রি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন রতন দাস। তাঁর অভিযোগ, বর্ডার গোলচক্কর সংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন দোকানে মদ ও অন্যান্য নেশাজাতীয় দ্রব্য সহজেই বিক্রি হচ্ছে, যার ফলে বহু পরিবার সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটের মুখে পড়ছে। এই বিষয়ে প্রশাসনের কঠোর হস্তক্ষেপের দাবি জানান তিনি।

নীতিনির্ধারণে প্রকৌশলীদের ভূমিকা নিয়ে আইইটির সেমিনার উন্নয়নের স্বার্থে প্রযুক্তিনির্ভর পরিকল্পনার উপর জোর

আগরতলা, ২ জুলাই: নীতিনির্ধারণে প্রকৌশলীদের সক্রিয় ভূমিকা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেমিনারের আয়োজন করল দ্য ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স (ইন্ডিয়া), ত্রিপুরা স্টেট সেন্টার। ত্রিপুরা সরকারের পূর্ত দপ্তরের সহযোগিতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, প্রকৌশলী, শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষার্থীরা।

সেমিনারের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা সরকারের মুখ্য সচিব জে. কে. সিনহা। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে টেকসই উন্নয়ন, আধুনিক পরিকাঠামো নির্মাণ এবং প্রযুক্তিনির্ভর প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রকৌশলীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রকৌশলীদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান নবাদল ব্যানার্জি, বিশিষ্ট প্রকৌশলী ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা। বক্তারা বলেন, দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় প্রকৌশলীদের আরও কার্যকর অংশগ্রহণ সময়ের দাবি। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স (ইন্ডিয়া), ত্রিপুরা স্টেট সেন্টারের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার পরমানন্দ সরকার বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেমিনারে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে নীতিনির্ধারণে প্রকৌশলীদের ভূমিকা নিয়ে বক্তব্য রাখেন পূর্ত দপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ার প্রণব কিশোর দাস। দ্বিতীয় অধিবেশনে আধুনিক প্রযুক্তি ও মানবসম্পদের সমন্বয় বিষয়ে বক্তব্য রাখেন এনআইটির অধ্যাপক ড. রামা রাও। তৃতীয় অধিবেশনে সুশাসন, প্রশাসন, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং উদ্ভাবনী প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেন পূর্ত দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বজিৎ দাস। অনুষ্ঠানে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলী, শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। বক্তারা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে প্রকৌশলীদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে আরও কার্যকরভাবে কাজে লাগানোর আহ্বান জানান।

ত্রিপুরার ঐতিহাসিক সাফল্য জাতীয় ই-গভর্ন্যান্স পুরস্কার ২০২৬-এ রৌপ্য পুরস্কার অর্জন বিজয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই: রাজস্থানের জয়পুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় ই-গভর্ন্যান্স সমোলনে স্মার্ট ই-পঞ্চায়েত ও তৃণমূল পর্যায়ে উন্নত জনসেবা প্রদানের উদ্যোগের জন্য ভারতের জাতীয় ই-গভর্ন্যান্স পুরস্কার ২০২৬-এ সম্মানিত হয়েছে ত্রিপুরা। এই গৌরব অর্জন করেছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মোহনপুর আর.ডি. ব্লকের বিজয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েত।

আজ মোহনপুর আর.ডি. ব্লকের বিজয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েত এক ঐতিহাসিক জাতীয় স্বীকৃতি অর্জন করেছে। জাতীয় ই-গভর্ন্যান্স পুরস্কার ২০২৬-এ বিজয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েতকে আনুষ্ঠানিকভাবে মর্যাদাপূর্ণ রৌপ্য পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

রাজস্থানের জয়পুরে অবস্থিত রাজস্থান ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার এ অনুষ্ঠিত ২৯তম জাতীয় ই-গভর্ন্যান্স সম্মেলন-এর সমাপনী অধিবেশনে ভারত সরকারের কর্মীবর্গ, জনঅভিযোগ ও পেনশন বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিং এই সম্মানজনক পুরস্কার প্রদান করেন।

ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষ থেকে এই গৌরবময় জাতীয় পুরস্কার গ্রহণ করেন ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন (পঞ্চায়েত) দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং।

বিজয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েত " গ্রাসরুটস লেভেল ইনিশিয়েটিভ বাই গ্রাম পঞ্চায়েত ফর ডিপেইনিং / ওয়াইডেনিং অফ সার্ভিস ডেলিভারি " বিভাগে জাতীয় ই-গভর্ন্যান্স পুরস্কার ২০২৬-এর মর্যাদাপূর্ণ রৌপ্য পুরস্কার অর্জন করেছে।

সমগ্র ভারতের মধ্যে মাত্র দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত এই সম্মানের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। বিজয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েত তাদের অন্যতম এবং এই অসাধারণ সাফল্যের জন্য ৫ লক্ষ টাকার নগদ পুরস্কারও অর্জন করেছে।

বিজয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েত স্থানীয় প্রশাসনকে ডিজিটাল, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং নাগরিক-কেন্দ্রিক সেবা ব্যবস্থায় রূপান্তরের মাধ্যমে এই সাফল্য অর্জন করেছে। এর প্রতিফলন দেখা যায় পঞ্চায়েত অ্যাডভান্সমেন্ট ইনডেক্স ২.০-এ, যেখানে তারা ৮৮.৫৫ নম্বর (গ্রেড-এ) অর্জন করেছে।

এই অভূতপূর্ব সাফল্যের পেছনে রয়েছে একাধিক উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ও মাইলফলক। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ত্রিপুরার প্রথম গ্রাম পঞ্চায়েত হিসেবে ১০০ শতাংশ লিগেসি ডাটা ডিজিটাইজেশন সম্পন্ন করা, ১০০টিরও বেশি অনলাইন জনসেবা প্রদান, ই-অফিস ব্যবস্থা চালু করা, স্থানীয় নারীদের মধ্যে ১০০ শতাংশ ডিজিটাল সাক্ষরতা নিশ্চিত করা, 'গ্রাম বার্তা' ভয়েস-আপডেট প্ল্যাটফর্মের কার্যকর ব্যবহার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক শিক্ষা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক উদ্যোগ বাস্তবায়ন, এবং নিজস্ব রাজস্ব আদায়ে অভূতপূর্ব ১৯৪ শতাংশ বৃদ্ধি অর্জন।

প্রযুক্তিনির্ভর এই উদ্ভাবনী উদ্যোগগুলির মাধ্যমে বিজয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েত শুধু ত্রিপুরার জন্য নয়, বরং সমগ্র দেশের জন্য টেকসই, আধুনিক ও আত্মনির্ভর গ্রামীণ স্থানীয় শাসনব্যবস্থার এক অনুকরণীয় মডেল ও নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কর্টিসল মকটেল খেলে স্ট্রেস কমবে

বেশিরভাগ মানুষের দিন শুরু হয় চা-কফি খেয়ে। এই সব পানীয়তে চুমুক না দিলে যেন কাজে গতি আসে না। অথচ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দিনের শুরুতে চা-কফি খাওয়া মহা বিপদের। এতে শুধু যে পেটের সমস্যা বাড়ে, তা নয়। তৈরি হয় অ্যাংজাইটি-স্ট্রেস। তাই চা-কফির বদলে কর্টিসল মকটেল খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল কর্টিসল লোয়ারিং ড্রিংক্স। কেউ কেউ বলছেন, এটা হলো অ্যান্টি-স্ট্রেস পানীয়। এই ধরনের পানীয় অ্যাংজাইটি কমাতে এবং মানসিক চাপ থেকে মুক্তি দিতে সাহায্য করে। এগুলো শুধু সকালবেলা নয়, যখনই স্ট্রেস ফিল হবে, তখনই খেতে পারেন।

কর্টিসল কী?

যখনই শরীরে স্ট্রেস বাড়ে তখনই অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় কর্টিসল হরমোন। এই হরমোনকে শরীরের 'ভিলেন' বলা হয়। কারণ, শরীরে কর্টিসল লেভেল বাড়লেই একে একে ব্যাঘাত ঘটে মেটাবলিজম, শর্করার মাত্রা সহ সার্কাডিয়ান রিদমে। শরীরে তৈরি হয় ব্যাপক প্রদাহ। দিনের বিভিন্ন সময়ে কর্টিসলের মাত্রা স্বাভাবিকভাবেই ওঠানামা করে। সকালে আমাদের সজাগ ও চনমনে রাখতে এর মাত্রা বৃদ্ধি পায়। আবার রাতে বিশ্রামের সুবিধার্থে তা আস্তে আস্তে কমে আসে। আসল সমস্যাটি তখনই তৈরি হয়, যখন কর্টিসলের মাত্রা ক্রমাগত বাড়তে থাকে বা 'হাই' থাকে। এই অবস্থায়, যে কোনও শারীরিক বা মানসিক চাপের পর শরীর আর আগের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে না। যার জেরে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

কর্টিসল মকটেল কী ভাবে কাজ করে? কর্টিসল মকটেলে মূলত ডাবের জল, ফলের রস, নুন, ম্যাগনেশিয়ামের মতো উপাদান মেশানো থাকে। এগুলো শরীরে ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্য বজায় রাখে। সোডিয়াম, পটাশিয়াম এবং প্রাকৃতিক শর্করা একসঙ্গে মিলে শরীরকে চটজলদি শক্তির জোগান দেয়।

স্ট্রেসের সময়ে এই ধরনের পানীয় স্নায়ুতন্ত্রকে শান্ত করতে এবং শরীর ও মনে সতেজ ভাব আনতে সাহায্য করে। তবে, এটা স্ট্রেস কমানোর কোনও স্থায়ী সমাধান নয়। বরং, সাময়িক শান্তি পাওয়ার উপায় বলা যেতে পারে।

ডায়াবিটিস, রক্তচাপ, লিভারের রোগ সব সমস্যার উত্তর এই ফল

গরম ও বর্ষার মরশুমে বাজারে নানা ধরনের মরশুমি ফলের দেখা মেলে। আম, লিচুর পাশাপাশি এই সময় আর একটি ফল পাওয়া যায়, যা স্বাদে যেমন অনন্য, তেমনই স্বাস্থ্যগুণেও ভরপুর। তবে এই ফল সারা বছর পাওয়া যায় না। মাত্র দু'মাসের জন্য বাজারে আসে জাম। তাই চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদরাও এই সময় নিয়ম মেনে পরিমিত পরিমাণে জাম খাওয়ার পরামর্শ দেন।

কেন উপকারী জাম?

জামে রয়েছে ভিটামিন সি, ফাইবার, পটাশিয়াম, আয়রন এবং অ্যান্থোসায়ানিনের মতো গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান। এগুলি শরীরকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগানোর পাশাপাশি কোষকে ক্ষতির হাত থেকেও রক্ষা করতে সাহায্য করে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, জাম রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে, হজমশক্তি উন্নত করতে, লিভারের কার্যকারিতা বজায় রাখতে এবং শরীরের প্রদাহ কমাতে সহায়ক হতে পারে। কেন জামের রং এত গাঢ়? জামের গাঢ় বেগুনি বা কালচে রঙের পিছনে রয়েছে অ্যান্থোসায়ানিন নামের একটি শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট। এই উপাদান শরীরে তৈরি হওয়া ক্ষতিকর ফ্রি-র‍্যাডিক্যালের প্রভাব কমাতে সাহায্য করে এবং কোষকে সুরক্ষা দেয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, অ্যান্থোসায়ানিন ইনসুলিনের কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে, যার ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়। ডায়াবিটিস ও হজমের জন্য কেন উপকারী? বিভিন্ন গবেষণায় জানা গিয়েছে, জামের ফল ও বীজে থাকা কিছু প্রাকৃতিক যৌগ শরীরে গ্লুকোজের বিপাকক্রিয়া উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে। এই কারণেই ডায়াবিটিস রোগীদের জন্য জামকে উপকারী ফল হিসেবে ধরা হয়। তবে এটি কোনও ভাবেই ওষুধের বিকল্প নয়। এছাড়া জামে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে, যা অন্ত্রের কার্যকারিতা উন্নত করতে এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা কমাতে সাহায্য করতে পারে। নিয়মিত ও পরিমিত পরিমাণে জাম খেলে হজম ভালো থাকে এবং পেট পরিষ্কার হতেও সুবিধা হয়। রক্তচাপ, লিভার ও রোগ প্রতিরোধে জাম জামে থাকা পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করতে পারে। পাশাপাশি এতে থাকা ভিটামিন সি ও অন্যান্য অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা স্বাভাবিক রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিছু গবেষণায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে, নিয়মিত পরিমিত পরিমাণে জাম খেলে লিভারের স্বাভাবিক কার্যকারিতাও বজায় রাখতে সুবিধা হয়। ওজন কমাতেও সাহায্য করতে পারে যাঁরা ওজন কমানোর চেষ্টা করছেন, তাঁদের জন্যও জাম একটি ভালো মরশুমি ফল। এতে ক্যালোরি কম এবং ফাইবারের পরিমাণ বেশি হওয়ায় দীর্ঘক্ষণ পেট ভরার অনুভূতি থাকে। ফলে অতিরিক্ত খাওয়ার প্রবণতা কমতে পারে। তাই সুষম খাদ্যাভ্যাসের অংশ হিসেবে পরিমিত পরিমাণে জাম খাওয়া উপকারী হতে পারে। মনে রাখবেন, কোনও নির্দিষ্ট রোগের চিকিৎসার বিকল্প হিসেবে জাম খাওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে ডায়াবিটিস বা অন্য দীর্ঘমেয়াদি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসকের পরামর্শ মেনেই খাদ্যতালিকায় জাম অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কী ভাবে তৈরি করবেন কর্টিসল মকটেল? কমলালেবুর কর্টিসল মকটেল ১৫০ মিলি ডাবের জলের সঙ্গে ১০০ মিলি কমলালেবুর রস, এক চিমটে সি সল্ট, ১৫০ মিলি স্পার্কলিং ওয়াটার এবং ১৫০ মিলিগ্রাম ম্যাগনেশিয়াম পাউডার মিশিয়ে নিন। এই পানীয় গরমে শরীরে প্রশান্তিও এনে দেবে। আনারসের কর্টিসল মকটেল ১৫০ মিলি ডাবের জলের সঙ্গে ১৫ মিলি কমলালেবুর রস, এক চিমটে সি সল্ট, ১২০ মিলি স্পার্কলিং ওয়াটার এবং ১২০ মিলি আনারসের রস মিশিয়ে কর্টিসল মকটেল বানিয়ে নিন।

ডেঙ্গি সম্পর্কে কী কী মাথায় রাখা প্রয়োজন

বর্ষার মরশুম, প্রায় প্রতিদিনই অল্প বিস্তর হলেও বৃষ্টি হচ্ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে এখানে সেখানে জল জমে থাকার প্রবণতাও। তাই এই মরশুমে বাড়ে মশাদের দাপট। ছড়ায় ডেঙ্গি-ম্যালেরিয়ার মতো রোগ। অনেকের ধারণা, শুধু নোংরা পরিবেশেই ডেঙ্গির মশা জন্মায়। ডেঙ্গি-কে আটকাতে গেলে সেই সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানাও প্রয়োজন। এতে সংক্রমণের ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব, সময় মতো চিকিৎসাও শুরু করা যায়।

কোন কোন ভুল ধারণা ভাঙা প্রয়োজন?

কম বৃষ্টি মানেই ডেঙ্গির ঝুঁকি কম, এমন নয়। মাঝারি বৃষ্টির পরে উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় ছোট ছোট জায়গায় জমে থাকা পরিষ্কার জলই এডিস মশার বংশবিস্তারের আদর্শ পরিবেশ তৈরি করে। ভারী বর্ষণে অনেক সময় মশার লার্ভা ধুয়ে গেলেও, টবে, বালতিতে বা ট্রেতে জমে থাকা জল দীর্ঘদিন অপরিবর্তিত থাকলে সেখানে সহজেই মশা জন্মায়। তাই বর্ষার পুরো সময় জুড়েই সতর্ক থাকা জরুরি। শুধু নোংরা জায়গা নয়, পরিষ্কার বাড়িতেও ডেঙ্গির মশা জন্মাতে পারে। ফুলের টবের নীচের ট্রে, এসির ড্রেন পাইপ, পোষ্যের জলের পাত্র, কুলার, ছাদ বা বারান্দায় জমে থাকা পরিষ্কার জলও বিপজ্জনক হতে পারে। তাই নিয়মিত এসব জায়গা পরিষ্কার করা এবং জল জমতে না দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ডেঙ্গি প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো মশার কামড় এড়ানো। শিশুদের ফুলহাতা জামা ও লম্বা প্যান্ট পরানো, শিশুদের জন্য নিরাপদ মশা প্রতিরোধক ব্যবহার, জানালায় জালি লাগানো, মশারি ব্যবহার এবং বাড়ির আশপাশে জল জমতে না দেওয়ার মতো সাধারণ অভ্যাসই বড় সুরক্ষা দিতে পারে। কারণ ডেঙ্গির নির্দিষ্ট অ্যান্টি-ভাইরাল ওষুধ এখনও নেই। বর্ষাকালে জ্বরকে কখনও হালকা ভাবে নেওয়া উচিত নয়। ডেঙ্গির শুরুতে সাধারণ ভাইরাল জ্বরের মতোই উপসর্গ দেখা দিতে পারে। উচ্চ জ্বর, শরীর ব্যথা, চোখের পিছনে ব্যথা, দুর্বলতা, র‍্যাশ, বমি বা পেটব্যথা হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। দ্রুত রোগ নির্ণয় করলে জটিলতার ঝুঁকি কমে। পেঁপে পাতার রস, ছাগলের দুধ বা বিভিন্ন ভেষজ উপায় ডেঙ্গি সারিয়ে তোলে এমন দাবির পক্ষে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। এসবের উপর নির্ভর করে চিকিৎসা দেরি করলে পরিস্থিতি গুরুতর হতে পারে। পর্যাপ্ত বিশ্রাম, প্রচুর তরল পানীয় এবং চিকিৎসকের নিয়মিত পর্যবেক্ষণই ডেঙ্গি থেকে সেরে ওঠার মূল চাবিকাঠি।

মনে রাখবেন, অনেক সময় ডেঙ্গির সবচেয়ে বিপজ্জনক পর্যায় শুরু হয় জ্বর কমার পর। সাধারণত অসুস্থতার তৃতীয় থেকে পঞ্চম দিনে বমি, তীব্র পেটব্যথা, নাক বা মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়া, অতিরিক্ত দুর্বলতা, শ্বাসকষ্ট, ত্বকে লাল দাগ বা অস্বাভাবিক তন্দ্রাভাব দেখা দিলে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। এই সতর্ক সঙ্কেতগুলি সময় মতো চিহ্নিত করা রোগীর জীবন বাঁচাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

বেশি ড্রাই ফ্রুটস খেলে পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরার সমস্যা কমবে

দিনের বেশিরভাগ সময়ই পায়ের পাতা ঠান্ডা হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে মনে হয়, পায়ের পাতায় যেন সূচ বিঁধছে। আবার কখনও অবশ হয়ে যায়। আপনার মনে হতে পারে, অত্যধিক ক্লান্তি বা দীর্ঘক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকার জেরে এমনটা হচ্ছে। কিন্তু অনেক সময়ে এর পিছনে ভিটামিনের ঘাটতি লুকিয়ে থাকতে পারে। বিশেষত ভিটামিন বি১২-এর জেরেই এমনটা ঘটে।

ভিটামিন বি১২-এর জেরে শরীরে নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। তার মধ্যে যেমন রক্তাল্পতা রয়েছে, তেমনই রয়েছে স্নায়বিক রোগও। এই পুষ্টি শরীরে লোহিত কণিকা গঠনে সাহায্য করে, যা গোটা শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ করে। যখনই এই ভিটামিনের ঘাটতি দেখা দেয়, তখনই অক্সিজেন সঞ্চালনেও বাধা তৈরি হয়। এ ছাড়া ভিটামিন বি১২-এর ঘাটতিতে ভুলে যাওয়া, হাঁটার সময়ে ভারসাম্য হারানো, পায়ের পাতায় জ্বালা বা অস্বস্তির মতো একাধিক সমস্যা দেখা দেয়।

এই ধরনের সমস্যাগুলো এড়াতে হলে শরীরে ভিটামিন বি১২-এর ঘাটতি মেটানো জরুরি। তবে এর জন্য যে সাপ্লিমেন্ট-ই খেতে হবে, এমনটা নয়। আমিষ খাবারের পাশাপাশি ডায়েটে কিছু ড্রাই ফ্রুটসও রাখতে পারেন। কোন কোন ড্রাই ফ্রুটস খেলে ভিটামিন বি১২-এর ঘাটতি পূরণ হবে, রইল টিপস। আমন্ড

সকালবেলা খালি পেটে ভেজানো আমন্ড খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে? এই অভ্যাসই আপনাকে একাধিক রোগের হাত থেকে বাঁচাবে। দিনে ১০-১২টি ভেজানো আমন্ড খেলে ভিটামিন বি১২ সহ ফাইবার, প্রোটিন ও হেলদি ফ্যাট ইত্যাদির ঘাটতি মিটে যাবে।

আখরোট

আখরোটের মধ্যে ভিটামিন বি১২-এর পাশাপাশি ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে। সামগ্রিক স্বাস্থ্য উন্নত করার জন্য রোজের ডায়েটে ৬-৭টা আখরোটের টুকরো রাখতে পারেন।

খেজুর

আমন্ড, আখরোটের পাশাপাশি খেজুর খাওয়ারও অভ্যাস করুন। খেজুরের মধ্যে আয়রন, ভিটামিন, খনিজ, ক্যালশিয়াম, পটাশিয়ামের মতো উপাদান রয়েছে। এ ছাড়া ফাইবারও মেলে এই ড্রাই ফ্রুটসে।

কিশমিশ

এই ড্রাই ফ্রুটসের মধ্যেও ভিটামিন বি১২-এর মতো পুষ্টি পাওয়া যায়। কিশমিশের মধ্যে ভিটামিন, মিনারেল ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট পাওয়া যায়। রোজ সকালে ১০-১২টা ভেজানো কিশমিশ খেলে ভালো উপকার পাবেন।

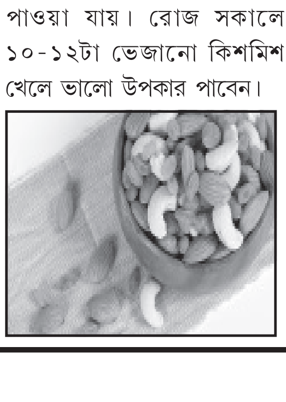

গ্যাসট্রাইটিস থেকে কোন ধরনের খাবার খেলে স্বস্তি মিলবে

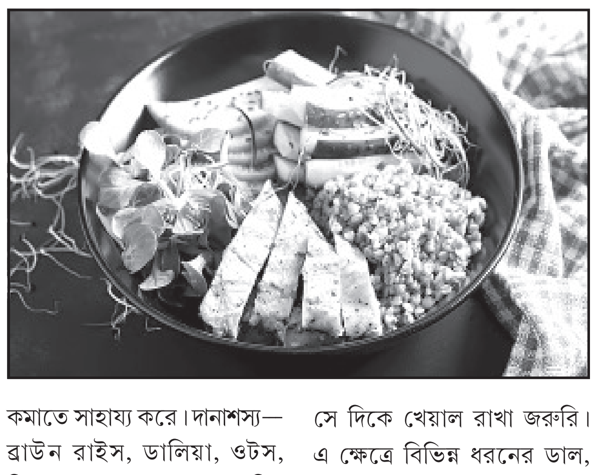

গ্যাস-অম্বল নিত্যদিনের সমস্যা। যা-ই খান, তাতেই অম্বল হয়ে যায়। বদহজম যেন পিছু ছাড়ে না। এই ধরনের ক্রনিক গ্যাসট্রাইটিস থাকলে সচেতন হওয়া জরুরি। কারণ, এখান থেকেই প্রদাহ তৈরি হয় পাকস্থলী-সহ পেটের নানা অংশে। বাড়ে পেপটিক আলসার ও ক্যান্সারের মতো জটিল রোগ। বহু মানুষের ধারণা তেল-ঝাল, মশলাদার খাবার বেশি খেলেই গ্যাসট্রাইটিস ও আলসারের ঝুঁকি বাড়ে। এই ধরনের খাবার অবশ্যই সমস্যা বাড়িয়ে তোলে। তবে অতিরিক্ত চিনি মেশানো খাবার, প্রক্রিয়াজাত মাংস, ফুল-ফ্যাট ডেয়ারি ফুড, অ্যাসিডিক ফল ও সব্জির মতো খাবারও গ্যাসট্রাইটিসের সমস্যা বাড়াতে পারে। তবে বেশ কিছু খাবার রয়েছে, যা নিয়মিত খেলে গ্যাসট্রাইটিসের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

কম অ্যাসিড যুক্ত ফল ও সব্জি গ্যাস-অম্বলের সমস্যা এড়াতে হলে পাতে ফল ও সব্জি রাখতে হবে। তবে সেগুলোতে অ্যাসিডের পরিমাণ যেন কম হয়। আপেল, বেরিজাতীয় ফল, কুমড়ো, গাজরের মতো খাবার রাখতে পারে। কলা পেটের স্বাস্থ্যের জন্য খুব উপকারী। এটি গ্যাস, পেট ফাঁপা, পেটব্যথা কমাতে সাহায্য করে। দানাশস্য— ব্রাউন রাইস, ডালিয়া, ওটস, কিনোয়া, জোয়ার, বাজরা, রাগির মতো বিভিন্ন দানাশস্য ডায়েটে রাখা জরুরি। এগুলোর মধ্যে ফাইবার রয়েছে, যা হজমে সহায়তা করে। তা ছাড়া এই ধরনের খাবার সহজপাচ্য হয়। হজমে কোনও সমস্যা তৈরি করে না। হজমের সমস্যায় সাদা ভাতও খাওয়া যায়। লো-ফ্যাট ডেয়ারি— ডায়েট থেকে দুগ্ধজাত পণ্য বাদ দেওয়া উচিত নয়। কারণ, এতে প্রয়োজনীয় পুষ্টি মেলে। তবে কম ফ্যাট যুক্ত খাবার খাওয়া দরকার। এ ক্ষেত্রে দই, ছানা ইত্যাদি খেতে পারেন। দই পেটের জন্য অত্যন্ত উপকারী খাবার। এতে থাকা প্রোবায়োটিক্স গ্যাসট্রাইটিসের সমস্যা কমাতে সাহায্য করে। লিন প্রোটিন— প্রোটিন জরুরি। তবে তাতে যেন ফ্যাট না থাকে, সে দিকে খেয়াল রাখা জরুরি। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ডাল, চিকেনের ব্রেস্ট পিস খেতে পারেন। বিভিন্ন ধরনের বাদামও এ ক্ষেত্রে উপযোগী। তবে পরিমাণ বুঝে খাওয়া উচিত। অনেক সময়ে মাত্রাতিরিক্ত ডাল বা বাদাম খেলে পেটে গ্যাস হয়। বিভিন্ন ধরনের ভেষজ--- গ্যাসট্রাইটিসে গোলমরিচ, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, গার্লিক পাউডার, সর্ষের বাটা ইত্যাদি খেলে জ্বালা ও অস্বস্তি বাড়ে। তবে মাঝে মধ্যে গোটা রসুন বা আদা রান্নায় দিয়ে খেলে উপকার পাবেন। এ ছাড়া অনেক সময়ে পুদিনা, আদা ও হলুদ গ্যাসট্রাইটিসের সমস্যা কমাতে সাহায্য করে। পেটের সমস্যায় আরাম দেয় অরিগ্যানো, তুলসি, সেজের মতো ভেষজ উপাদান।

ঘরে বসেই চিনে নিন আপনার 'স্কিন টাইপ'

ত্বকের ধরন বা "স্কিন টাইপ" কেমন তা বোঝার হাজার একটা উপায় আছে। নিত্যদিন রিলস ঘাঁটলে এমন অজস্র হ্যাকস চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু সেগুলি আদৌ বিজ্ঞানসম্মত কি না, তা অনেকেই জানেন না। ফলে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকেই। ভুল প্রোডাক্ট ব্যবহার এবং বিভ্রান্তিকর তথ্যের ভিড়ে অনেকেই নিজের ত্বকের আসল চাহিদা বুঝে উঠতে পারেন না। তৈলাক্ত ত্বকে অতিরিক্ত ক্রিম মাখা কিংবা শুষ্ক ত্বকে জোর করে স্ক্রাব ঘষে 'স্কিন ব্যারিয়ার' নষ্ট করে ফেলেন। চিকিৎসকরা তাই ত্বকের ধরন না বুঝে শুধু বিজ্ঞাপনী চমক দেখে কোনও প্রসাধনী ব্যবহার না করার পরামর্শ দেন। কোন উপায়ে চিনবেন স্কিন টাইপ?

ত্বকের ধরন চেনার সহজ পরীক্ষা প্রথমে একটি মাইল্ড কোনও ক্লিনজার দিয়ে মুখ ভালো করে ধুয়ে নিন। এর পর মুখে কোনও রকম ক্রিম, লোশন বা সিরাম না লাগিয়ে অন্তত এক ঘণ্টা এ ভাবেই ছেড়ে দিন। এক ঘণ্টা পর যদি পুরো মুখ টানটান এবং শুষ্ক লাগে, তবে আপনার ত্বক শুষ্ক। যদি কপাল, নাক এবং থুতনি বা 'টি-জোন তেলতেলে হয়ে ওঠে কিন্তু গাল শুকিয়ে থাকে, তবে তা মিশ্র ত্বক। আর যদি মুখ ধোয়ার পর ত্বক লালচে, খসখসে মনে হয়, তবে আপনার ত্বক সংবেদনশীল। 'স্কিন টাইপ' এবং 'স্কিন কন্ডিশন' এক নয় অনেকেই সামান্য ব্রণ বা আবহাওয়া বদলের কারণে ত্বক সাময়িক তেলতেলে হলে ধরে নেন তাদের ত্বক তৈলাক্ত। চিকিৎসকরা বলছেন, 'স্কিন টাইপ' হলো আপনার ত্বকের জন্মগত বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে 'স্কিন কন্ডিশন' হলো বাইরের আবহাওয়া, অতিরিক্ত স্ক্রাবিং বা মানসিক চাপের কারণে ত্বকের সাময়িক অবস্থা। এই দুইয়ের ফারাক না বুঝে ভুল প্রোডাক্ট বেছে নিলে ত্বকের প্রদাহ ও ক্ষতি আরও বাড়ে।

ত্বকের জন্য উপকারী কিছু উপাদান দুটি উপাদান প্রায় সব ধরনের ত্বকের ম্যাজিকের মতো কাজ করে। ১. হায়ালুরনিক অ্যাসিড বয়স ১৮ হোক বা ৮০ ত্বকের সুস্থতার মূল ভিত্তি হলো আর্দ্রতা বা হাইড্রেশন। হায়ালুরনিক অ্যাসিড ওজনের চেয়ে হাজার গুণ বেশি জল ধরে রাখতে পারে। মুখ ধোয়ার পর সামান্য ভেজা অবস্থায় এই সিরামটি লাগালে ত্বকে মাখতে হয়। ২. নিয়াসিনামাইড : ভিটামিন বি৩-এর এই রূপটি ত্বকের অতিরিক্ত তেল নিয়ন্ত্রণ করে, লালচে ভাব কমায় এবং স্কিন ব্যারিয়ার মজবুত করে। ত্বকের ধরন অনুযায়ী সঠিক 'স্কিনকেয়ার রুটিন' তৈলাক্ত ত্বক: জেল-বেসড ময়েশ্চারাইজার এবং নিয়াসিনামাইড বা স্যালিসিলিক অ্যাসিড যুক্ত লাইটওয়েট প্রোডাক্ট ব্যবহার করুন। শুষ্ক ত্বক: ক্রিম-বেসড ক্লিনজার এবং সেরামাইড, গ্লিসারিন ও হায়ালুরনিক অ্যাসিড যুক্ত ঘন ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন। অতিরিক্ত এক্সফোলিয়েশন বা স্ক্রাব করা এড়িয়ে চলুন। মিশ্র ত্বক: মুখের তেলতেলে অংশে হালকা জেল এবং শুষ্ক গালে ঘন ক্রিম। এই ভাবে কাস্টমাইজড পদ্ধতিতে যত্ন নিন।

ইলিশ মাছের কোন অংশটা খেলে কঠিন রোগ দূর হয়

বাঙালির পাতে ইলিশ পড়া মানেই যেন এক রাজকীয় অনুভূতি। বর্ষার মরশুম শুরু হতেই এই মাছের স্বাদ নিতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে আট থেকে আশি। তবে ইলিশের চড়া দামের কারণে মধ্যবিত্তের পকেটে টান পড়লেও, সুযোগ পেলেই ইলিশের স্বাদ নেওয়ার লোভ সামলানো কঠিন। কেউ ভালোবাসেন সর্ষে ইলিশ, তো কারও পছন্দ ইলিশের লেজা ভর্তা কিংবা পুঁইশাক দিয়ে ইলিশের মুড়ো। কিন্তু স্বাদের পাশাপাশি পুষ্টির দিক থেকে ইলিশের কোন অংশটি বেশি উপকারী, তা নিয়ে তর্ক বহুদিনের। কেউ ভোট দেন মুড়োকে, তো কারও পছন্দ লেজা। বিজ্ঞান কী বলছে? আসুন জেনে নেওয়া যাক। ইলিশের মুড়োর পুষ্টিগুণ মাছের মুড়ো ভালোবাসেন না, এমন বাঙালির সংখ্যা কম। পুষ্টিবিদদের মতে, ইলিশের মাথায় রয়েছে ভরপুর পুষ্টি। ভিটামিন এ ও রেটিনল: ইলিশের মুড়ো ভিটামিন এ এবং রেটিনলের এক দুর্দান্ত উৎস। এটি চোখের দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখতে এবং রাতকানা রোগের ঝুঁকি কমাতে অত্যন্ত সাহায্য করে। ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড: হার্টের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডের জুড়ি মেলা ভার। ইলিশের মুড়োয় এই উপকারী ফ্যাটি অ্যাসিড প্রচুর পরিমাণে থাকে, যা মানসিক অবসাদ ও হাইপারঅ্যাকটিভিটি ডিসঅর্ডারের মতো সমস্যা দূর করতেও সাহায্য করে। লেজা খেলে কী কী উপকার হয়? অনেকেই কাঁটার ভয়ে ইলিশের লেজা এড়িয়ে চলেন। কিন্তু জানলে অবাক হবেন, এই লেজাতেই লুকিয়ে রয়েছে শরীরের এক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। ক্যালশিয়াম: ইলিশের লেজায় প্রচুর পরিমাণে ছোট ছোট কাঁটা থাকে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, এই কাঁটা সহ লেজার অংশ খেলে শরীরে ক্যালশিয়ামের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। যা হাড় ও দাঁত মজবুত করতে অত্যন্ত কার্যকরী।

আসলে ইলিশ এমন একটি মাছ, যার কোনও অংশই ফেলার নয়। স্বাদ এবং পুষ্টির দিক থেকে মুড়ো এবং লেজা, দুই অংশই একে অপরকে টেক্কা দেয়। তাই হার্ট ও চোখের যত্ন নিতে যেমন পাতে রাখতে পারেন ইলিশের মুড়ো, তেমনই হাড়ের জোর বাড়াতে ভরসা রাখতে পারেন লেজার ওপর।

পরিষেবা ও রোগীর সুবিধা

● প্রথম পাতার পর

সুপারিনটেনডেন্ট ডা. , ডেপুটি মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডা. , আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার, গাইনোকোলজি বিভাগের প্রধান, অন্যান্য বিভাগের প্রধান এবং ত্রিপুরার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (সিএমও)। পরিদর্শনকালে বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রম, রোগী পরিষেবা এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামো খতিয়ে দেখা হয়। সচিব হাসপাতালের রোগী ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে ওয়ার্ডে উপলব্ধ পরিষেবা এবং রোগীদের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়েও খোঁজ নেন।এনএইচএম মিশন ডিরেক্টর সাজু বাহিদ এ জানান, সংবাদমাধ্যমে ওপিডিতে অতিরিক্ত ভিড়ের খবর প্রকাশের পরই বাস্তব পরিস্থিতি যাচাই করতে এই পরিদর্শনের উদ্যোগ নেওয়া হয়।তিনি বলেন, সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আমরা বাস্তব চিত্র দেখতে এসেছি। ওপিডিতে অতিরিক্ত ভিড়ের অভিযোগ উঠেছিল। তবে বিষয়টি ততটা গুরুতর নয়। পরিস্থিতি আরও ভালোভাবে সামাল দেওয়ার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও চিকিৎসকদের কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পর্যাপ্ত সংখ্যক পাখা বসানো হয়েছে এবং রোগীদের বসার যথেষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে। চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও রোগীদের সঙ্গেও আলোচনা করেছি। সামান্য যে ভিড়ের সমস্যা রয়েছে, তা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে।স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে রোগী পরিষেবার মানোন্নয়ন, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং চিকিৎসা পরিষেবার নির্বিঘ্ন পরিচালনা নিশ্চিত করতে এ ধরনের পরিদর্শন ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।এদিকে, আজ এ.জি.এম.সি.''র লেকচার হলে দুই দিনব্যাপী এনসিডি বিষয়ক চিকিৎসকদের প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের সূচনা করেন স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্তে। এইমস, নয়াদিল্লি এবং জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন, ত্রিপুরার উদ্যোগে রাজ্য স্তরের প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ এই কর্মসূচি আজ শুরু হয়।আজকের এই প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ (আই.সি.এম.আর) এর ন্যাশনাল হেলথ প্রায়োরিটি রিসার্চ এর অ্যাম্বুলেটরি কেয়ার ফর নন-কমিউনিকেবল ডিজিজ (এনসিডি) এর পক্ষে ডায়াবেটিস সম্পর্কে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করেন এ.আই.আই.এম.এস দিল্লির এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগের ডাঃ জসদীপ গুপ্ত। এছাড়া অনলাইন প্রেজেন্টেশন করেন এ.আই.আই.এম.এস দিল্লির গ্যাস্ট্রোএন্টোলজি বিভাগের প্রফেসর শালিমার। স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্তে স্টার এনসিডি এর এই প্রকল্প সারা রাজ্যে বাস্তবায়ন করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য যোজনায় সমস্ত সংক্রামক রোগ শনাক্ত ও পরিষেবা প্রদানের আহ্বান জানান।আজকের এই প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে স্বাস্থ্য সচিব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মিশন ডিরেক্টর, এনএইচএম সাজু ওয়াহিদ এ, এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি-এর অধ্যক্ষ প্রফেসর (ডাঃ) তপন মজুমদার, এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি-এর কম্যুনিটি মেডিক্যাল হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট প্রফেসর (ডাঃ) সুব্রত বৈদ্য এবং স্টেট হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির মেম্বার সেক্রেটারি ডাঃ সৌভিক দেববর্মা।

দুঃসাহসিক চুরি

● প্রথম পাতার পর

৮০ হাজার টাকার রাবার শীট চুরি হয়েছে। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ বিরাজ করছে।অচল মনি বিশ্বাস জানান, এর আগেও প্রায় দুই বছর আগে তাঁর বাড়ি থেকে প্রায় এক লক্ষ টাকার রাবার শীট চুরি হয়েছিল। এবার ফের একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং অবিলম্বে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান।শুধু অচল মনি বিশ্বাসের বাড়িই নয়, একই রাতে তাঁর ভাতিজার বাড়িতেও চুরির ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, সেখান থেকেও প্রায় ৩৫ থেকে ৩৮ হাজার টাকার রাবার শীট চুরি করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা।স্থানীয়দের অভিযোগ, গত কয়েক মাস ধরে এলাকায় ধারাবাহিকভাবে চুরির ঘটনা ঘটছে। কিন্তু বারবার এমন ঘটনা ঘটলেও দোষীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও নিরাপত্তাহীনতা বাড়ছে।পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আর মাত্র দু-তিন দিন পরেই অচল মনি বিশ্বাসের ছেলের বিয়ে। বাড়িতে বিয়ের জোর প্রস্তুতি চলছিল। সেই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে পরিকল্পিতভাবে চোরের দল এই চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে বলে পরিবারের সদস্যদের ধারণা।এলাকাবাসীর দাবি, একের পর এক চুরির ঘটনায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা এখন বড় প্রশ্নের মুখে। তাই দ্রুত ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের পাশাপাশি এলাকায় পুলিশি টহল জোরদার করার জন্য প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

হরদীপ সিং পুরী

● প্রথম পাতার পর

কমানো বাস্তবসম্মত নয়।

পুরীর কথায়, এই মুহূর্তে জ্বালানির দাম কমানোর প্রশ্নটি যৌক্তিক নয়। আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারের অস্থিরতা মোকাবিলায় সরকারের ভূমিকার প্রশংসা করে তিনি বলেন, বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের ওঠানামার প্রভাব থেকে ভারত সরকার সাধারণ মানুষকে অনেকটাই সুরক্ষা দিতে পেরেছে।সম্প্রতি হরমুজ প্রণালী ঘিরে উত্তেজনার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, সেই সময়ও দেশে জ্বালানি সরবরাহে কোনও ব্যাঘাত ঘটেনি।মন্ত্রী জানান, দেশের একটি পেট্রল পাম্পেও জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেনি। তাঁর দাবি, দেশের প্রায় ১.০৭ লক্ষ জ্বালানি বিক্রয়কেন্দ্র স্বাভাবিকভাবেই পরিষেবা চালিয়ে গিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারের ধাক্কার বড় অংশ সরকারই সামলেছে।দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে পুরী জানান, ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের তেল পরিশোধন ক্ষমতা বছরে ৩০৯.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টনে (এমএমটিপিএ) উন্নীত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্যে একাধিক রিফাইনারি সম্প্রসারণ ও নতুন প্রকল্পের কাজ চলছে, যার কয়েকটি আগামী দু'বছরের মধ্যেই সম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী হবে বলে তিনি জানান।

পথ অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

অবরোধের নিয়ম-কানুনের কথা বলে আন্দোলনকারীদের ভয়ভীতি প্রদর্শন ও হুমকি দেওয়ার চেষ্টা করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

বিক্ষোভকারীরা অবিলম্বে এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা সমাধান এবং রাস্তার সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি ভবিষ্যতে দাবি পূরণ না হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেন তারা।

রেল স্টেশনে

● প্রথম পাতার পর

ওই ঘটনায় ৩৪ বছর বয়সী সুব্রত দেব নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি আগরতলার বিকে এন্টারপ্রাইজের ম্যানেজার এবং চালানটি গ্রহণ করতে রেলস্টেশনে এসেছিলেন বলে তদন্তকারীরা জানিয়েছেন। ধৃতের বাড়ি খোয়াই জেলার কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত বাথাখা গ্রামে। ডিআরআই সূত্রে আরও জানা গেছে, রেলের নথি অনুযায়ী এই চালানটি কাটিহার থেকে চন্দন বর্মন নামে এক প্রেরক আগরতলার উদ্দেশ্যে বুক করেছিলেন।

উদ্ধার হওয়া সমস্ত কফ সিরাপ পরবর্তী তদন্ত এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডিআরআই, আগরতলার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। অসম রাইফেলস জানিয়েছে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মাদক পাচার ও অন্যান্য অবৈধ কার্যকলাপ রুখতে তারা বদ্ধপরিকর। চোরাচালান চক্র ভেঙে দিতে এবং অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় রেখে ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

এদিকে, ২৪ ঘন্টার ব্যবধানে বৃহস্পতিবার রাতে আগরতলা রেল স্টেশনে একটি পণ্যবাহী ট্রেনে ত্রিপুরা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ এবং জিআরপি-র যৌথ অভিযানে প্রচুর পরিমাণে নিষিদ্ধ কফ সিরাপ উদ্ধার হয়েছে। ওই মাদক দ্রব্য ট্রেন থেকে নামানোর কাজ চলছে। সংবাদ লেখা পর্যন্ত মাদক ভর্তি ৩৬টি ড্রাম ট্রেন থেকে নামানো হয়েছে। আরও ড্রাম নামানোর কাজ চলছে।

আম বিপ্লব

● প্রথম পাতার পর

উৎসাহিত করতে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে এবং পুরনো আম বাগান পুনরুজ্জীবনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি উন্নত সেচ ব্যবস্থাও গড়ে তোলা হয়েছে। আম চাষিদের সুবিধার্থে আরও পাঁচটি কোল্ড চেম্বার স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।তিনি বলেন আমাদের লক্ষ্য কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা এবং তাদের সার্বিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা। বর্তমানে প্রায় ২৫৯ জন কৃষক গন্ডাতুইসাকে আম চাষের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলছেন।ডুম্বুর অঞ্চল প্রসঙ্গে তিনি বলেন এখানে পর্যটনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। হোমস্টে সুবিধাও তৈরি হয়েছে। সরকার চায় প্রতিটি পরিবারে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে এবং ত্রিপুরাকে স্বনির্ভর রাজ্যে পরিণত করতে।তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ভারতে বর্তমানে দুধ, মসলা, চাল, লঙ্কা, পাট, কলা ও আমের উৎপাদন বিশ্বে শীর্ষস্থানীয় পর্যায়ে রয়েছে, যা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সম্ভব হয়েছে।

গন্ডাতুইসার অতীত ও বর্তমান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আগে এই অঞ্চলে যোগাযোগ ও নিরাপত্তা সমস্যা ছিল, তবে গত আট বছরে পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে।মন্ত্রী কৃষকদের আহ্বান জানিয়ে বলেন, কোনো জমি ফাঁকা না রেখে আম, আনারস, আদা, বার্ডস আই চিলি, কলাসহ বিভিন্ন ফসলের চাষ বাড়াতে হবে।রাজ্যে বর্তমানে প্রায় ৫৮ হাজার হেক্টর জমিতে ফল চাষ হয়, যার মধ্যে প্রায় ১০ হাজার হেক্টরে আম চাষ করা হয় বলেও তিনি জানান। তিনি আরও বলেন, রাজ্যে গড় আম উৎপাদন প্রতি হেক্টরে প্রায় ৫ মেট্রিক টন হলেও গন্ডাতুইসায় তা ৯ মেট্রিক টন পর্যন্ত পৌঁছেছে, যা অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। শেষে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, গন্ডাতুইসা ও ডুম্বুর অঞ্চল ভবিষ্যতে ত্রিপুরার কৃষি ও পর্যটনের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION
O/O THE EXECUTIVE ENGINEER (ELECTRICAL)
DURGACHOUMUHANI, TRIPURA (WEST)

Notice Inviting Tender No-18(2026-27)

Sealed Tender is invited by the Executive Engineer (Electrical Division), Agartala Municipal Corporation on behalf of the Honorable Mayor, Agartala Municipal Corporation from the resourceful Firms /Agencies/ suppliers and appropriate class of Electrical Enlistment (Internal Electrification Work) registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/ TSECL Other State PWD experienced in similar nature of job, for the following work:-

Sl No.	Name of Work	Estimated Cost Earnest Money	Time for Completion	Last date of Selling Last Date of Receivin (Upto 3.00 PM)
1	Providing Permanent Electrical installation in the slaughter house for 20 small animal per hour at Durga Chowmohani Bazar in Agartala City under Agartala Municipal Corporation	Rs. 2,70,734.00 Rs. 5,415.00	10(Ten) Days	06/07/2026 08/07/2026

Details of work in the form of "Schedule of Work" and general / special terms & conditions can be seen in the office of the undersigned on any working day in between 9.30 A.M.. to 6.00 P.M. up to 06-07-2026.

(Er. Joydeb Chakraborty)
Executive Engineer (Electrical Division)
Agartala Municipal Corporation

Press Tender Notice No. 02 /EE-IV/UDD/EW/2026-27
Dated 2nd July, 2026

Separate sealed tenders are invited on behalf of the "Governor of Tripura" from the owner of Vehicle or enlisted contractors / Firms / Agencies / Manufacturers / Bonafied Suppliers / Authorized Dealer of Tripura PWD in appropriate class and from the contractors registered in the appropriate class of MES, Railways, CPWD.

1) Name of work:- Engagement of Software Development Agency (SDA) for Development, Implementation, and maintenance of Portal for Mukhya Mantri Nagar Unnayan Prakalpa (MM-NUP) Scheme / SH:-Hiring of vehicle 01 (one) No Maruti Eco (Petrol/CNG running) for the use of Assistant Engineer, Urban Development Department, Agartala.
2) Estimated cost:- 3,35,500.00
3) Earnest Money:- 6,710.00
4) Time for completion: - 12(twelve) months.
5) Last date & time for receipt of the tenders on 13.07.2026 up to 3:00PM.

ICA/C-1034/26

Executive Engineer- IV
Urban Development Department
Agartala, Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- e-PT-12/EE/ RDUD/G/2026-27 DATED-01/07/2026

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, R.D Udaipur Division, Udaipur, Gomati District invites percentage rate e-tender from the eligible Bidders up to 15.00 Hrs on 08/07/2026 for the following work-
1. Construction of Health Sub Centre at North Salgarah GP under Tepania RD Block.
For details visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-1030/26

Executive Engineer
R.D Udaipur Division
Gomati District,Tripura.

Notification regarding extension of last date for 4th round physical admission for admission in 1st Semester in Govt. General Degree College in the Academic Year 2026-27

This is for general information for all concerned that the Department has decided to extend the last date for physical admission (4th round) in 1st Semester in all Govt. General Degree Colleges till 07.07.2026
Date wise schedule will be published by the Colleges in due time.

(Animesh Debbarma)
Additional Secretary & Director
Education (Higher) Department
Tripura

ICA/D-462/26

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:- 06/EE/AGRI/N/2026-27

On behalf of the Governor of Tripura the Executive Engineer (Agri), Dharmanagar, North Tripura invites percentage rate e-tender on Single bid system from the eligible bidders for the following works:-

Sl No.	Name of Work	e-DNIT No.	Esti-mated Cost	Earnest Money (In Rs)
1	2	3	4	5
1.	Hiring of 1(One) no Maruti EECO vehicle including fuel and driver for use of the Assistant Engineer (Civil), Department of Agriculture, Ambassa, Dhalai Tripura having commercial registration (Manufac-turing not before 2020 made).	10/EE/ AGRI/ NORTH/ 2026-27	Rs. 3,69,840.00	Rs. 7,397.00
2	Hiring of 1(one) no Maruti EECO vehicles incl. fuel and driver for use of the Assistant Engineer (Civil), Department of Agriculture, Dharmanagar, North Tripura hav-ing commercial registration (manufacturing not before 2020 made).	11/EE/ AGRI/ NORTH/ 2026-27	Rs. 3,69,840.00	Rs. 7,397.00
3	Hiring of 1(One) no Maruti /EECO vehicle including fuel and driver for use of the Assistant Engineer (Mech), Department of Agricul-ture, Kumarghat, Unakoti Tripura having commercial registration (Manufacturing not before 2020 made).	12/EE/ AGRI/ NORTH/ 2026-27	Rs. 3,69,840.00	Rs. 7,397.00
4	Hiring of 1(One) No M & M Bolero vehicle including fuel and driver for use of the Executive Engi-neer (Agri), Department of Agri-culture, Dharmanagar, North Tripura for the Year 2025-26	13/EE/ AGRI/ NORTH/ 2026-27	Rs 5,74,080.00	Rs. 11,482.00

Last date and time for documents downloading and bidding up to 15:00 Hrs on 07/07/2026 and time and date of opening of bid at 15:30 Hrs on 07/07/2026 (if possible). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
Notes: For more details, please kindly visit: tripuratenders.gov.in

For & on behalf of the Governor of Tripura
Sd/ [Er. Sudhir Chandra Das]
Executive Engineer (North)
Department of Agriculture & F.W
Dharmanagar, North Tripura.

ICA/C/1016/26

রিমান্ডে আনছে পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে ত্রিপুরায় ফিরিয়ে আনার আইনি প্রক্রিয়া চলছে।ধলাই জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার উত্তম বণিক জানান, গুজরাট পুলিশ এবং ত্রিপুরা পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলেই দ্রুত অভিযান চালিয়ে তিন নাবালিকাকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রাইভেট প্র্যাকটিস

● প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি আনন্দনগরের স্কুলে ধর্ষণের অভিযোগ, কাঁঠালতলাসহ রাজ্যের বিভিন্ন নারী নির্যাতনের ঘটনাও তুলে ধরে তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যে আইনের শাসন ভেঙে পড়েছে এবং মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে।

নেশা বিরোধী অভিযানের ক্ষেত্রেও সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মানিক দে। তাঁর দাবি, বটতলাসহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় প্রকাশ্যে মাদক ব্যবসা চলছে, যার ফলে নতুন প্রজন্ম ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। শাসক দলের প্রভাবের কারণে পুলিশ কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারছে না বলেও অভিযোগ করেন তিনি। রামনগরে ফের বিস্ফোরণের ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেন, আগের বিস্ফোরণের তদন্তের ফলাফল এখনও প্রকাশ করা হয়নি। এবারও নিরপেক্ষ তদন্ত করে প্রকৃত তথ্য জনসমক্ষে আনার দাবি জানান তিনি। এছাড়াও বক্সনগরে ওসির সঙ্গে শাসকদলীয় বিধায়কের বিতর্ক, অমরপুরে বিডিওর সঙ্গে দুর্ব্যবহার এবং বিশালগড়ের এসডিএমকে ঘিরে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলির উল্লেখ করে প্রশাসনের ওপর রাজনৈতিক চাপের অভিযোগ তোলেন তিনি।

রাজ্যের জাতীয় সড়কগুলির বেহাল অবস্থার কথাও তুলে ধরেন তিনি। বিশেষ করে খোয়াইসহ বিভিন্ন জাতীয় সড়কের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এগুলিকে জাতীয় সড়ক বলাই কঠিন। নিম্নমানের নির্মাণের কারণে দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়ছে বলেও দাবি করেন। কাজের অভাব, গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের দুর্বল বাস্তবায়ন এবং শ্রমিকদের ভিনরাজ্যে কাজের সন্ধানে যেতে বাধ্য হওয়ার বিষয়েও তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি শিশু বিক্রির অভিযোগ, টুয়েপ প্রকল্পে কাজ কমে যাওয়া এবং বিভিন্ন সামাজিক ভাতা ও সরকারি আর্থিক সুবিধা না পাওয়ায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আন্দোলনের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন।

হকার উচ্ছেদ নিয়ে তিনি বলেন, বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেই হকারদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, আগরতলার মেয়র দীপক মজুমদার হকারদের শরণার্থী শিবিরে চলে যাওয়ার মন্তব্য করেছেন। হকারদের আইন না মেনে উচ্ছেদ এবং ভাঙচুরের মাধ্যমে প্রশাসন আনন্দ পাচ্ছে বলেও কটাক্ষ করেন তিনি।

সিপিআই রাজ্য সম্পাদক মিলন বৈদ্য বলেন, রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। বহু বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। অটল জলধারা প্রকল্পে পাইপলাইন থাকলেও অনেক এলাকায় পানীয় জল পৌঁছাচ্ছে না। গ্রাম ও পাহাড়ি অঞ্চলে বিদ্যুৎ পরিষেবাও অত্যন্ত দুর্বল, ফলে সাধারণ মানুষ চরম দুর্ভোগে রয়েছেন।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 08/NIeT/EE-KLP/PWD (DWS)/2026-27

The Executive Engineer, DWS Division Kalyanpur, Khowai Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/ item rate e-tender in Two bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class& Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES /Railway for the following work through e-procurement portal:

Sl No	DNIeT No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time for completion	Cost of Bid Fee
1	DNIe-T No: 05/SE/DWSC/AGT/2025-26	Rs. 84,44,422.00	Rs. 1,68,888.00	180 days	Rs.4000.00
2	DNIe-T No: 06/SE/DWSC/AGT/2025-26	Rs. 86,42,021.00	Rs. 1,72,840.00	180 days	Rs.4000.00
3	DNIe-T No: 07/SE/DWSC/AGT/2025-26	Rs. 86,42,021.00	Rs. 1,72,840.00	180 days	Rs.4000.00
4	DNIe-T No: 11/SE/DWSC/AGT/2025-26	Rs. 75,43,512.00	Rs. 1,50,870.00	180 days	Rs.4000.00

Last date and time for document downloading and bidding: 20/07/2026 up to 3:00 PM
Time and date of opening of bid: 20/07/2026 at 04:00 PM
Document downloading and biding at application: https://tripuratenders.gov.in
Class of bidder: Appropriate Class
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

(ER. SANJOY BERNATH)
Executive Engineer
DWS Division, Kalyanpur
Khowai Tripura

ICA/C-1025/26

Memorandum

Subject: Finalization of the Permanent Wait List (PWL) under PMAY-G 2.0
In pursuance of the Standard Operating Procedure (SOP) issued by the Ministry of Rural Development, Govt. of India vide communication dated 13th May, 2026, regarding the generation of the Permanent Wait List (PWL) of eligible PMAY-G beneficiaries, the following steps are to be followed by all the Blocks and the Districts -

Sl.	Steps in the process of finalization of PWL	Timeline (by which the activity to be completed)
i	Marking of GP/VCs by the Blocks and approval by the Districts after resolution of the disputed cases in AWAASSoft	03/07/2026
ii	Download of draft PWL summary and individual beneficiary wise survey status from AWAASSoft	04/07/2026
iii	Vetting of the draft PWL & beneficiary wise survey data by the Gram Sabha	10/07/2026
iv	Uploading of beneficiary-wise Gram Sabha recommended updated survey parameters in AWAASSoft	13/07/2026
v	GP/VC wise publication of the authenticated list of beneficiaries based on the recommendations by Gram Sabha	15/07/2026
vi	Hearing and disposal of claims and objections by District Level Appellate Committees on the Gram Sabha recommendations	23/07/2026
vii	**Display of Final PWL**	**27/07/2026**

2. Further, all concerned District-level officials and Block Development Officers are requested to ensure their presence in at least one Gram Sabha meeting to oversee the process.
3. DM & Collectors are requested to assign officers to attend each and every Gram Sabha to ensure that the proceedings in the Gramsabhas are done, as per the SoP issued from MoRD. GoI.

ICA/D-466/26 **Addl. Secretary to the Government of Tripura**

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA

Notice Inviting e-Tender

PNIe-T-No: 06/EE/DIV-III/AMC/2026-27, **Dated: 01/07/2026**

The Executive Engineer, PW DIV-III, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC, invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works(S):-

Sl No. 1	Name of the Work	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion	Last time and date of Submission
	Construction of drain siab and paver block road from the H.O Parimal Shil to H.O Gurudas Sutradhar via Tinku Das at Nabinpalli shiltilla, under ward No.43 AMC **DNIeT.15/EE/Div-III/AMC/2026-27**	9,08,225	18,164	90 Days	01/07/2026 At 15.00 Hrs
2	Construction of RCC open drain from Bimal Ch Paul box culvert to Hrishidas para via Suman Paul east Pratapgarh under ward NO 43 AMC. **DNIeT.16/EE/Div-III/AMC/2026-27**	33,69,426	67,389	120 Days	
3	Construction of RCC wall of ONGC Chowmuhani near Tanmoy chakraborty, under ward NO 48 AMC. **DNIeT.17/EE/Div-III/AMC/2026-27**	8,72,270	17,445	90 Days	
4	Construction of new CC road with soling and cover drain from the H.O Pavitra Mohan Das to H.O Sankar Sengupta of Sukanta Palli under ward NO 48 AMC. **DNIeT.18/EE/Div-II/AMC/2026-27**	22,95,203	45,904	120 Days	
5	Construction of RCC open drain & paver block road from Gobinda shil to H.O Biswajit Das at jagat pally. under ward NO 43 AMC. **DNIeT. 19/EE/Div-III/AMC/2026-27**	19,94,616	39,892	90 Days	
6	Construction of C.C road with drain from Hapania singhamura road to Sri Narayan Debnath house near Madhyapara under ward No 48 AMC (2nd call) **DNIeT.91/EE/Div-III/AMC/2025-26**	42,81,510.00	85,630.00	120 Days	

TIME AND DATE OF OPENING OF BID, IF POSSIBLE: 07-07-2026.
Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer,
PW Division- III,
Agartala Municipal Corporation.

নলছড়ে

● প্রথম পাতার পর

দিয়েছে। সেই কারণে জল বন্ধ করতে তিনি পেছনের দরজা খুলতেই অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে দুই ডাকাত তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।অভিযোগ, মুহূর্তের মধ্যেই গলায় ধারালো অস্ত্র ঠেকিয়ে তাকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। এরপর ঘরের আলমারি ও লকার তছনছ করে প্রায় তিন ভরি সোনার গয়না, নগদ টাকা এবং চেন্নাই প্রবাসী ছেলে অনুপম দেবনাথের একটি ডিএসএলআর ক্যামেরা লুট করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। পরিবারের দাবি, ওই ক্যামেরাটি ব্যবহার করেই অনুপম বিভিন্ন বিয়ে ও সামাজিক অনুষ্ঠানে ফটোগ্রাফি ও ভিডিওগ্রাফির কাজ করতেন। তবে পালানোর সময় তাড়াহুড়োয় এক ডাকাত তার একজোড়া জুতো ঘটনাস্থলেই ফেলে যায়। খবর পেয়ে রাতেই মেলাঘর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে জুতোটি উদ্ধার করে। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। শান্তিপ্রিয় এলাকায় সন্ধ্যার পর এমন দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। দ্রুত দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করে লুট হওয়া সামগ্রী উদ্ধারের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

ত্রিপুরা হাইকোর্ট

● প্রথম পাতার পর

করে জানিয়েছিল, মামলাকারীদের নিজ দায়িত্বে নতুন আইনজীবী নিয়োগ করা এবং আদালতের ওয়েবসাইটে মামলার অগ্রগতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা উচিত ছিল।

তবে এই যুক্তির সঙ্গে একমত হয়নি হাইকোর্ট। আদালত পর্যবেক্ষণে জানায়, প্রযুক্তিতে অনভিজ্ঞ প্রবীণ নাগরিকদের কাছ থেকে অনলাইনে মামলার অগ্রগতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণের প্রত্যাশা করা বাস্তবসম্মত নয়। আদালত আরও উল্লেখ করে, আইনজীবী তাদের না জানিয়ে মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোয় তারা পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন।

হাইকোর্ট আরও বলে, নিম্ন আদালত একতরফা ডিক্রি বাতিলের জন্য বিবাদীপক্ষ যে আন্তরিকভাবে আইনি পদক্ষেপ নিয়েছিল, তা যথাযথভাবে বিবেচনা করেনি। এছাড়া, মৃত আবেদনকারীর আইনগত উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য লিমিটেশন অ্যাক্টের ৫ ধারায় পৃথক আবেদন বাধ্যতামূলক বলে জেলা আদালতের মন্তব্যেরও সমালোচনা করে হাইকোর্ট জানায়, আইনে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই।

রায়ে প্রধান বিচারপতি বলেন, ''বিবাদীরা পরিস্থিতির শিকার। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব করেননি কিংবা অবহেলা প্রদর্শন করেননি। এ অবস্থায় মামলার প্রকৃত মেরিটে নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপনের একটি সুযোগ থেকেও তাদের বঞ্চিত করা ন্যায়বিচারের পরিপন্থী হবে।''

হাইকোর্ট আপিলটি পুনর্বহাল করার পাশাপাশি মৃত আবেদনকারীর আইনগত উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। একই সঙ্গে মূল ডিক্রির ভিত্তিতে চলমান কার্যকরী প্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ জারি করে গোমতী জেলার জেলা বিচারককে আগামী চার মাসের মধ্যে মামলাটি মেরিটের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দিয়েছে।

কৈলাসহরে কভার ড্রেন নির্মাণে কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ, আন্দোলনের হুঁশিয়ারি কংগ্রেসের

কৈলাসহর, ২ জুলাই: কৈলাসহর শহরে জল নিষ্কাশনের জন্য নির্মীয়মাণ কভার ড্রেন প্রকল্পে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে জেলা কংগ্রেস। অবিলম্বে ডিপিআর অনুযায়ী সঠিকভাবে ড্রেন নির্মাণ না হলে শহরবাসীকে সঙ্গে নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছে দল। বৃহস্পতিবার কৈলাসহর জেলা কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা এবং জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহাম্মদ বদরুজ্জামান।

সাংবাদিক সম্মেলনে মোহাম্মদ বদরুজ্জামান বলেন, দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে সামান্য বৃষ্টিতেই কৈলাসহর শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ত। এই সমস্যা সমাধানের দাবিতে কংগ্রেস দীর্ঘদিন আন্দোলন করেছে। পরে কৈলাসহর পুর পরিষদ শহরের প্রায় ৫ কিলোমিটার এলাকায় কভার ড্রেন নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক-এর ঋণে প্রায় ৫০ কোটি টাকার এই প্রকল্পের কাজের দায়িত্ব পায় রাজস্থানের বেসরকারি সংস্থা আর.সি.পি.এল।

অভিযোগ, সংস্থাটি কাজটি আগরতলার একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করাচ্ছে এবং কাজের শুরু থেকেই অনিয়ম চলছে। জেলা কংগ্রেসের দাবি, পুরনো ড্রেনের তুলনায় নতুন ড্রেন অনেক জায়গায় ছোট আকারে নির্মাণ করা হচ্ছে। কোথাও বড়, কোথাও ছোট করে ড্রেন তৈরি করা হচ্ছে, যা প্রকল্পের মূল ডিপিআর অনুযায়ী নয়।

এছাড়াও কংগ্রেসের অভিযোগ, কাজের তদারকির জন্য আর.সি.পি.এল-এর কোনও ইঞ্জিনিয়ার বা দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে নির্মাণস্থলে দেখা যায়নি। আরও অভিযোগ, পুরনো ড্রেন ভাঙার সময় বের হওয়া ইট ও লোহার রড রাতের অন্ধকারে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, যার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকার দুর্নীতি হচ্ছে।

জেলা কংগ্রেসের আশঙ্কা, এভাবে কাজ চলতে থাকলে ভবিষ্যতেও সামান্য বৃষ্টিতে কৈলাসহর শহর জলমগ্ন হবে। তাই দ্রুত ডিপিআর অনুযায়ী কাজ না হলে শহরবাসীকে সঙ্গে নিয়ে বৃহত্তর গণআন্দোলনে নামার ঘোষণা দিয়েছে জেলা কংগ্রেস।

টিবি রোগ নির্মূলীকরণে ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ, টিবি ফোরামের আলোচনাচক্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই: আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে সম্প্রতি জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে জাতীয় যনা নির্মূলীকরণ কর্মসূচির অন্তর্গত রাজ্যস্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ”স্টেট টিবি ফোরাম মিটিং-র পাশাপাশি এদিন একটি ”মাল্টি-সেক্টরাল কনভারজেন্স মিটিং এবং ডিটিও-দের জন্য ”ট্রেনিং অফ ট্রেইনার্স কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় বৃদ্ধি এবং জেলা স্তরের যক্ষা নির্মলীকরণ কর্মসূচির আধিকারিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। রাজ্যে যা নির্মূলীকরণ অভিযানের অংশ হিসেবে আয়োজিত উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে যা জনিত মৃত্যুর হার কমানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিকাঠামোগত চ্যালেঞ্জগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হযেছে। দারিদ্র, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অশিক্ষা এবং কুসংস্কার যক্ষা চিকিৎসার বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মদ্যপান বা ধূমপানের আসক্তি এবং চিকিৎসার অতিরিক্ত খরচ রোগীদের চিকিৎসায় বাধা দেয়। সময়ে চিকিৎসকের কাছে না যাওয়ার ফলে মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ে। ভারতে যক্ষা রোগ সংক্রমণের অন্যতম প্রধান কারণ হলো অপুষ্টি। এর পাশাপাশি অতিরিক্ত মদ্যপান, ধূমপান বা তামাকের আসক্তি ফুসফুসের কার্যক্ষমতা কমিয়ে রোগটিকে আরও জটিল করে তোলে। অন্যদিকে, ডায়াবেটিস এবং এইচআইভি-র মতো শারীরিক সমস্যা রোগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, যা যার ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। রাজ্যে যা নির্মূল কর্মসূচির অংশ হিসেবে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে একজন টিবি চ্যাম্পিয়নকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করেন। একই অনুষ্ঠানে যক্ষা রোগীর স্ত্রীর হাতে ফুড বাস্কেট বা পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। ফুড বাস্কেটে রোগীদের পুষ্টির ঘাটতি পূরণে সহায়ক বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিকর খাদ্যসামগ্রী অন্তর্ভুক্ত ছিল। যা রোগীদের দ্রুত আরোগ্য লাভ এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিশ্চিত করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিতো বলেন, টিবি মুক্ত ভারত অভিযানের সফল বাস্তবায়নের জন্য সমাজের সকল স্বরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। রাজ্যের প্রতিটি যা রোগী যাতে দ্রুত সুস্থ হয়ে জীবনে ফিরে যেতে পারেন, সে বিষয়ে সকলকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে তিনি অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যা নির্মূল কর্মসূচিকে আরও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সচেতনতামূলক ও জনমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে যক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি আস্থা আরও সুদৃঢ় হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিগণ যা নির্মূলে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, রোগীদের পুষ্টি সহায়তা নিশ্চিতকরণ এবং সামাজিক অংশগ্রহণ জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তারা আশা প্রকাশ করেন যে, টিবি মুক্ত ভারত গঠনের লক্ষ্যে সরকারের এই উদ্যোগ আগামী দিনে আরও ব্যাপক জনসমর্থন ও সাড়া অর্জন করবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা সাজু বাহিদ এ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উর্ধতন আধিকারিকগণ এবং জাতীয় যক্ষা নির্মলীকরণ কর্মসূচির রাজ্য আধিকারিক ডাঃ নূপুর দেববর্মা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ, বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান (এইচওডি), ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজের আধিকারিকগণ, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রতিনিধিগণ, ত্রিপুরা এইডস কন্টোল সোসাইটির আধিকারিকগণ, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিগণ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আধিকারিক ডাঃ স্নেহা শুক্লা। পাশাপাশি কেএইচপিটি এবং আরমান প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধিগণও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে যামুক্ত সমাজ গঠনের অঙ্গীকারকে সামনে রেখে উপস্থিত সকলের অংশগ্রহণে ”নিষ্ক্রয় শদথ” গ্রহণ করা হয়। শদধের মাধ্যমে যপ্পা প্রতিরোধ, সময়মতো রোগ নির্ণয়, নিয়মিত চিকিৎসা গ্রহণ এবং সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্মিলিতভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ছয় দফা দাবিতে স্বাস্থ্য দপ্তরে গণতান্ত্রিক নারী সমিতির ডেপুটেশন, প্রসূতি পরিষেবা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের দাবি

আগরতলা, ২ জুলাই: রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে রোগীদের ভোগান্তি দূর করার দাবিতে বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য দপ্তরে ছয় দফা দাবি-সংবলিত স্মারকলিপি প্রদান করেছে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি -র ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি।

সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, রাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক নির্দেশনার পর চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ হওয়ায় প্রসূতি মা-সহ বিভিন্ন শ্রেণির রোগীরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এই পরিস্থিতির দ্রুত সমাধানে স্বাস্থ্য দপ্তরের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে সংগঠন।

স্মারকলিপিতে নারী সমিতির পক্ষ থেকে ছয়টি প্রধান দাবি তুলে ধরা হয়েছে। দাবিগুলি হলো হাসপাতালের পরিকাঠামো ও পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে উন্নত না করে এ ধরনের সিদ্ধান্ত কার্যকর না করা এবং প্রসূতি মায়েদের হয়রানি বন্ধে অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ। সরকারি চিকিৎসকদের নির্ধারিত আট ঘণ্টার কর্মদায়িত্ব নিশ্চিত করা। প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধের ফলে চিকিৎসক ও রোগীর সম্পর্কের যে অবনতি ঘটছে, তা দূর করতে স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগ গ্রহণ। বর্তমান পরিস্থিতির সমাধানে চিকিৎসকদের সংগঠনের সঙ্গে আলোচনায় বসা। শিশুদের টিকাকরণ কর্মসূচি যাতে ব্যাহত না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ নজরদারি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধের নামে কর্পোরেট স্বাস্থ্য পরিষেবাকে অযথা সুবিধা না দেওয়া এবং সোনোগ্রাফি, সিটি স্ক্যান ও এমআরআই-সহ বিভিন্ন রোগ নির্ণয় পরিষেবা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় নজরদারি বাড়ানো।

ডেপুটেশন প্রদান শেষে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, রোগীদের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তর যেন দ্রুত এই দাবিগুলির বিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বিশেষ করে প্রসূতি মা, শিশু এবং সাধারণ রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবায় যাতে কোনো ধরনের বিঘ্ন না ঘটে, সে বিষয়টি নিশ্চিত করার আহ্বান জানান তাঁরা।

সিনিয়র শিক্ষকদের টেট থেকে অব্যাহতির দাবিতে ৫ জুলাই আগরতলায় শিক্ষক মিছিল ও সমাবেশ

আগরতলা, ২ জুলাই:সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়ে প্রভাবিত কর্মরত সিনিয়র শিক্ষকদের চাকরি, পেশাগত মর্যাদা ও অবসরকালীন নিরাপত্তা রক্ষার দাবিতে আগামী ৫ জুলাই আগরতলায় বিশাল শিক্ষক মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করেছে ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক সমিতি (এইচ.বি. রোড) এবং ত্রিপুরা বেসরকারি শিক্ষক সমিতি (এইচ.বি. রোড)। বৃহস্পতিবার মেলারমাঠস্থিত 'শিক্ষক ভবন'-এ আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই কর্মসূচির ঘোষণা করা হয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ফলে বহু কর্মরত সিনিয়র শিক্ষক চাকরি ও সামাজিক নিরাপত্তা নিয়ে অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন। বিশেষ করে, যেসব শিক্ষকের চাকরির মেয়াদ পাঁচ বছরের বেশি বাকি রয়েছে, তাঁদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টেট উত্তীর্ণ হতে হবে, অন্যথায় বাধ্যতামূলক অবসরের মুখোমুখি হতে হবে। অন্যদিকে, পাঁচ বছরের কম চাকরির মেয়াদ থাকা শিক্ষকদের সাময়িক ছাড় দেওয়া হলেও টেট যোগ্যতা না থাকলে পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে সংগঠনের দাবি, কেন্দ্র সরকার অবিলম্বে অধ্যাদেশ জারি অথবা সংসদে প্রয়োজনীয় আইন সংশোধনের মাধ্যমে সিনিয়র শিক্ষকদের টেট পরীক্ষার বাধ্যবাধকতা থেকে স্থায়ী অব্যাহতি দিক। পাশাপাশি শিক্ষক নিয়োগের সময় কার্যকর থাকা আইনের ভিত্তিতেই তাঁদের চাকরি ও সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষিত রাখার দাবি জানানো হয়েছে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, আগামী ৫ জুলাই সকাল ১১টায় আগরতলার মেলারমাঠস্থিত 'শিক্ষক ভবন'-এর সামনে থেকে বিশাল শিক্ষক মিছিল বের হবে। পরে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সর্বভারতীয় শিক্ষক নেতা ও এসটিএফআই-এর সহ-সভাপতি ধ্রুবেশ্বর মণ্ডল প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। সমাবেশে কেন্দ্র সরকারের উদ্দেশে দাবিগুলি তুলে ধরা হবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার কর্মসূচিও গ্রহণ করা হবে।

ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক সমিতি ও ত্রিপুরা বেসরকারি শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে রাজ্যের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষা-অনুরাগী এবং শিক্ষক সংগঠনগুলিকে ৫ জুলাইয়ের মিছিল ও সমাবেশে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

জি রাম জি আইনের সুবিধাগুলি রাজ্যে সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: সমাজকল্যাণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই: সারা দেশের সঙ্গে গতকাল ত্রিপুরাতেও বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার ও আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) বা ভিবি জি রামজি আইন চালু হয়েছে। আজ অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি জেলার মুক্কাভারিপাল্লে গ্রামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই প্রকল্পটির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নাইডু এবং উপমুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ। বিভিন্ন রাজ্যে এই অনুষ্ঠান সরাসরি প্রদর্শন করা হয়। আগরতলার নজরুল কলাক্ষেত্রে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানেও তিরুপতি জেলায় আয়োজিত অনুষ্ঠান সরাসরি দেখানো হয়।

নজরুল কলাক্ষেত্রে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায়। মূল অনুষ্ঠান শেষে সমাজকল্যাণমন্ত্রী বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, ভারতের গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আজ এক নতুন যুগের সূচনা হলো। গ্রামীণ কর্মসংস্থান, জীবন জীবিকার সুরক্ষা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নকে অধিকতর শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই এই আইন সারা দেশের সাথে আমাদের রাজ্যেও কার্যকর হয়েছে। নতুন এই আইনে প্রতিটি যোগ্য গ্রামীণ পরিবারকে সর্বাধিক ১২৫ দিনের মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। প্রতিদিনের মজুরি হবে ৩০০ টাকা। তিনি বলেন, রাজ্যে এই আইন কার্যকর করার জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে গ্রামীণ জনগণকে সচেতন করতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। কৃষি উৎপাদন যেন কোনোভাবেই ব্যাহত না হয় সেই লক্ষ্যে বছরে ৬০ দিন পিক এগ্রিকালচারেল সিজন হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এই সময়ে জি রামজি কর্মসূচির কাজ স্থগিত থাকবে। সমাজকল্যাণমন্ত্রী বলেন, বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর লক্ষ্যপূরণে এই আইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। নতুন এই আইনের সুবিধাগুলি রাজ্যে সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই কাজে সহযোগিতা করতে তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের এম.ডি.সি. গীতা দেববর্মা, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল। নতুন এই আইনের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব সুভাষ চন্দ্র সাহা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার। অতিরিক্ত জেলাশাসক অরূপ দেব জি রাম জি আইনের সুবিধাগুলি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে পুরাতন আগরতলা ব্লকের মা মনসা স্বসহায়ক দলের সদস্যা রত্না দাস এই কর্মসূচির জাতীয় পর্যায়ের ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তার আত্মনির্ভর হওয়ার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন।

রোটারি ক্লাব অব আগরতলার সভাপতি নির্বাচিত ডা. বিধান গোস্বামীকে সংবর্ধনা

আগরতলা, ২ জুলাই: রোটারি ক্লাব অব আগরতলার ২০২৬-২৭ বর্ষের সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় জিবি হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ও বিশিষ্ট রোটারিয়ান ডা. বিধান গোস্বামীকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। এই উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাঁকে উত্তরীয় পরিয়ে ও ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস, গোমতী জেলার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সমীর দাস এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সমাজসেবী বাদল চন্দ্র দাস।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, চিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি ডা. বিধান গোস্বামী দীর্ঘদিন ধরে মানবসেবা ও বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। রোটারি ক্লাব অব আগরতলার সভাপতি হিসেবে তাঁর নির্বাচন ক্লাবের পাশাপাশি সমগ্র ত্রিপুরার জন্যও গর্বের বিষয়। তাঁরা আশা প্রকাশ করেন, তাঁর নেতৃত্বে রোটারির জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড আরও সম্প্রসারিত হবে এবং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সংবর্ধনার জবাবে ডা. বিধান গোস্বামী উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, রোটারির মূলমন্ত্র ' সার্ভিস অ্যাভাব সেলফ'-কে সামনে রেখে সমাজের অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোই তাঁর অঙ্গীকার। সকলের সহযোগিতায় আগামী দিনেও বিভিন্ন জনসেবামূলক কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি। আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা ডা. গোস্বামীর নতুন দায়িত্ব পালনে সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করেন।

তিন বছরের আইনি লড়াই শেষে নিজের জমির দখল ফিরে পেলেন মানিক দেবনাথ

চুড়াইবাড়ি, ২ জুলাই: দীর্ঘ তিন বছরের আইনি লড়াইয়ের অবসান ঘটিয়ে অবশেষে নিজের জমির দখল ফিরে পেলেন উত্তর জেলার গোবিন্দপুর এলাকার বাসিন্দা মানিক দেবনাথ। আদালতের রায় কার্যকর করতে বৃহস্পতিবার পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিতে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সাক্ষ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর হাতে জমির দখল তুলে দেওয়া হয়।

জানা যায়, ২০২৩ সালে জমি-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রায় ০.৩৪ শতক জমির মালিকানা ও দখল নিয়ে উত্তর জেলা ও দায়রা আদালতে মামলা দায়ের করেন মানিক দেবনাথ। দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে চলতি বছরে আদালত তাঁর পক্ষে রায় দেয়।

আদালতের নির্দেশ অনুসারে বৃহস্পতিবার চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশের উপস্থিতিতে এবং স্থানীয় গ্রামবাসীদের সাক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জমির দখল আনুষ্ঠানিকভাবে মানিক দেবনাথের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর নিজের জমির দখল ফিরে পেয়ে আবেগাপ্লুত মানিক দেবনাথ আদালত, প্রশাসন এবং উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর ন্যায়বিচার পাওয়ায় বিচারব্যবস্থার প্রতি তাঁর আস্থা আরও দৃঢ় হয়েছে।

এলাকাবাসীর মতে, আদালতের এই রায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আইনের প্রতি বিশ্বাস ও ন্যায়বিচারের আস্থা আরও সুদৃঢ় করবে। তাঁরা মনে করেন, আইনগত পথে সমস্যার সমাধান সম্ভবএই বার্তাই সমাজের কাছে পৌঁছে দিল এই রায়। এদিন আদালতের পক্ষ থেকে বেলিফ অমিত সানতাল ও সুজিত দাস উপস্থিত থেকে আদালতের নির্দেশ কার্যকর করেন। পাশাপাশি চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ পুরো প্রক্রিয়াটি শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করে।

উত্তর ত্রিপুরায় 'মেধাবীদের সঙ্গে চা-আড্ডা' - য় জেলা প্রশাসন, ৪৪ কৃতী ছাত্র-ছাত্রীকে সংবর্ধনা

ধর্মনগর প্রতিনিধি: উত্তর ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ধর্মনগর সার্কিট হাউসে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হলো বিশেষ অনুষ্ঠান 'মেধাবীদের সঙ্গে চা-আড্ডা'। অনুষ্ঠানে জেলার কৃতী ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানান জেলাশাসক চাঁদনী চন্দন এবং জেলা পুলিশ সুপার।

অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মোট ৪৪ জন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে তাঁদের শিক্ষাক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্যের জন্য সম্মাননা স্মারক ও শুভেচ্ছা প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনের অভিজ্ঞতা, সাফল্যের পেছনের গল্প, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং সমাজ ও দেশের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এক আন্তরিক মতবিনিময় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মানপ্রাপ্তদের মধ্যে জেলার অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গোল্ডেন ভ্যালি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল-এর ৬ জন কৃতী শিক্ষার্থী এবং পি.এম.সি গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল-এর ৫ জন কৃতী শিক্ষার্থী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আরও কৃতী শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি ৪ জন দিব্যাঙ্গ ছাত্র-ছাত্রীকেও তাঁদের বিশেষ সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে সংবর্ধনা জানানো হয়।

এদিন জেলা শাসক তাঁর বক্তব্যে বলেন, বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনের সম্পদ। তাঁদের মেধা, অধ্যবসায় ও কঠোর পরিশ্রম শুধু ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বরং গোটা জেলার গর্ব। তিনি শিক্ষার্থীদের বড় স্বপ্ন দেখার এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এই ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল মেধাবী শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা, তাঁদের সাফল্যকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং আগামী প্রজন্মের সামনে ইতিবাচক অনুপ্রেরণার দৃষ্টান্ত তুলে ধরা।

অনুষ্ঠিতে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিকদের উপস্থিতিতে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। জেলা প্রশাসনের এই উদ্যোগকে উপস্থিত সকলেই সাধুবাদ জানান।

চার দফা দাবিতে সোনামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের কাছে ডিওয়াইএফআই-এর ডেপুটেশন

সোনামুড়া, ২ জুলাই: বৃহস্পতিবার সারা ভারত গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন (ডিওয়াইএফআই)-এর একটি প্রতিনিধি দল সোনামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শচীমোহন দেববর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে চার দফা দাবি-সংবলিত একটি স্মারকলিপি প্রদান করে। সংগঠনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ঘটনার দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্তের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়।

ডিওয়াইএফআই-এর সোনামুড়া মহকুমা সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ সাহা জানান, প্রথম দাবিতে মেলাঘরের বাসিন্দা প্রসেনজিৎ সাহার মামলার চার্জশিট দ্রুত আদালতে দাখিল করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

দ্বিতীয় দাবিতে, প্রসেনজিৎ সাহাকে গাঁজা মামলায় মিথ্যা ফাঁসানো হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে, এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানায় সংগঠন। তৃতীয় দাবিতে, প্রসেনজিৎ সাহার ঘটনায় নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও সঠিক তদন্ত নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়।

এছাড়া, চতুর্থ দাবিতে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত বিজেপি নেতা পিন্টু ঘোষকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়।

প্রতিনিধি দলে নেতৃত্ব দেন ডিওয়াইএফআই-এর সোনামুড়া বিভাগীয় সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ সাহা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় সভাপতি সুমন দে, রাজ্য কমিটির সদস্য মানিক দে, মিজান হোসেন, ভোলা ভৌমিক, জাকির হোসেন, আনোয়ার হোসেন, সুস্মিতা দাস, সুকান্ত দেবনাথ, অরবিন্দ দাস, তাপস দে-সহ অন্যান্য যুব সংগঠনের কর্মীরা।

ডেপুটেশন গ্রহণের পর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শচীমোহন দেববর্মা প্রতিনিধি দলকে আশ্বস্ত করেন যে, উত্থাপিত বিষয়গুলির তদন্ত আইন অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

নতুন এসি বসানোর

● আটের পাতার পর

এবং অপ্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সুইচ বন্ধ রাখুন।

এসি ব্যবহারে যা করবেন না ঃ অনুমোদিত বৈদ্যুতিক লোড বৃদ্ধি না করে নতুন এসি চালাবেন না। এসির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণে অবহেলা করবেন না। এসির ইনলেট বা আউটলেট কোনোভাবেই বন্ধ বা ঢেকে রাখবেন না। একই সার্কিটে একাধিক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্র একসঙ্গে ব্যবহার করবেন না। এসি থেকে অস্বাভাবিক শব্দ বা গন্ধ বের হলে তা উপেক্ষা করবেন না। কোনো ত্রুটি দেখা দিলে মেরামতে দেরি করবেন না। অপ্রয়োজনীয়ভাবে ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে তাপমাত্রা সেট করবেন না, এতে বিদ্যুৎ খরচ বেড়ে যায়।

ঘরের আকার অনুযায়ী সঠিক ক্ষমতার এসি নির্বাচন করুন; ভুল ক্ষমতার এসি ব্যবহার করবেন না।

বিদ্যুৎ নিগমের বক্তব্য, সচেতনতা এবং নিরাপদ ব্যবহারই দুর্ঘটনা প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর উপায়। তাই নতুন এসি বসানোর আগে বৈদ্যুতিক লোড বৃদ্ধি, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিগমের নির্দেশিকা মেনে চললে একদিকে যেমন পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে, অন্যদিকে বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও পরিবেশ সংরক্ষণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে।

ধর্মনগরে জমি-বিবাদে হামলা

● আটের পাতার পর

একাংশের মতে, জমি-সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে সংঘটিত সহিংসতার ঘটনায় আদালতের এই রায় ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধ দমনে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করবে।

ফল ৩ আগস্ট

● আটের পাতার পর

নিয়ম অনুযায়ী ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজ চলবে।

সব ভোটকেন্দ্রেই ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) এবং ভোটার ভেরিফায়েবল পেপার অডিট ট্রেল (ভিভিপ্যাট) ব্যবহার করা হবে বলে জানিয়েছে কমিশন।

ভোটার পরিচয়পত্র (ইপিক) ভোটদানের প্রধান পরিচয়পত্র হিসেবে থাকবে। এছাড়া আধার, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, প্যান কার্ড, মনরেগা জব কার্ড-সহ সরকার স্বীকৃত অন্যান্য পরিচয়পত্রও গ্রহণযোগ্য হবে।

নির্বাচনের সূচি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে আদর্শ আচরণবিধি (মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট) কার্যকর হয়েছে।

কমিশন আরও জানিয়েছে, ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারের সময় তিন দফায় সংবাদপত্র ও টেলিভিশনের মাধ্যমে তাঁদের বিরুদ্ধে থাকা মামলার তথ্য প্রকাশ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলিকেও নিজেদের ওয়েবসাইট, সংবাদপত্র এবং সরকারি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ওই প্রার্থীদের অপরাধমূলক মামলার তথ্য এবং তাঁদের মনোনয়নের কারণ প্রকাশ করতে হবে।

”নো ইয়োর ক্যান্ডিডেটস” বিভাগে ইসিআইনেট-এও এই তথ্য উপলব্ধ থাকবে বলে কমিশন জানিয়েছে। এছাড়া গত ১০ বছরে সরকারি আবাসন ব্যবহার করা সম্ভাব্য প্রার্থীদের নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাড়িভাড়া, বিদ্যুৎ, জল ও টেলিফোন বাবদ বকেয়া না থাকার শংসাপত্র (নো ডিউজ সার্টিফিকেট) সংগ্রহের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

নিহত বিদ্যুৎ শ্রমিকের বাড়িতে

● আটের পাতার পর

অসংগঠিত শ্রমিক সংগঠনের চেয়ারম্যান শান্তনু পাল, জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক সুজিত দেব, তেলিয়ামুড়া জেলা কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ ভট্টাচার্য, খোয়াই ব্লক কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ বিশ্বাস-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, বিদ্যুৎ লাইনে কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় না। শ্রমিকদের জন্য মানসম্মত নিরাপত্তা সরঞ্জাম, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং ঝুঁকিমুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি, ঘটনার নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত, দায়ীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, মৃত শ্রমিকের পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ এবং পরিবারের একজন সদস্যকে সরকারি চাকরি দেওয়ার দাবিও জানায় কংগ্রেস। স্থানীয় বাসিন্দাদেরও দাবি, ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা আর না ঘটে, সেজন্য বিদ্যুৎ দপ্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করা জরুরি।

াঙ্গন

হ্যারি কেনের জোড়া গোলে শেষ ১৬-য় ইংল্যান্ড, তবে ইংরেজরা কত দূর যাবে, প্রশ্ন তুলে দিল লড়াকু কঙ্গো

ডিআর কঙ্গোর পেনাল্টি বক্সের মধ্যে মাইকেল ফেলপ্সের মতো ডাইভটা না মারলেও পারতেন হ্যারি কেন। বিশ্বকাপের আসরে ইংল্যান্ড অধিনায়ক ইংলিশ ফুটবলের দৈন্যই প্রকাশ করে ফেললেন বোধহয়। যদিও কেনের জোড়া গোলেই বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় জায়গা করে নিল ইংল্যান্ড।টানা তিন বার বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি ইটালি। জার্মানি, উরুগুয়ে নেজদারল্যান্ডসের মতো দল ছিটকে গিয়েছে। অন্য দিকে কাবো ভার্দে, প্যারাগুয়ে,ডিআর কঙ্গোর মত দেশ চমক দেখাচ্ছে। লাতিন আমেরিকার তুলনায় দুর্বল এবং আফ্রিকার দেশগুলির ঝকঝকে ফুটবল আর হার না মনোভাবের সামনে ম্লান এ যাবৎকাল বিশ্বফুটবলের শাসকেরা।

ফুটবল বিশ্বের সমীকরণ বদলের ইঙ্গিত হয়ে থাকতে পারে এ বারের বিশ্বকাপ। বুধবারের ইংল্যান্ড-ডিআর কঙ্গো ম্যাচ সেই পরিবর্তনের উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে থাকবে। ১৯৬৬ সালের চ্যাম্পিয়নদের বাড়তি সমীহ করেনি প্রথম বার বিশ্বকাপ খেলতে আসা কঙ্গো। বরং আগ্রাসী ফুটবল খেলছে। প্রতিযোগিতার অন্যতম সেরা ডিফেন্সকে ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করেছে। আফ্রিকার দেশের রক্ষণও পাল্লা দিয়ে লড়াই করেছে। গোলরক্ষক লিয়োনেল এমপাসি দুরন্ত খেললেন। বেশ কয়েকটা ভাল সেভ করলেন। এমপাসির দুরন্ত সেভ দেখে হতাশা জলের বোতল আছড়ে ফেললেন ইংল্যান্ড কোচ টমাস টুখেলও। কঙ্গোর অন্য ডিফেন্ডারেরাও অন্তত দু'বার গোল লাইন সেভ করলেন। কঙ্গোর রক্ষণের প্রাচীর ভাঙতে হিমশিম খেলেন জুড বেলিংহ্যাম, মার্কাস র্যাশফোর্ডেরা। ইংল্যান্ডের রিজার্ভ বেঞ্চকে দেখে মনে হচ্ছিল সাজেশন দেখে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে। কঙ্গো বিশ্বকাপের সিলেবাসের বাইরে না থাকলেও ইংরেজদের সাজেশনে ছিল না। ঠিক যেমন পানামার বিরুদ্ধেও ইংল্যান্ডের খেলা মন ভরাতে পারেনি।

ম্যাচের ৭ মিনিটে ব্রায়ান সিপেনগার দুরন্ত গোলে এগিয়ে যায় কঙ্গো। বক্সের মধ্যে অরক্ষিত অবস্থায় বল পান সিপেনগা। তাঁর ডান পায়ের শক্তিশালী শট আটকাতে পারেননি জর্ডন পিকফোর্ড। পিছিয়ে পড়ার পর সমতা ফেরাতে মরিয়া হয়ে ওঠে ইংল্যান্ড। ৩০ মিনিটে বেলিংহ্যামের দুরন্ত হেড শরীর ছুড়ে আটকে দেন এমপাসি। ৩৫ মিনিটে র্যাশফোর্ডের শট গোললাইনে দাঁড়িয়ে ব্লক করেন কঙ্গোর এক ডিফেন্ডার। প্রতিপক্ষের চাপ সামলে কঙ্গোর সাহসী ফুটবল বেশ কয়েক বার বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করেছে ইংল্যান্ডের বক্সে। ৪২ মিনিটে প্রায় দ্বিতীয় গোল করে ফেলেছিল আফ্রিকার দেশটি। এজরি কনসা এবং মার্ক গেহি নিজেদের জায়গায় ছিলেন না। সেই সুযোগে বক্সের ভেতর ইওয়ান উইসার উদ্দেশ্যে চমৎকার বল বাড়ান অ্যারন ওয়ান-বিসাকা। বল পেয়েই প্রথম ছোঁয়ায় শট নিয়েছিলেন উইসা। কিন্তু পোস্টে লেগে ফিরে আসে বল। এর পরই ৪৪ মিনিটে পেনাল্টি আদায়ের উদ্দেশে কেনের ওই ফেলপ্সসুলভ ডাইভ। কেনকে রুখতে অনেকটা এগিয়ে এসে ছিলেন এমপাসি। তাঁর সঙ্গে স্পর্শ হওয়ার আগেই সামনে ঝাঁপ দেন কেন। ইংল্যান্ড পেনাল্টির আবেদন করলেও নাকচ করে দেন রেফারি। 'ভার'-ও মান্যতা দেয়নি ইংল্যান্ডের দাবিকে। প্রথমার্ধে ০-১ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকেই মাঠ ছাড়ে ইংল্যান্ড। প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তেরও বেলিংব্যামকে হতাশ করেন এমপাসি।

৭৪ মিনিট পর্যন্ত ইংল্যান্ডকে আটকে রেখেছিল কঙ্গো। সমতা ফেরান সেই কেন। ৭৫ মিনিটে বক্সের মধ্যে অ্যান্টনি গর্ডনের ভাসিয়ে দেওয়া বলে হেড দিয়ে গোল করেন কেন। এমপাসি চেষ্ট করেও আটকাতে পারেননি। কেনই ইংল্যান্ডের জয় নিশ্চিত করেন ৮৬ মিনিটে। সেই গর্ডনের পাস থেকেই বক্সের মধ্যে বল পান ইংল্যান্ড অধিনায়ক। ডান পায়ের জোরাল শটে পরাস্ত করেন কঙ্গোর গোলরক্ষককে। সমতা ফেরানোর পর ইংল্যান্ডের ফুটবলারেরা চেপে ধরে ছিলেন কঙ্গোকে। আবার গোল খাওয়ার আগে পর্যন্ত আফ্রিকার দেশটি যে ফুটবল উপহার দিয়েছে, তা শেষ ১৫ মিনিট দেখা যায়নি। ৬০ মিনিটে র্যাশফোর্ড এবং ননি মাদুকে তুলে নিয়ে টুখেল বুকায়ো সাকা এবং গর্ডনকে নামানোর পর ইংল্যান্ডকে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী এবং ইতিবাচক মনে হয়েছে। ইংল্যান্ড কোচের এই পরিবর্তনই রং বদলে দেয় ম্যাচের। ৭০ মিনিটে জেড স্পেন্সকে তুলে নামান এবেরেচি এজেকে। দলকে অলআউট আক্রমণে তুলে দেন মরিয়া হয়ে। তাতেই চাপে পড়ে যায় কঙ্গোর রক্ষণ।

কেন দলকে জেতালেন। ১৩ গোল করে বিশ্বকাপে গোলের তালিকায় টপকে গেলেন পেলেকেও। তিনিই নিঃসন্দেহে দিনের শেষে ইংরেজ শিবিরের নায়ক। তবু পেনাল্টির আশায় ওই ঝাঁপটা না দিলেই পারতেন। প্রযুক্তি, ক্যামেরায় মোড়া বিশ্বকাপে এ ভাবে ফাঁকি দেওয়া যায়!

বিশ্বকাপে কোনও রকমে টিকে বেলজিয়াম, ৮৫ মিনিট পর্যন্ত ২ গোলে পিছিয়ে থেকেও অতিরিক্ত সময়ে জয়, ভাল খেলেও বিদায় সেনেগালের

জেতা ম্যাচ হেরে বিদায় নিল সেনেগাল। ৮৫ মিনিট পর্যন্ত বেলজিয়ামকে দাঁড়াতে দেয়নি তারা। কিন্তু তার পরেই হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ল আফ্রিকার দেশের রক্ষণ। তিন মিনিটের ঝড়ে ০-২ থেকে ২-২ করল বেলজিয়াম। খেলা গড়াল অতিরিক্ত সময়ে। যখন দেখে মনে হচ্ছে খেলা টাইব্রেকারে যাবে তখনই নাটক। শেষ মিনিটে পেনাল্টি পেল বেলজিয়াম। ঠান্ডা মাথায় গোল করলেন অধিনায়ক ইউরি টিয়েলেম্যানস। ৩-২ গোলে সেনেগালকে হারিয়ে বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় বেলজিয়াম। মন জিতলেও স্বপ্নভঙ্গ হল সেনেগালের।

সাইডলাইনের পাশে বসে থাকা সাদিয়ো মানেকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল, তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না আর বিশ্বকাপে নেই তাঁর দেশ। হয়তো শেষ বারের মতো তিনিও বিশ্বকাপ খেলে ফেললেন। বিশ্বাস হচ্ছিল না সিয়াটলের স্টেডিয়ামের ৬৬ হাজার দর্শকের অর্ধেকের। যাঁদের গায়ে ছিল সবুজ জার্সি। হাতে সিংহ। আফ্রিকার এই দেশের ফুটবল দলকে বলা হয় 'দ্য লায়ন্স'। সেই সিংহ হুঙ্কার দিলেও শিকার করতে পারল না। ৮৫ মিনিটের আগে সেনেগালের সমর্থকদের অনেকেই শেষ ষোলোর ম্যাচের টিকিট কাটতেও হয়তো শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এ বার দেশে ফেরার বিমানের টিকিট কাটতে হবে তাঁদের।

প্রথম ৮৫ মিনিট বোঝা যায়নি সেনেগালের প্রতিপক্ষ দলের নাম বেলজিয়াম। যে দলটা কয়েক বছর আগেও ফিফা ক্রমতালিকায় এক নম্বরে ছিল। অবশ্য দলটার সোনালি প্রজন্ম প্রায় শেষের পথে। দেখে মনে হচ্ছিল, কেভিন দ্য ব্রুইন, থিবো কুর্তোয়ারা শেষ ম্যাচ খেলে ফেললেন। কিন্তু শেষ বাঁশি বাজা না পর্যন্ত প্রতিপক্ষকে হালকা নিতে নেই। সেই ভুলটাই করল সেনেগাল।

খেলার শুরু থেকে সেনেগালের পরিকল্পনা ছিল আক্রমণ, আক্রমণ আর আক্রমণ। কখনও প্রান্ত ধরে মানে বা এনডিয়ায়ে ঢুকলেন। আবার কখনও থ্রু বল কাজে লাগিয়ে মাঝখান দিয়ে আক্রমণ করলেন ইসমাইলা সার। বেলজিয়াম তখন ঘর গোছাতে ব্যস্ত। কোচ রুডি গার্সিয়াকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল, কী হচ্ছে বুঝতে পারছেন না। তিনি ঘর সামলে আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু আক্রমণ হল কই।

চাপ বাড়ানোর ফল পেল সেনেগাল। শুরুতেই হাবিব দিয়ারা সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে ১৫ মিনিটের মধ্যে এগিয়ে যেত সেনেগাল। প্রথম সুযোগে গোল করতে না পারলেও ২৪ মিনিটের মাথায় দ্বিতীয় সুযোগে গোল করলেন দিয়ারা। সারের হেড পোস্টে লেগে ফিরলেও ফিরতি বলে গোল করেন তিনি। গোল খাওয়ার পরেও বেলজিয়ামের খেলায় কোনও তাগিদ চোখে পড়েনি। একটু চেষ্টা করছিলেন জেরেমি ডোকু। বাকিদের দেখে মনে হচ্ছিল না, গোল করার চেষ্টা করছেন।

খেলা দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, বেলজিয়ামের ফুটবলারদের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব হচ্ছে। দ্বিতীয়ার্ধে তা আরও প্রকট হল। ডিফেন্স থেকে আসা লম্বা বল বুকে নামিয়ে বেশ খানিকটা দৌড়ে ডান পায়ের শটে সেনেগালের দ্বিতীয় গোল করলেন সার। তাঁর ঘাড়ের কাছে বেলজিয়ামের দুই সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার ছিলেন। কিন্তু সারকে আটকাতে পারেননি। ঘড়ির কাঁটায় তখন ৫১ মিনিট। মনে হচ্ছিল, খেলার ফয়সালা করে ফেলেছে সেনেগাল। কিন্তু তখনও বোঝা যায়নি যে, অনেক নাটক বাকি।

প্রথমার্ধে এক স্ট্রাইকারে খেলছিল বেলজিয়াম। ডি কেটেলায়েরেকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। বাধ্য হয়ে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে রোমেলু লুকাকুকে নামান কোচ। তিনি নামার পর অন্তত সেনেগালের ডিফেন্ডারদের বিরক্ত করতে শুরু করেন। ৫৫ মিনিটে দ্য ব্রুইন ও ডোকুকে তুলে নেন গার্সিয়া। কোচের এই সিদ্ধান্ত অবাক হয়ে যান ধারাভাষ্যকারেরাও। কিন্তু তিনি যে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা ম্যাচের শেষে বোঝা গেল।

সুযোগ তৈরি করতে না পেরে হতাশা বাড়ছিল বেলজিয়ামের ফুটবলারদের। এক সময় তো অধিনায়ক টিয়েলেম্যানস ও লিয়োনার্দো ট্রসার্ড মাঠেই ঝগড়া শুরু করেন। লুকাকু কোনও রকমে তাঁদের সামলান। এই দৃশ্য দেখে বেলজিয়ামের সমর্থকেরা আরও হতাশ হয়ে পড়েন।

পাস খেলে সেনেগালের বক্সে ঢুকতে না পারায় একটা সময় লম্বা বলে খেলা শুরু করে বেলজিয়াম। সেই সময় তাদের মাঝমাঠ বলে কার্যত কিছু ছিল না। সামনে চার স্ট্রাইকার রেখে খেলছিল তারা। ৮৫ মিনিট পর্যন্ত সেনেগালকে দেখে মনে হয়নি সেই চাপ সামলাতে কোনও সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু তার পরেই শুরু নাটক।

৮৬ মিনিটের মাথায় বক্সের বাইরে থেকে ট্রসার্ডের ক্রস পায়ের টোকায় জালে জড়িয়ে দেন লুকাকু। প্রথম পোস্টেই ছিলেন গোলরক্ষক দিয়াও। গোটা ম্যাচে দুর্দান্ত খেলেছেন তিনি। কিন্তু সেই শট বাঁচাতে পারলেন না। ৮৯ মিনিটের মাথায় আবার ট্রসার্ডের ক্রস। এ বার বেরিয়ে পাঞ্চ করার চেষ্টা করেন দিয়াও। কিন্তু তিনি হাত লাগানোর আগেই হেড করেন টিয়েলেম্যানস। বল গোলে ঢোকে। দু'টি গোলের ক্ষেত্রেই সেনেগালের রক্ষণ দায়ী। যেন সকলে একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সেটাই কাল হল।

অতিরিক্ত সময়েও সেনেগাল সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু কাজে লাগাতে পারেনি। গোটা ম্যাচে অন্তত পাঁচটি গোল করতে পারত তারা। সুযোগ নষ্টের খেসারত দিতে হল তাদের। অতিরিক্ত সময়ের একেবারে শেষে আরও একটি ভুল করল সেনেগালের রক্ষণ। বল বার করতে গিয়ে টিয়েলেম্যানসকে ফাউল করেন কামারা। ভার রিপ্লে দেখে পেনাল্টি দেন রেফারি। সকলে ভেবেছিলেন লুকাকু শট মারবেন। কিন্তু দায়িত্ব নেন অধিনায়ক। ঠান্ডা মাথায় গোল করে বেলজিয়ামকে পরের রাউন্ডে তোলেন তিনি।

ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস উদযাপন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস। এই উপলক্ষ্যে ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের উদ্যোগে এক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করা হয়। এদিন বিকেলে জম্পুইজলায় উদীয়মান বালিকা ফুটবলারদের হাতে জার্সি তুলে দিয়ে উৎসাহিত করা হয়েছে। ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের কর্মকর্তারা জম্পুইজলায় গিয়ে ওই জার্সি তুলে দেন। এতে উদীয়মান ফুটবলাররা দারুণ উৎসাহিত হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন জম্পুইজলা প্লে সেন্টারের সভাপতি শচীন কলই, কোচ সুবোধ দেববর্মা প্রমুখ। ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের প্রতিনিধি দলে ছিলেন সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ, সচিব অনির্বাণ দেব ও কোষাধ্যক্ষ উৎপল ভট্টাচার্য।

তৃতীয় ম্যাচে ব্রাইট ক্লাবকে হারিয়ে ১ম জয় অনুরাগীর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।তৃতীয় ম্যাচে এসে জয়ের স্বাদ পেলো ক্রিকেট অনুরাগী। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের টি ২০ আসরে। এম বি বি স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার দুপুরে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। তাতে ক্রিকেট অনুরাগী ১০ উইকেটে পরাজিত করে ব্রাইট ক্লাবকে। প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে ব্রাইট ক্লাব নির্ধারিত ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ৬২ রান করে। দলের পক্ষে অভিজ্ঞ বর্ধন ৩০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮ রান করেন। ক্রিকেট অনুরাগীর পক্ষে মুন্না বণিক ১৪ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন জবাবে খেলতে নেমে ক্রিকেট অনুরাগী ১২.৫ ওভারে কোনও উইকেট না হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে অন্তরা মুহুরী ৩৬ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮ এবং স্নেহা নোয়াতিয়া ৪১ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ রানে অপরাজিত থেকে যান।

সিনিয়র মহিলা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে জি বি-কে সহজেই হারালো কসমোপলিটন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। জয়ে ফিরলো কসমোপলিটন ক্লাব। সহজেই পরাজিত করলো জি বি প্লে সেন্টারকে। ১৩০ রানের বড় ব্যবধানে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের টি ২০ ক্রিকেটে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে বৃহস্পতিবার দুপুরে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে কসমোপলিটন ক্লাব নির্ধারিত ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ১৬৪ রান করে। দলের পক্ষে এঞ্জেল পাল ৬২ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৫, প্রিয়াঙ্কা নোয়াতিয়া ২৭ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫ , মৌচৈতি দেবনাথ ১৮ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১ এবং সুলক্ষনা রায় ১৯ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৫ রান। জি বি প্লে সেন্টারের পক্ষে নিধি দেবনাথ ২৩ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে জি বি প্লে সেন্টার নির্ধারিত ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে মাত্র ৩৪ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে সর্বাধিক পায় ১৮ রান। এছাড়া দলের পক্ষে অনামিকা রায় ১০ রান করেন।

সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে প্রথম জয় বাধারঘাট কোচিং সেন্টারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।। মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে প্রথম জয় পেল বাধারঘাট কোচিং সেন্টার। তিন ম্যাচ খেলে। ১০ উইকেটে পরাজিত করল ইউ বি এস টি কে। নরসিংগড় টি আই টি মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে ইউবিএসটি মাত্র ৩০ রান করে। দল সর্বোচ্চ ১০ রান পায় অতিরিক্ত খাতে। দলের কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। বাধারঘাট কোচিং সেন্টারের পক্ষে মোনালিসা দে ১৪ রানে দুটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে বাধারঘাট কোচিং সেন্টার ৩৬ বল খেলে কোনও উইকেট না হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দল অতিরিক্ত খাতে সর্বাধিক পায় ১৫ রান। দলের পক্ষে পায়েল দাস ২৭ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রানে অপরাজিত থেকে যান।

অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে জয়ের ধারা অব্যাহত খোয়াই-এর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।।জয়ের ধারা অব্যাহত রাখলো গেলবারের রানার্স খোয়াই মহকুমা। টানা দুই ম্যাচে জয়লাভ করে আপাতত " বি " রয়েছে গ্রুপে শীর্ষস্থানে। বৃহস্পতিবার শহীদ কাজল ময়দানে খোয়াই মহকুমা ৭ উইকেটে পরাজিত করে অপেক্ষাকৃত দুর্বল কাঞ্চনপুর মহকুমাকে। রাজ্য অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে। এদিন সকালে জয় লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুভজিৎ পালের দুরন্ত বোলিংয়ের সামনে কাঞ্চনপুর মহকুমা মাত্র ৭২ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে রোহিত নাথ ৫৫ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৪ রান। খোয়াই মহকুমার পক্ষে শুভজিৎ পাল ১২ রানে পাঁচটি উইকেট দখল করে। খোয়াই মহাকুমা ১১.৫ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে শুভজিৎ পাল ৩৮ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৪ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৬ রান।

সোনামুড়াকে হারিয়ে জয়ের ধারা অব্যাহত তেলিয়ামুড়ার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই।জয় দিয়ে রাজ্য ক্রিকেট শুরু করলো তেলিয়ামুড়া মহকুমা। নিজেদের প্রথম ম্যাচে তেলিয়ামুড়া মহকুমা ৫ উইকেটে পরাজিত করে সোনামুড়া মহকুমাকে। বিক্রম দাসের বিধ্বংসী বোলিংয়ে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে। নীপকো মাঠে এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বিক্রম দাসের আগুন ঝরানো বোলিং এর সামনে সোনামুড়া মহকুমা মাত্র ৫৫ রান করতে সক্ষম হয়েছে। দলের পক্ষে মিনহাজ আহমেদ ৫৪ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৯ রান করে। তেলিয়ামুড়া মহকুমার পক্ষে বিক্রম দাস ২৩ রানে একাই ৭ টি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে তেলিয়ামুড়া মহকুমা ১৭ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে নিলয় দাস ১৩ এবং অর্পণ সাহা ১২ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৮ রান। সোনামুড়া মহকুমার পক্ষে রাজিব সিং নয় রানে এবং আরিফ হোসেন ১৬ রানে দুটি করে উইকেট দখল করে।

বিশ্বকাপে নজির এমবাপেদের, ৯৬ বছরের ইতিহাসে প্রথম দেশ হিসাবে কীর্তি ফ্রান্সের

সুইডেনকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়ে বিশ্বকাপে শেষ ষোলোয় পৌঁছে গিয়েছে ফ্রান্স। কিলিয়ান এমবাপেদের ফুটবল নজর কেড়েছে। একই সঙ্গে একটি নজিরও গড়েছে দিদিয়ের দেশঁর দল।

বিশ্বকাপের ৯৬ বছরের ইতিহাসে যা কখনও হয়নি, তাই করে দেখিয়েছে ফ্রান্স। প্রথম দেশ হিসাবে বিশ্বকাপে টানা পাঁচটি ম্যাচে তিন বা তার বেশি গোল করল ফ্রান্স। এমবাপেদের এই রেকর্ডের কথা সমাজমাধ্যমে জানিয়েছে ফিফাও। বুধবার সুইডেনের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন এমবাপে এবং মাইকেল ওলিসে। এমবাপে দু'টি গোল করেছেন। দু'টি গোল করিয়েছেন ওলিসে। একটি গোল করেছেন ব্র্যাডলি বার্কোলা।

সুইডেনকে ৩-০ ব্যবধানে হারানোর আগে গ্রুপের ম্যাচে নরওয়েকে ৪-১ ব্যবধানে হারিয়েছিলেন এমবাপেরা। ইরাকের বিরুদ্ধে জয় এসেছিল ৩-০ ব্যবধানে। এ বার বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে সেনেগালের বিরুদ্ধে ৩-১ ব্যবধানে জিতেছিল দেশঁর দল। গত বিশ্বকাপ ফাইনালেও আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ৩ গোল দিয়েছিলেন এমবাপেরা। এই নিয়ে সাত বার বিশ্বকাপের প্রিকোয়ার্টার ফাইনালে উঠল দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নেরা।

প্রিকোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্সের প্রতিপক্ষ জার্মানিকে হারানো প্যারাগুয়ে। আগামী ৫ জুলাই ফিলাডেলফিয়ায় হবে সেই ম্যাচ।২০২২ সালের পর ২০২৬ বিশ্বকাপেও গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিতে হয়েছে উরুগুয়েকে। প্রথম দু'টো ম্যাচে ড্র। স্পেনের বিরুদ্ধে মরণবাঁচন যুদ্ধ ছিল উরুগুয়ের। ড্র করলেও তারা নকআউটে চলে যেত। কিন্তু স্পেনের কাছে হেরে নিজেদের বিদায় নিশ্চিত করে ফেলে তারা। টানা দুই বিশ্বকাপে এমন হতাশাজনক পারফরম্যান্সে ক্ষুব্ধ সেদেশের ফুটবলপ্রেমীরা। এমনকী ড্রেসিংরুমে কোচ বনাম ফুটবলার ফাটল লক্ষ্য করা যায়। এবার ব্যর্থতার দায় নিজের কাঁধে নিয়ে ইস্তফা দিলেন মার্সেলো বিয়েলসা।

বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে ইস্তফা দেন বিয়েলসা। প্রায় ১০০ মিনিটের এই সাংবাদিক সম্মেলনে করা একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন। বিয়েলসার দাবি, জাতীয় দলের ফুটবলাররা কখনওই তাঁর ফুটবল দর্শনকে গুরুত্ব দেননি। "একটা বিষয়ে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত। আমি যা জানি, তা শিখতে কারও আগ্রহ ছিল না। আমি যা শেখানোর চেষ্টা করেছি, তার কোনও গুরুত্বই দেওয়া হয়নি। তবে এতে আমি খারাপ কিছু দেখি না। অন্যরা আমার কাছ থেকে শিখতে আগ্রহী নয়। বিষয়টা এখানেই শেষ।"

২০২৩ সালের মে মাসে উরুগুয়ের দায়িত্ব নিয়েছিলেন বিয়েলসা। তিন বছরের মেয়াদে প্রত্যাশিত সাফল্য না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত দায়িত্ব ছাড়তে হল তাঁকে। তবে ব্যর্থতার দায় নিজের কাঁধেই নিয়েছেন এই অভিজ্ঞ কোচ। তিনি বলেছেন, "যা হয়েছে, তার দায় সম্পূর্ণ আমার। এই ফলের জন্য কোনও অজুহাত দিতে পারি না। আমার দলে যে ফুটবলাররা ছিল, তাদের সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারিনি। আমি, কোচিং স্টাফ এবং ফুটবলাররা সবাই নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তা যথেষ্ট ছিল না।"জানা গিয়েছে ড্রেসিংরুমে টিমের উপর থেকে ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণ হারাতে শুরু করেছিলেন কোচ বিয়েলসা। তাঁর কোচিং পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন ফুটবলাররা। কোচকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দেওয়া হয়, তাঁর ট্রেনিংয়ের ধরন একেবারেই পছন্দ হচ্ছে না টিমের। উরুগুয়ের এক সংবাদমাধ্যমের দাবি, স্পেনের বিরুদ্ধে মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নামার আগেই কয়েকজন ফুটবলারদের সঙ্গে বিয়েলসার অশান্তি হয়। উত্তপ্ত এই পরিস্থিতির প্রভাব ম্যাচেও পড়ে। স্পেনের বিরুদ্ধে হেরে বিদায় নিতে হয় উরুগুয়েকে। কেবল উরুগুয়ে কোচ নন। রাউন্ড অফ ৩২-এ মেক্সিকোর কাছে হেরে সরে দাঁড়িয়েছেন ইকুয়েডর কোচ সেবাস্তিয়ান বেকাসেসেও। ম্যাচের পর তিনি বলেন, "এবার সময় এসেছে এই সুন্দর, অসাধারণ পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার। গভীর কৃতজ্ঞতা, শান্তি এবং তৃপ্তি নিয়ে বিদায় নিচ্ছি।"

লাল কার্ড দেখে লজ্জার নজির গোলদাতা বালোগুনের

লস অ্যাঞ্জেলেসের মাঠে দাপট দেখাল আমেরিকা। গোটা ম্যাচ জুড়ে বসনিয়া ও হারজেগোভিনা তাদের তাড়া করে গেল। এমনকি, ১০ জন হয়ে যাওয়ার পরেও আমেরিকাকে হারাতে পারল না তারা। বসনিয়াকে হারিয়ে বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় পৌঁছে গেল ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেশ। মেক্সিকো ও কানাডার পর বিশ্বকাপের তৃতীয় আয়োজক দেশও উঠল প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে।

প্রথম বার বিশ্বকাপের নকআউটে ওঠা বসনিয়া যে রক্ষণ সামলে আক্রমণে ওঠার পরিকল্পনা করবে তা ভাল ভাবে জানতেন আমেরিকার কোচ মৌরিসিয়ো পোচেত্তিনো। ক্লাব ফুটবলে পোড়খাওয়া কোচ সেই কারণে শুরু থেকেই আক্রমণের পথে গেলেন। আমেরিকার খেলা দেখে বোঝা গেল, শুরুতে গোল তুলে বসনিয়াকে চাপে ফেলার চেষ্টা করছে তারা।

গোল হয়েও গিয়েছিল প্রায়। মালিক টিলমানের ক্রস ধরে বল জালে জড়িয়ে দিয়েছিলেন ফোলারিন বালোগুন। কিন্তু অল্পের জন্য অফসাইডে বাতিল হয় সেই গোল। প্রথম গোল বাতিল হলেও আমেরিকার খেলা দেখে বোঝা যাচ্ছিল, যে কোনও মুহূর্তে গোল করবে তারা। অবশ্য মরিয়া রক্ষণ করছিল বসনিয়া। কিন্তু শুধু রক্ষণ করে কত ক্ষণ টিকে থাকা যায়। সেটাই হল।

প্রথমার্ধের একেবারে শেষে বসনিয়ার রক্ষণের ভুলে বল পেলেন বালোগুন। ঘাড়ের কাছে ডিফেন্ডারকে নিয়ে গোল করলেন তিনি। চলতি বিশ্বকাপে এটি তাঁর তৃতীয় গোল। লস অ্যাঞ্জেলেসের স্টেডিয়ামের ৬৬ হাজার দর্শকেরা মধ্যে ৬০ হাজারই আমেরিকার সমর্থক ছিলেন। তাঁদের চিৎকারে তখন কান পাতা দায়।

যদিও দ্বিতীয়ার্ধে ৬৪ মিনিটের মাথায় সেই বালোগুনই দলকে প্রায় ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। প্রতিপক্ষ ফুটবলারের পায়ে বাজে ট্যাক্ল করেন তিনি। ভার রিপ্লে দেখে রেফারি সরাসরি লাল কার্ড দেখান। বিশ্বকাপের নকআউটে গোল ও লাল কার্ড, এই কীর্তি এর আগে শুধু এক জনের ছিল। জিনেদিন জিদান। ২০০৬ সালের ফাইনালে ইটালির বিরুদ্ধে মার্কো মাতারাজ্জিকে ঢুঁসো মেরে লাল কার্ড দেখেছিলেন তিনি। সেই ম্যাচ ফ্রান্স হেরেছিল। তবে বালোগুনের ভাগ্য ভাল। তাঁর দল জিতল। আমেরিকা হারলে সব আঙুল বালোগুনের দিকেই উঠত।

১০ জনের আমেরিকাকে কিছু ক্ষণ চেপে ধরেছিল বসনিয়া। একের পর এক আক্রমণ তুলে আনে তারা। কিন্তু গোলের মুখ খুলতে পারেনি। সেই সময় মাঝমাঠে লোক বাড়ান পোচেত্তিনো। তিনি জানতেন, বেশি ক্ষণ এই চাপ সামলানো যাবে না। পাল্টা আক্রমণ করতে হবে। তার জন্য মাঝমাঠে লোক দরকার। কোচের এই পরিকল্পনা কাজে লাগে। আমেরিকার আরও একটি গোল অফসাইডে বাতিল হয়। কিন্তু ৮২ মিনিটের মাথায় ফ্রি কিক থেকে গোল করেন টিলমান।

০-২ পিছিয়ে পড়ার পর বসনিয়ার ফুটবলারদের শরীরী ভাষা দেখে বোঝা যাচ্ছিল, হার মেনে নিয়েছেন তাঁরা। বাকি সময়ে যে টুকু আক্রমণ বসনিয়া করল, তা আমেরিকার গোলরক্ষককে সমস্যায় ফেলতে পারেনি। ২০০২ সালের পর আবার বিশ্বকাপের নকআউটে এগোল আমেরিকা। শেষ ষোলোয় তাদের সামনে বেলজিয়াম। ভাল লড়াই হতে পারে। কিন্তু সেই ম্যাচে দলের সেরা অস্ত্র বালোগুনকে পাবেন না পোচেত্তিনো। তাঁকে বাদ দিয়েই রোমেলু লুকাকু, কেভিন দ্য ব্রুইনদের হারানোর ছক কষতে হবে তাঁকে।

বৃষ্টিতে শুরু হল না খেলা !

অধিনায়ক হিসাবে নিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি জয়ের জন্য আরও কয়েক দিন অপেক্ষা করতে হবে শ্রেয়স আয়ারকে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল। ভারতের ইনিংস শেষ হওয়ার পর বৃষ্টির তীব্রতা বাড়ে। আর খেলা শুরু করা যায়নি। বেশ কিছু ক্ষণ অপেক্ষার পর খেলা ভেস্তে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন আম্পায়ারেরা। ফলে বাকি চার ম্যাচে হবে সিরিজের ফয়সালা।ম্যাচের আগে থেকেই ডারহামের চেস্টার-লি-স্ট্রিটে বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। টসের সময়ও দেখা গিয়েছিল, আকাশে মেঘ রয়েছে। ভারতের ইনিংস চলাকালীন মাঝে মাঝে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হলেও খেলা বন্ধ করতে হয়নি। কিন্তু ভারতের ইনিংস শেষ হওয়ার পর জোরে বৃষ্টি শুরু হয়। তাতেই খেলা ভেস্তে যায়।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৮৯ রান করে ভারত। এই ম্যাচেও ছন্দে অভিষেক শর্মা। ২৪ বলে ৫৯ রান করেন তিনি। মাত্র ২০ বলে করেন অর্ধশতরান। ইংল্যান্ডের মাটিতে টি-টোয়েন্টিতে এটি কোনও ভারতীয় ব্যাটারের করা দ্রুততম অর্ধশতরান। ২০১৮ সালে ম্যাঞ্চেস্টারে ২৭ বলে অর্ধশতরান করেছিলেন লোকেশ রাহুল। সেই রেকর্ড ভাঙলেন অভিষেক।

আরও একটি রেকর্ড গড়েছেন ভারতীয় ওপেনার। দ্রুততম ছক্কার সেঞ্চুরি করেছেন তিনি। ৭৮৫ বলে ১০০ ছক্কা মেরেছেন তিনি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের এভিন লুইস ৭৮৯ বলে ১০০ ছক্কা মেরেছিলেন। সেই রেকর্ডও ভেঙেছেন অভিষেক। ৫৯ রানের ইনিংসে ছ'টি চার ও চারটি ছক্কা মারেন এই বাঁহাতি ব্যাটার।

অভিষেক ফর্মে থাকলেও আর এক ওপেনার সঞ্জু স্যামসন আবার ব্যর্থ। সাত বলে ১ রান করে আউট হন তিনি। রান পাননি ঈশান কিশনও। সম্প্রতি অভিষেককে টপকে টি-টোয়েন্টি ক্রমতালিকায় এক নম্বরে উঠেছেন তিনি। কিন্তু দ্বিতীয় বলেই ভুল বোঝাবুঝিতে শূন্য রানে রানআউট হন ঈশান। আয়ারল্যান্ডে রান না পেলেও এই ম্যাচে রানে ফিরলেন অধিনায়ক শ্রেয়স। অভিষেকের সঙ্গে মিলে ভারতের ইনিংস টানলেন তিনি। আগ্রাসী ব্যাটিং দেখা গেল দু'জনের ব্যাট থেকে। তাঁরা যত ক্ষণ ক্রিজে ছিলেন মনে হচ্ছিল ভারত ২০০ রানের বেশি করবে। অর্ধশতরান করলেন শ্রেয়স। ৪৭ বলে ৬৮ রান করে আউট হলেন তিনি।অভিষেক ও শ্রেয়সের ৩৮ বলে ৮৩ রানের জুটি যে ভিত গড়ে দিয়েছিল, তা কাজে লাগালেন শিবম দুবে। শেষ দিকে ২১ বলে ৪২ রান করলেন তিনি। তবে রান পাননি তিলক বর্মা। ১৩ রান করে আউট হন। তিন ব্যাটারের ব্যাটে ১৮৯ রান করে ভারত। এই পরিবেশে এই পিচে রান কম ছিল না। কিন্তু খেলা আর শুরুই করা গেল না। ফলে ফয়সালা হল না।

নতুন এসি বসানোর আগে বৈদ্যুতিক লোড বৃদ্ধি বাধ্যতামূলক, সতর্ক করল বিদ্যুৎ নিগম

আগরতলা, ২ জুলাই: রাজ্যজুড়ে তীব্র গরমের কারণে এয়ার কন্ডিশনার (এসি) ব্যবহারের প্রবণতা দ্রুত বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে গ্রাহকদের নিরাপত্তা এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা জারি করেছে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড (টিএসইসিএল)। নিগমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নতুন এসি বসানোর আগে অবশ্যই বাড়ির অনুমোদিত বৈদ্যুতিক লোড বৃদ্ধি করতে হবে।

বিদ্যুৎ নিগমের মতে, অনুমোদিত লোড বৃদ্ধি না করে এসি চালালে বাড়ির বৈদ্যুতিক সংযোগে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে শর্ট সার্কিট, অগ্নিকাণ্ড, বিদ্যুৎ মিটার ও বৈদ্যুতিক লাইনের ক্ষতির পাশাপাশি আশপাশের এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহও ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই সামান্য সময় বা অর্থ সাশ্রয়ের জন্য কোনোভাবেই এই ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। নিগম জানিয়েছে, নতুন এসি কেনা বা বসানোর পরিকল্পনা করলেই প্রথমে নিকটবর্তী বিদ্যুৎ নিগমের কার্যালয়ে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক লোড বৃদ্ধি করে নিতে হবে। এতে যেমন পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে, তেমনি বিদ্যুৎ ব্যবস্থাও সুরক্ষিত থাকবে।

এসি ব্যবহারে যা করবেন ঃ

নতুন এসি বসানোর আগে অবশ্যই টিএসইসিএল থেকে বৈদ্যুতিক লোড বৃদ্ধি করে নিন। বছরে অন্তত একবার এসির নিয়মিত সার্ভিসিং করান। আউটডোর ইউনিট পরিষ্কার ও বাধামুক্ত রাখুন। এসির তাপমাত্রা ২৪ থেকে ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সেট করুন। ঘরের আর্দ্রতা ৪০ থেকে ৬০ শতাংশের মধ্যে রাখুন।

পর্দা বা ইনসুলেশন ব্যবহার করে ঘরে তাপ প্রবেশ কমান। প্রশিক্ষিত প্রযুক্তিবিদের মাধ্যমে এসি স্থাপন ও মেরামত করান। সঠিকভাবে আর্থিং নিশ্চিত করুন। সম্ভব হলে বিইই ৫-স্টার রেটিংযুক্ত এসি ব্যবহার করুন। এসির সঙ্গে সিলিং ফ্যান ব্যবহার করুন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গোকুলপুরে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা প্রাণ কাড়ল ২৮ বছরের যুবকের

উদয়পুর, ২ জুলাই: গোমতী জেলার গোকুলপুর বাজার সংলগ্ন জাতীয় সড়কে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ২৮ বছর বয়সি এক যুবক। মৃতের নাম রাজদীপ দত্ত। তিনি রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত রাজারবাগ এলাকার অরুণাচল সংঘ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা। তাঁর বাবা নারায়ণ দত্ত। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, বুধবার রাজদীপের জ্যাঠাতো ভাইয়ের আশীর্বাদের অনুষ্ঠান ছিল উদয়পুরের মোহর কুঞ্জে। অনুষ্ঠান শেষে রাতে বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কোনো একটি বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটির পর রাজদীপ নিজের মোটরসাইকেল নিয়ে আগরতলার উদ্দেশে রওনা দেন। জানা গেছে, পরদিন তাঁর গৌহাটি যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল।

রাত প্রায় ১২টা ৪৫ মিনিট নাগাদ গোকুলপুর বাজার সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বোলেরো পিক-আপ গাড়ির পিছনে তাঁর মোটরসাইকেল সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের তীব্রতায় তিনি রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হন।

বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে উদয়পুর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে খবর দেন। দমকল কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাজদীপকে উদ্ধার করে টেপানিয়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

রাতেই তাঁর মরদেহ টেপানিয়া গোমতী জেলা হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়। বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তের পর মরদেহ পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরে নিজ বাড়িতে মরদেহ পৌঁছালে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। অরুণাচল সংঘ, রমেশ প্রাক্তনী সংগঠনসহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও বন্ধু-বান্ধব তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

জানা গেছে, রাজদীপ দত্ত একসময় চেন্নাইয়ে একটি বেসরকারি সংস্থায় নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পরে নিজ রাজ্যে ফিরে পালাটানা ওএনজিসি এলাকার কাছে একটি বেকারি ব্যবসা শুরু করলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পরবর্তীতে তিনি টিএনজিসিএলের উদয়পুর শাখায় চুক্তিভিত্তিক কর্মী হিসেবে কাজ করছিলেন।

তাঁর অকাল মৃত্যুতে পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও এলাকাবাসীর মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ময়নাতদন্তের পর উদয়পুরের ছনবনস্থিত লোকনাথ আশ্রম সংলগ্ন মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

গর্ভধারিণী মা-সহ একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে স্বামীকে হত্যার অভিযোগ

মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইলেন গৃহবধূ

বিশ্রামগঞ্জ, ২ জুলাই: স্বামী হত্যার ঘটনায় নিজের গর্ভধারিণী মা-সহ একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ ও ন্যায্য বিচারের দাবি জানালেন এক গৃহবধূ। বৃহস্পতিবার দুপুরে সিপাহিজলা জেলার বিশ্রামগঞ্জের লুনথাইছড়া এলাকায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিযোগ করেন হোসিয়ারা খাতুন।

হোসিয়ারা খাতুনের অভিযোগ, তার মা মল্লিকা বেগম, মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক থাকা বলে অভিযোগ ওঠা সুলতান উদ্দিন এবং তাদের সহযোগী হিসেবে অভিযুক্ত হান্নাই মিয়া, রিনা বেগম, বুধু ও মরা গত ৭ জুন রাতে তার স্বামী রাজু মিয়াকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেন। এরপর মরদেহটি চুড়াইবাড়ি থানার অন্তর্গত পূর্ব চুড়াইবাড়ি গ্রামের ২ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার রেললাইনের পাশে ফেলে রাখা হয় বলে অভিযোগ। তিনি আরও দাবি করেন, ঘটনার সময় তাকে একটি ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। তার পাঁচ বছরের মেয়ে সাইমা বেগম নাকি পুরো ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। ৮ জুন সকালে রেললাইনের ধারে রাজু মিয়ার মরদেহ উদ্ধার হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর প্রাণভয়ে দুই সন্তানকে নিয়ে তিনি বিশ্রামগঞ্জের লুনথাইছড়ায় শ্বশুরবাড়িতে আশ্রয় নেন বলে জানান। তিনি দাবি করেন, ঘটনার ধাক্কায় অসুস্থ হয়ে পড়ায় সঙ্গে সঙ্গে থানায় অভিযোগ দায়ের করতে পারেননি। পরে গত ২৮ জুন শ্বশুর-শাশুড়িকে সঙ্গে নিয়ে চুড়াইবাড়ি থানায় মামলা করতে গেলে পুলিশ অভিযোগ গ্রহণ করেনি বলেও অভিযোগ করেন তিনি। অন্যদিকে, মৃত রাজু মিয়ার পরিবারের দাবি, তারা অত্যন্ত অসচ্ছল অবস্থায় রয়েছেন। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্যকে হারিয়ে দুই নাতি-নাতনি ও পুত্রবধূর ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় দিন কাটছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন মৃতের বাবা-মা ও স্ত্রী।

ধর্মনগরে জমি-বিবাদে হামলা, দুই অভিযুক্তের ৩ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২ জুলাই: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে জমি-সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে সংঘটিত প্রাণঘাতী হামলার বহুল আলোচিত মামলায় দীর্ঘ ১৫ মাসের বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে ভিকটিম পক্ষের পক্ষে রায় দিয়েছে ধর্মনগরের মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট (সিজেএম) আদালত। আদালত দুই অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে প্রত্যেকের তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং জরিমানার নির্দেশ দিয়েছে।

সিজেএম দেবলীনা কিলিকদারের আদালতে পিআরসি (ডাব্লিউ পি) ৭৯ অফ ২০২৫ মামলার রায় ঘোষণা করা হয়। আদালত অভিযুক্ত অমিত সিনহা ও অমর সিনহা (পিতা: অনিল সিনহা)-কে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-এর ১১৭(২) ও ১১৫(২) ধারায়, ৩(৫) ধারার সঙ্গে পাঠ করে দোষী সাব্যস্ত করেন।

রায় অনুযায়ী, ১১৭(২) ধারায় প্রত্যেক অভিযুক্তকে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে অতিরিক্ত ছয় মাসের সাধারণ কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। এছাড়া ১১৫(২) ধারায় আরও ৫ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। এই জরিমানা অনাদায়েও প্রত্যেককে আরও ছয় মাসের সাধারণ কারাদণ্ড ভোগের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আদালত আদায় হওয়া মোট ২০ হাজার টাকা জরিমানার অর্থ আহতদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদানেরও নির্দেশ দিয়েছে।

মামলার নথি অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ২৭ মার্চ ধর্মনগরের কালাছড়া রোডের মাশরুম ফার্ম সংলগ্ন মহাদেববাড়ি এলাকায় একটি বিবাদিত জমিতে মাটি ফেলার কাজ চলছিল। সেই সময় মৃত গৌরিশেখর সিনহার ছেলে উত্তম সিনহা বাধা দিতে গেলে অভিযুক্তরা তাঁর ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। অভিযোগ, তাঁকে কর্দমাক্ত জলে ফেলে প্রাণনাশেরও চেষ্টা করা হয়। উত্তম সিনহাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসে আহত হন তাঁর ভাই গৌতম সিনহা এবং বৌদি মঞ্জু রানি সিনহা। ঘটনার পর ধর্মনগর থানায় মামলা দায়ের হয়। তদন্তকারী অফিসার এসআই বিশ্বজিত দাস তদন্ত শেষে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন।

দীর্ঘ ১৫ মাস ধরে চলা বিচারিক প্রক্রিয়ায় ছয়জন সাক্ষীর সাক্ষ্য, চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি, তদন্তের তথ্য এবং উভয় পক্ষের আইনজীবীদের যুক্তিতর্ক পর্যালোচনার পর আদালত এই রায় ঘোষণা করে।

রায় ঘোষণার পর ভিকটিম পরিবারের সদস্যরা সন্তোষ প্রকাশ করে জানান, দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর অবশেষে তারা ন্যায়বিচার পেয়েছেন। অন্যদিকে, ধর্মনগরে এই রায়কে কেন্দ্র করে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। আইনজীবীদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে প্রত্যেক নাগরিককে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে সমাজকল্যাণমন্ত্রীর আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুলাই: যুব সমাজকে খেলাধুলা ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত রাখতে পারলে মাদকের কুফল থেকে তাদের দূরে রাখা সম্ভব হবে। এরজন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। শুধু সরকারের উদ্যোগে মাদকমুক্ত সমাজ গঠন করা সম্ভব নয়। এরজন্য প্রত্যেক নাগরিককে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে। আজ আগরতলার টাউনহলে মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত রাজ্যস্তরের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায় একথা বলেন। তিনি বলেন, বিশ্রামগঞ্জে ১২১ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট নেশামুক্তি হাসপাতাল গড়ে তোলা হচ্ছে। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ৫০ শয্যা বিশিষ্ট নেশামুক্তি কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য রাজ্য সরকার চিন্তা ভাবনা করছে।

সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা, ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব তপন কুমার দাস, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, পশ্চিম ত্রিপুরার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক, সমাজকল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা এল, রাগুল প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা মাদকাসক্তির ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে যুব সমাজকে আরও বেশি করে সচেতন করে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব তপন কুমার দাস। তিনি আন্তর্জাতিক মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচির কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান, এ উপলক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিতর্ক, স্লোগান রচনা ও অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল। অনুষ্ঠানে স্কুল ও কলেজস্তরের বিতর্ক প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত অতিথি ও অংশগ্রহণকারীগণ মাদকমুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তোলা এবং সুস্থ নিরাপদ ও মাদকমুক্ত ভারত নির্মাণে সকলে একযোগে কাজ করার শপথবাক্য পাঠ করেন।

বেহাল রাস্তা ও পানীয় জলের সংকটে ক্ষোভ

শান্তিরবাজারে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি এলাকাবাসীর

শান্তিরবাজার, ২ জুলাই: দীর্ঘদিন ধরে বেহাল রাস্তা ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংকটের অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শান্তিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের গঞ্জি টিলা ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, একাধিকবার জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও এখনও পর্যন্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি।

স্থানীয়দের অভিযোগ, কয়েক বছর আগে বন্যায় এলাকাটির রাস্তা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরপর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে প্রতিদিন চরম দুর্ভোগের মধ্যে যাতায়াত করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। বিশেষ করে বর্ষার সময় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে।

এলাকাবাসীর আরও দাবি, রাস্তার পাশাপাশি বিশুদ্ধ পানীয় জলের সমস্যাও দীর্ঘদিনের। এই বিষয়ে পৌর পরিষদের জনপ্রতিনিধিদের একাধিকবার জানানো হলেও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে তাঁদের অভিযোগ। সমস্যার দ্রুত সমাধানের দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দারা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে প্রশাসনের কাছে দ্রুত রাস্তা সংস্কার এবং নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করার আবেদন জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ এবং স্থানীয় বিধায়কের ভূমিকা নিয়েও কিছু বাসিন্দা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তবে এই অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিধায়ক বা প্রশাসনের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

এলাকাবাসীর আশা, জনস্বার্থের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে প্রশাসন দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, যাতে সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের ভোগান্তির অবসান ঘটে।

বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাটের তিন বিধানসভা কেন্দ্রে ৩০ জুলাই উপনির্বাচন, ফল ৩ আগস্ট

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই (আইএএনএস): বিহার, মধ্যপ্রদেশ এবং গুজরাটের তিনটি শূন্য বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করল ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)। কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী, আগামী ৩০ জুলাই ভোটগ্রহণ হবে এবং ৩ আগস্ট ভোটগণনা করা হবে। সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়া ৪ আগস্টের মধ্যে শেষ হবে।

যে তিনটি আসনে উপনির্বাচন হবে, সেগুলি হল বিহারের বাঁকিপুর, মধ্যপ্রদেশের দাতিয়া এবং গুজরাটের মাঞ্জলপুর।

বিহারের বাঁকিপুর আসনটি নীতিন নবীনের পদত্যাগের ফলে, মধ্যপ্রদেশের দাতিয়া আসনটি রাজেন্দ্র ভারতীর অযোগ্য ঘোষণার কারণে এবং গুজরাটের মাঞ্জলপুর আসনটি যোগেশভাই প্যাটেলের মৃত্যুর পর শূন্য হয়।

নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, ৬ জুলাই গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি হবে। ১৩ জুলাই পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে। ১৪ জুলাই মনোনয়নপত্র যাচাই হবে এবং ১৬ জুলাই পর্যন্ত প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের সুযোগ থাকবে। ৩০ জুলাই ভোটগ্রহণ এবং ৩ আগস্ট ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হবে।

কমিশন জানিয়েছে, তিনটি কেন্দ্রের ভোটার তালিকা বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধন বা বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত করা হয়েছে। বাঁকিপুরের ভোটার তালিকা ২০২৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর, দাতিয়ার ২০২৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি এবং মাঞ্জলপুরের ২০২৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয়েছে। তবে মনোনয়ন জমার শেষ দিন পর্যন্ত নির্ধারিত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভুল ট্রেনে চেপে আমবাসায় পৌছাল করিমগঞ্জের দুই কিশোর রয়েছে পুলিশের হেফাজতে

আগরতলা, ২ জুলাই: এক মুহূর্তের অসাবধানতায় নির্ধারিত গন্তব্যের পরিবর্তে সুদূর ত্রিপুরায় পৌঁছে গেল দুই কিশোর। ঘটনাটি ঘটেছে আসামের করিমগঞ্জ রেল স্টেশনে। বর্তমানে ওই দুই কিশোর ত্রিপুরার ধলাই জেলার আমবাসা থানার পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। পুলিশ তাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চালাচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নিখোঁজ দুই কিশোরের নাম ইকবাল হোসেন (পিতা: আব্দুর রহমান) এবং দিলওয়ার হোসাইন (পিতা: করিম আলী)। তাদের বাড়ি আসামের বদরপুর এলাকার গুল-এ।

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, দাদুর বাড়িতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিল দুই কিশোর। করিমগঞ্জ রেল স্টেশনে ট্রেন পরিবর্তনের সময় ভুলবশত তারা অন্য একটি ট্রেনে উঠে পড়ে। পরে ট্রেনটি ত্রিপুরার আমবাসা রেল স্টেশনে পৌঁছালে বিষয়টি ধরা পড়ে। খবর পেয়ে আমবাসা থানার পুলিশ দুই কিশোরকে নিরাপদে নিজেদের হেফাজতে নেয়।

বর্তমানে পুলিশ তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে নিরাপদে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। এদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিশু ও কিশোরদের একা দীর্ঘ সফরে পাঠানোর ক্ষেত্রে আরও সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয়রা। বিশেষ করে ট্রেন পরিবর্তনের সময় অভিভাবকদের নজরদারি ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

হাজরাপাড়া সিনিয়র বেসিক স্কুলে অব্যবস্থার অভিযোগ, মিড-ডে মিল ও পাঠদান নিয়ে উঠল একাধিক প্রশ্ন

তেলিয়ামুড়া, ২ জুলাই: তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামী এলাকার প্রত্যন্ত কাকড়াছড়ায় অবস্থিত হাজরাপাড়া সিনিয়র বেসিক স্কুলে শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষক উপস্থিতি এবং মিড-ডে মিল পরিচালনা নিয়ে একাধিক গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের দাবি, বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশের চরম অবনতি ঘটেছে, যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ।

২০০৫ সালে পাহাড়ি এলাকার দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় এই বিদ্যালয়। বর্তমানে বিদ্যালয়টি মুঙ্গিয়াকামী বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীন পরিচালিত হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিদ্যালয়ে প্রায় ৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। প্রাথমিক বিভাগে একজন এবং উচ্চ প্রাথমিক বিভাগে তিনজন শিক্ষক কর্মরত থাকলেও নিয়মিত পাঠদান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

অভিযোগ, বিদ্যালয় শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময় সকাল ১১টা হলেও দুপুর ১২টা পেরিয়ে গেলেও অনেক সময় শ্রেণিকক্ষে পাঠদান শুরু হয় না। শিক্ষার্থীদের একাংশকে বিদ্যালয় চত্বরে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় বলে দাবি স্থানীয়দের। এ ঘটনায় অভিভাবকদের মধ্যেও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

এদিকে, মিড-ডে মিল নিয়েও উঠেছে গুরুতর অভিযোগ। স্থানীয়দের দাবি, শিক্ষার্থীদের পাতে শুধু ভাতের সঙ্গে কাঁচা ডিম পরিবেশন করা হয়েছে। সরকারের নির্ধারিত পুষ্টিকর খাদ্য তালিকা অনুযায়ী খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।

এছাড়াও অভিযোগ, সংবাদমাধ্যম বিদ্যালয়ে পৌঁছানোর পরপরই শিক্ষকরা দ্রুত শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে পাঠদান শুরু করেন। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় নানা আলোচনা শুরু হয়েছে।

গোটা বিষয় নিয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে তিনি অভিযোগের বিষয়ে স্পষ্ট কোনো মন্তব্য করেননি বলে জানা গেছে। তবে এই সমস্ত অভিযোগের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। এখন এলাকাবাসীর দাবি, শিক্ষা দপ্তর যেন বিষয়টি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে। অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে দায়ীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি বিদ্যালয়ে সুষ্ঠু শিক্ষা ও পুষ্টিকর মিড-ডে মিল নিশ্চিত করারও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

মোহনপুরে রেশন দোকান, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ও স্কুলে আচমকা পরিদর্শন ধরা পড়ল একাধিক অনিয়ম

আগরতলা, ২ জুলাই: মোহনপুর মহকুমার অধীন বিজয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিভিন্ন রেশন দোকান, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং বিদ্যালয়ে সারপ্রাইজ পরিদর্শন চালিয়ে একাধিক অনিয়মের সন্ধান পেল মহকুমা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার মোহনপুর মহকুমা শাসক শান্তনু বিকাশ দাসের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয়।

পরিদর্শনকালে দেখা যায়, বিজয়নগর-২ রেশন দোকানটি নির্ধারিত সময়ে বন্ধ ছিল। এছাড়াও বিজয়নগর এস বি স্কুলে বিভিন্ন প্রশাসনিক ও পরিষেবাগত অনিয়ম নজরে আসে। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির বিস্তারিত খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান মহকুমা শাসক।

শান্তনু বিকাশ দাস বলেন, সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়া এবং বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করতেই এই ধরনের আকস্মিক পরিদর্শন চালানো হচ্ছে। কোথাও অনিয়মের প্রমাণ মিললে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি আরও জানান, শুধু বিজয়নগর নয়, আগামী দিনেও মোহনপুর মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় রেশন দোকান, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, বিদ্যালয়সহ সরকারি পরিষেবা কেন্দ্রগুলিতে এই ধরনের সারপ্রাইজ পরিদর্শন অব্যাহত থাকবে। প্রশাসনের এই উদ্যোগে সরকারি পরিষেবার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আরও বাড়বে বলেই মনে করছে মহকুমা প্রশাসন।

নিহত বিদ্যুৎ শ্রমিকের বাড়িতে কংগ্রেস প্রতিনিধি দল

আগরতলা, ২ জুলাই: খোয়াই জেলার পহড়মুড়া কপালীপাড়ায় কর্মরত অবস্থায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নিহত দৈনিক মজুরির শ্রমিকের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে বৃহস্পতিবার তার বাড়িতে পৌঁছায় কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল। ওই ঘটনার পর এলাকায় শোকের আবহের পাশাপাশি ক্ষোভও ছড়িয়ে পড়েছে।

কংগ্রেস নেতৃত্বের অভিযোগ, কল্যাণপুর বিদ্যুৎ নিগমের চরম অবহেলার কারণেই নিরীহ শ্রমিকের অকাল মৃত্যু হয়েছে। বিদ্যুতের এলটি/এসটি লাইনে কাজ করার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ওই শ্রমিকের মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে।

এদিন প্রতিনিধি দলটি মৃতের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গভীর সমবেদনা জানায় এবং সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের তফসিলি জাতি সেলের চেয়ারম্যান নিরঞ্জন দাস, ওবিসি সেলের চেয়ারম্যান মনোরঞ্জন দেবনাথ, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক সংকটে ধুঁকছে হরচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়, উদ্বেগে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরা

কমলপুর, ২ জুলাই: কমলপুর মহকুমার মানিকভাণ্ডার এলাকার ঐতিহ্যবাহী হরচন্দ্র গ্র্যান্ট-ইন-এইড দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক সংকট দেখা দেওয়ায় উদ্বেগ বাড়ছে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে। স্থানীয়দের অভিযোগ, একাধিকবার শিক্ষা দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও এখনও পর্যন্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি।

১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়টি মহকুমার অন্যতম সুনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানকার বহু প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী বর্তমানে রাজ্য ও রাজ্যের বাইরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত রয়েছেন। তবে বর্তমানে বিদ্যালয়টির শিক্ষার মান শিক্ষক সংকটের কারণে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে বলে অভিযোগ। বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে প্রায় ৭৮০ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত থাকলেও শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা মাত্র ২২ জন। অভিযোগ, গত ১৪ বছর ধরে ইতিহাস বিষয়ে কোনো শিক্ষক নেই। পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি ও পদার্থবিদ্যাসহ একাধিক বিষয়েও শিক্ষক সংকট রয়েছে। বিশেষ করে কলা বিভাগে প্রায় সাড়ে ৩৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী থাকলেও ইতিহাসের শিক্ষক না থাকায় পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একমাত্র শিক্ষিকা আগামী দুই মাসের মধ্যে অবসর গ্রহণ করতে চলেছেন। তাঁর অবসরের পর ওই বিষয়েও শিক্ষকশূন্যতা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এদিকে বিদ্যালয়ে প্রায় ১৫ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। তবে অভিভাবক ও স্থানীয়দের প্রশ্ন, পর্যাপ্ত বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক না থাকলে আধুনিক ভবন নির্মাণ করেও শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্ভব হবে কীভাবে?

অভিযোগ, শিক্ষক সংকটের বিষয়টি জেলা শিক্ষা আধিকারিক এবং শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তাকে একাধিকবার লিখিতভাবে জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক এবং স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। এলাকাবাসীর দাবি, শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের স্বার্থে অবিলম্বে শূন্যপদে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করে বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনুক শিক্ষা দপ্তর।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas